

অবসর-সরোজিনী

(কাব্য)



শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

অপি মে জড়তাবাগী জ্ঞান্যস্তি ন চ পণ্ডিতাঃ ।
কেন না দ্বীপতে হর্ষাদক্ষুটং শুকভাষিতং ॥ ”

রামলীলোদয় ।

কলিকাতা

ঠান্ঠনিয়া, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, আলবার্ট স্ট্রো

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত ।

বৈশাখ, — ১২৮৩

ভূমিকা ।



বসব সার্বাজিনী প্রকাশিত হইল। অবসরক্রমে যে সকল কবিতা বচিত হইয়াছে, সেই সকলের কতকগুলি ইহাতে সন্নিবিশিত করা হইল। কবিতাগুলি অবসরক্রমে লিখিত বলিয়া এই পুস্তকখানির উল্লিখিত নাম দেওয়া গেল। এই গ্রন্থের অন্তর্গত অনেক গুলি কবিতা পার্সী সুপ্রসিদ্ধ বাহুব, জ্ঞানানুব, আর্গ্য-দর্শন, মধ্যস্থ, তমোলুক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, সাধাবণী, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তজ্জন্তু আমি তৎপাত্রের সম্পাদক মহোদয়গণকে কৃতজ্ঞতা সহিত বক্তব্য প্রদান কবিতেছি।

ইতঃপূর্বে আমি কাব্যানুগামী পাঠকমণ্ডলীর নিকটে মদীয় কবিতাখানি সামান্য কাব্যগন্থ আর্থিক শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিয়াছি। আমার সৌভাগ্যক্রমে সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়গণ এবং পাঠকবৃন্দ সেইগুলির প্রতি কতদূর আদর ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন জানিবা, আমার এইখানি তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রদান কবিলাম। কিন্তু জানি না, ইহা তাঁহাদিগের নয়নচুম্বকে কি পরিমাণে আকর্ষিত হইবে। তবে এইমাত্র ভবস। যে, অবসর সার্বাজিনী আমার নিতান্ত আদর ও ধনের ধন, যদিপি তাঁহা এই আভাসটুকুও

ব্রহ্মতে পাবিয়া অম্লগ্রহপূর্বব ইহাব প্রতি কিঞ্চিং সজ্জদয়তা
প্রদর্শন কারন, তাহা হইলেই আমাব যথেষ্ট।

শ্রীবাজকৃষ্ণ বায়।

কপিকাতা,

লা বৈশাখ, - ১২৮৩

সূচিপত্রিকা ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভিখাবিণী	১
কৃষ্ণব সুবদী	৮
মধুমঙ্গিকাদর্শন	১১
কমলে কমল	১৩
অশনিপতন	১৪
প্রিয়তমাব প্রতি	২২
প্রবাহি চন্দ্রিয়ে যশঃ অগ্নি শো তুষ্টিনি	২৩
বসন্ত	২৪
এই—	২৫
জাগ্রত	২৬
সেটি	২৭
সবৎ	২৮
তপনের পবিণয়	২৯
স্বধী কে	৪৮
প্রণয়	৫৫
স্বর্গীয় স্বকবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৬৩
দৈববাণী	৬৭
অগস্ত্য-গণ্ডূষ	৭৭
বঙ্গ বিধবা	৮১
অভিশাপ	৮৩
ভূতলে কাঞ্চালী অধম জাতি	৮৭

প্রিয়তমা হাসিল	..	৯৫
হুইখানি চিত্রপট	৯৬
বুটিশ কীর্তি	১০১
বিদায়	..	১০৯
স্মৃতি	১১৬
নলিনী	.	১২৩
অভাগাব বিবাতা		১২৫
শুভ্র কোটা	..	১৩২
একটি চিন্তা		১৩৩
পূর্বরাগ	.	১৩৭
চিহ্ন	১৩৯
চিত্র	১৫০
ভাবত-বিলাপ গীতিকা	.	১৫৪
একটি কুসুম	...	১৬৪
কোন নবদিগাহিত বন্ধুব প্রতি		১৬৯
কালের শৃঙ্গবাদন	..	১৭৮
শুকপক্ষী	.	১৮৮
সারস্বত সন্নিগন	.	১৯৮
প্রতিধ্বনি	..	২০৫
নিয়তি	২০৯
গীতচতুষ্টয়	২১৬
খুলনা	২২১
কোন প্রিয়তম বন্ধুব প্রতি	.	২২১

অবসর-সরোজিনী

কাব্য ।

—oo—

ভিখারিনী ।

১

ধীরি ধীরি যায়, কিরি কিরি চায়,
কে রে ও রমণী ধূলিমাখা পায়,
কাঁপে থর থর, ব্যাকুলা শ্বুধায়,
হু পা না যাইতে বসিলা পড়ে ?

বদন-কমল মলিন হয়েছে,
না জানি অবলা কি জ্বালা রয়েছে,
প্রমাণ তাহার নিশান রয়েছে—
ঐ দেখ, জল নয়নে পড়ে ।

২

কণ্ঠ কেশভার, ঝড়ি উঠে যায়,
শত গ্রহি দেওয়া সীতল মাতার।

ট'লে ট'লে চলে, ঠেকাঠেকি পায়,
 ভাঙ্গা লাঠিখানি বয়েছে করে ।
 ফেবে দ্বাবে দ্বারে, তথাপি উহারে
 নিদব সবাই, কবে না দয়া বে,
 দয়া কি নাই রে জগত-মাঝারে ?
 দয়া কি নাই বে পামব নবে ?

৩

হুযাবে হুযাবে দীনা ভিখাবিলী,
 সহায়বিহীনা গীণা অনাথিনী,
 অবলা সবলা কান্ধালী কামিনী
 মর্বমে মবিয়া কাঁদিয়া চলে ।
 হেন হুথিনীবে করুণ-লোচনে
 চেবে দেখি কেহ যাতনা মোচনে
 আগুনব নয়, ছি ছি, কি সবম ।
 ম, সব জাতিব এই কি ধবম
 বেদে, বাইবেলে, কোবাণে বলে ?

৪

যদি দয়া-ধন থাকিত জগতে,
 এ নাবী কি আজো কাঁদে পথে পথে ?
 কোমল হৃদয় আঁখি-নীল-স্রোতে
 আজো কি ইহার জাসিয়া যায় ?
 এ ছাব জগতে দয়া মায়া নাই,

এ নহে জগত—নবকেব ঠাই ।
যেই দিকে চাই, দয়া লেশ নাই,
সেই বে নিদঘ, নিবখি যায় !

৫

ঐ শুন কাণে ঐ উচ্চ স্ববে
কাঁদে ভিখাবিণী কতই কাতবে !
নীবস কঠিন পাষণ বিদবে,
তবুও মানব কবে না দয়া ।
ধিক নবকুলে । দয়া ধর্ম হুবে,
অধর্ম পতাকা আকাশেতে তুলে,
বৃথা অহঙ্কারে ঘুবে মবে ফুলে,
নিদয় হৃদয় বিহীন মায়া !

৬

ঐ শুন কাণে ঐ উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখাবিণী কতই কাতরে ;—
“হায় বে বিধাতা ! অনাথা উপরে
একেবারে তুই হইলি বাম ।
বিমুখ বিধাতা ! কুমুখী লেখনী
তোমার, জেনেছে এবে কান্দালিনী,
কবিতা আমারে পথ-ভিখারিণী,
বাডালি নিঠুর, নিঠুর নাম ।

৭

“কি পাপে পাপিনী নিকটে তোমার ?

কি পাপে হবিলি সকলি আমার ?

কি পাপে খোদিলি হুথের পাখার ?

কি পাপে কবিলি এ হেন দশা ?

কি পাপে কাড়িলি রাজসিংহাসন ?

কি পাপে পোড়ালি সোণাব ভবন ?

কি পাপে ভাঙ্গিলি স্নেহের স্বপন ?

কি পাপে কান্দালী সবলা যোষা ?

৮

“কে আছে ?—কাহাবে ডাকিব এবার ?

যাতনা মোচনে যতন কাহার ?

কঠিন হৃদয় নিবখি সবার,

ভিখাবিনী পানে কেউ না চায় ?

থাকিতে আমাব - নাই বে আমাব,

লুষ্ঠিল ডাকাতে রতন অপার,

তাড়াইল স্নেহে করিয়া প্রহার,

অসির মিশানা এখনো গায় ।

৯

“এখনো বেদনা হৃদয়ে রয়েছে,

দুঃখদশ মোবে যে জ্বালা দিগেছে,

অবলা রমণী কতই স্নেহে—

সহিছে—সহিবে জনম মত ?
 এ জনমে আর এ ঘোর বেদনা
 যাবে না—যাবে না—কখনো যাবে না !
 স্নেহেব সে দিন কপালে হবে না ।
 চিরকাল তবে হযেছে গত !

১০

“একদা আমার ছিল বে সুদিন,
 ছিল কত স্নত সমবপ্রবীণ,
 হইত অবক ভীকৃতামলিন
 শুনিলে যাদেব অসির নাদ ।
 সে সব স্নতের সময়ে আমার
 আছিল গবিমা ধবলী-মাঝাব,
 মাননীয় আমি ছিলাম সবাব,
 হায়, বিধি, তায নাখিলি বাদ ।

১১

“এখনো তো মোর শত শত ছেলে,
 কিন্তু কেহ নয় কেন রে সেকলে ?
 মনে কবে যদি পারে অবহেলে
 এ হুখ আমার করিতে নাশ,
 যে উদবে হলো জনম তাদের,
 সে গর্ভে জনম নহে কি এদের ?

পারে না কি এবা ছুখিনী মায়ের
পূরণ করিতে মনের আশ ?

১২

“ মনে যদি কবে, এখনি তা পাবে,
মনে যদি কবে, আবার আমারে
পাবে কবিবাবে ধবণী-মাঝাবে
আগেকার মত চির-সুখিনী ।
কিস্ত কারো, হয়, নাহি সে যতন ।
একটিও নয় তাদেব মতন ,
কপালের দোষে সে সুখ-ঘটন
হ’ল না—বহিব চির ছুখিনী ।

১৩

“ দিবা নিশি কবি বিষাদে বোদন,
তবুও এদেব বাতার কেমন,
ছুখিনী মায়েব অশ্রু বিমোচন
করিতে কাবই বাসনা নাই ।
ধাকিতে ইহাবা, ডাকাতে আমারে
কান্নাগিনী ক’রে ছুখের পাধারে
দিল রে ভাসিয়ে । কব তা কাহারে ?—
এ জগতে হেন কাহারে পাই ?—

১৪

“ কাবে বা জানাব ?—কেই বা আসিবে ?—
ছুখিনীর হৃদ কেই বা আশিবে ?

আমি কঁদি বটে,—নে যে বে হানিবে,
 বাভিবে দ্বিগুণ মবস-জ্বালা !
 কাজ নাই আর, বলিব না কারে ;
 কি লাভ ডাকিলে যত কুলাঙ্গারে ?
 হে বিভূ, তুমিই বাঁচাও এবাবে,
 ভিখারিনী আমি ভাবত বালা ।”

১৫

ছয়ারে ছয়াবে দীনা ভিখারিনী,
 মহাবিহীন ক্ষী ॥ অনাথিনী,
 অবলা সরলা কান্ধাণী কামিনী
 মরমে মবিষা কঁদিয়া চলে ।
 হেন ছাধিনীবে করুণ-লোচনে
 চেয়ে দেখি কেহ যাতনা মোচনে
 আগুসর নয়, ছি ছি, কি সরম ।
 মানব জাতির এই কি ধরম
 বেদে, বাইবেলে, কোবাণে বলে ?

১৬

যদি দয়া-ধন থাকিত জগতে,
 এ নাবী কি আজো কাদে পথে পথে ?
 কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
 আজো কি ইহার ভাসিয়া যায় ?
 এ ছার জগতে দয়া মায়া নাই ;

এ নহে জগত—নবকেব তাঁই ।
 যেই দিকে চাই, দয়া-লেশ নাই,
 'সেই বে নিদ্রয়, নিরখি যায় !

—00—

কৃষ্ণের মুরলী ।

১

ক্ষণদা সময়ে যশোদা-তনয়
 একাকী দাঁড়ায়ে যমুনা-তীরে,
 আমাবে বাজায়ে স্বব মধুময়
 ববধিত নদী-পুলিন, নীরে ।

২

অ'মারি গুণেতে খেলিতেন হরি
 গোকুলবাসিনী গোপিনী সনে ,
 আমাবি গুণেতে যমুনা-লহরী
 খেলিত হ্লিত মধুর স্বনে ।

৩

লাজ ভয় ভুলি—হইয়ে আকুল,
 আমারি স্বরেতে ব্রজের বালা
 অামিত ছুটিয়ে—এলাইত চুল—
 হিঁড়িয়ে পড়িত মুকুতা-মালা ।

৪

আমারি স্বরের বরেতে কানাই
ব্রজবালাকুলে পাইয়ে কাছে,
কি না করিতেন।—বাকী কিছু নাই,
সাক্ষী আছে তাব কদম গাছে ।

৫

হরির অধবে অধব আমার
সুধার সুধাবে বাজিত যবে,
সে রব পশিত শ্রবণ বাহাব,
সুখী বনি তাবে ঘৃষিত সবে ।

৬

আমার স্বরেব মাধুরী যেমন,
তেমন মাধুরী আছে বে কার ?
কাননবিহারী পশু পাখিগণ
ভুলিত গুনিয়ে স্বর আমার ।

৭

এ রবে রবিত সমীর ধামিত,
উজান বহিত যমুনা-জল,
হরবে কুমুদী সরসে হাসিত,
আকাশে হাসিত তারকাদল,

৮

তরু-শাখে ফুল-মুকুল ফুটিত;
কোটা ফুল ভূমে পড়িত খসি,

সুনীল গগন-সাগরে ভাসিত
রজত-কমল উজল শশী,

৯

বনবিহাবিগী হবিগী নিচয়
ভথ ভুলি, ছাড়ি কানন-বাস,
শুনিতে আসিত স্বব মধুময়,
আমারি গুণেতে শ্রামেব পাশ।

১০

নাচি নাচি মোবে বাজায়ে যখন
ভুলাইত কালা কামিনীকূলে,
সাজাইত তাবা যতনে তখন
শ্রামেবে, আমাবে কামিনী কূলে।

১১

বেড়িয়ে মাধবে ব্রজকুলবধু
দাঁড়াইত যেন চাঁদেব মালা।
ছড়াইয়ে শ্রাম মোব স্বরমধু
বাড়াইত ভাবী বিরহ-জ্বালা।

১২

আমি বাজিতাম, গোপীবা গায়িত,
ঘুবি ঘুরি যেবি মাধবে সবে
তান লয়ে কিবে মধুব নাচিত;
হায় রে, সে দিন আর কি হবে?

কমলে কমল ।

১

যেও না বেও না, প্রিয়ে, এস দৌহে দাঁড়াইযে,
 সবোবর-তীবে হেরি সবোবর-শোভা লো !
 আমবি, সরসী আজি কমলভূষণে সাজি,
 হাসিছে কেমন ঐ, খেলিতেছে আভা লো !
 কণেক দাঁড়াও তুমি, ও হ'তে দেখিব আমি
 চাক্তব শোভা আজ, মনে বড় আশা লো !
 থাকুক হাজার কাজ, পূরাব সে আশা আজ,
 দেখাইব হৃদয়ের যত ভালবাসা লো ।

২

অমল কমল ছুটি ঐ যে রয়েছে ফুটি,
 ও ছুটিবি রূপে আজি রূপবতী সরসী ।
 যাই লো, সঁাতা নরে, ঐ ছুটি আনি গিয়ে,
 কণেক দাঁড়াও তুমি এই খানে, প্রেমসি !

৩

কর প্রসাবণ কব, এই লও, ধর ধব,
 অধীন প্রেমিক আজি তব কবয়ুগলে
 অরপিছে প্রেমভরে, ধর লো নধর করে
 প্রণয়ের ভেট—ছুটি বিকসিত কমলে !

৪

ভূষণের প্রিয় বারা, ভূষণে সাজায় তারা
 স্বীয় স্বীয় প্রেমসীর কর ছুটি যতনে ;

তাদেব মনের আশা, ভূষণেই ভালবাসা
 হয় বৃষ্টি, কিম্বা হীরা মণি চুনি রতনে ।
 কিন্তু আমি জানি ভাল, সে লবে কবে লো আ
 কামিনীর কবতল, বল প্রিয়ে, হয়েছে ?
 ভূষণে সে শোভা হ'লে, কমলাব কবতলে
 কমল-ভূষণ কেন কমলেশ দিয়েছে ?

৫

তোমাব কমল-করে দিলাম যতন ক'বে
 নলিত কমল ছুটি ; কি শোভাই হইল ।
 অমেষ আনন্দ রাশি ভবিল অন্তর আসি,
 প্রণয়-প্রবাহ জোবে হৃদি-থাতে বহিল ।
 সবসি-বিমল জলে বিকচ কমলদণে
 হেবিতৈছি, কিন্তু নয় নবন সফল ,
 তল হইল আঁখি হেরি আজি, বিধুমুখি,
 তোমাব অলঙ্ক কব-কমলে কমল ।

অশনিপতন ।

১

হিমালয়াচল উত্তর হইতে
 ভয়ঙ্কর মেঘজাল আচর্ষিতে
 উঠিল গগনে, বায়ু-সম্ভাড়নে
 উড়িয়া আসিল ভারত পানে ।

নভোপবে মেঘ বহিলেক বুলি,
ঘন ঘন তাহে চমকে বিজুলি,
চমকে হৃদয় ! আশঙ্কা উদয়
তারি হয়, যেই দেখে নয়নে !

২

দেখিতে দেখিতে ভারত উপবে
আসিল সে মেঘ সমীপ-ভরে,
গভীর গর্জনে শুনে আচতন
হ'তে হয়—প্রাণ চমকি উঠে ।
মুহূর্ত্তেক পরে মৃণাল ধারায়
পড়িতে লাগিল (সহ্য নাহি যায় ।)
বৃষ্টি অবিনল, দৃষ্টি অবিচল,
লোমে লোমে আসি সে ধাৰা ফুটে ।

৩

মেঘেব গর্জনে কাঁপিল ভারত ।
কত ভারতীয় হ'ল হতাহত ।
যেন রে প্রলয় ! হেন বোধ হয়,
একি সর্বনাশ ঘটিল, হয় ।
ভাবতেব স্মৃতি-প্রদীপ নিভিল,
ঘোর অন্ধকারে ভারত ডুবিল ।
দেখ রে নয়নে, বৃষ্টি বরিষণে
ভারতের দেহ জাসিয়া যায় !

৪

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল !
 ভারতবাসী'ব সকলি টুটিল ।
 দৈবেব বিপাকে, ভাবত মাতাকে
 এত দুখরাশি সহিতে হ'ল ।
 বিবি বাম, হার, ভাবতের প্রতি,
 তা নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি
 হ'ল ভারতেব ? কুভাগ্যেব কেব,
 ভারতের সুখ গেল রে গেল !

৫

কিন্তু, ঐ দেখ, কনক-মন্দিরে
 ভারতের ক্রোড-বহু-বেদি'পবে
 অযুত কিরণে, মণি বিকৃষণে
 "স্বাধীনতা দেবী" বিবাজে ঐ ;
 উজ্জ্বল বদনে কোটি শশী হাসে,
 কোটি সূর্য্য-বিভা মুকুটে বিকাসে,
 চির জ্যোতির্গগন উৎসাহ, অভয়
 নরনয়ুগলে ; তুলনা কৈ ?

৬

চারিধারে ঐ প্রিয় ভক্তগণ
 বেড়িয়া দেবী'রে করে আরাধন ;
 বীর-অহঙ্কার ঢাল, তরবার

বীৰ ভক্তকুল কটিতে বুলে ।

অবি পবিকর ঐ তরবাবে
গিয়াছে চলিয়া শমন-আগারে ,
ঐ তববার শোণিতের ধাব
মাখি শোভে যেন জবাব ফুলে ।

৭

বীৰ ভক্তগণ ভক্তি সহকারে,
স্বৈত বক্ত নীল শতদল-হারে
দেবীর চরণ করিছে পূজন,
“ জয় দেবি জয় । ” বলিছে সবে,
“ দেখো গো জননি, তোমার প্রসাদে
কভু যেন মোবা না পড়ি বিপদে ,
ও পদযুগল ভবসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?

৮

“ পশু পক্ষী কীট—তাবাও তোমার
ও পদ ব্যতীত নাহি চাহে আব ;
নর হয়ে তবে, ও পদ-বিস্তবে
কি হেতু আমবা ছাড়িয়া দিব ?
ও পদ স্বেচ্ছায় তেবাগে যে জন,
তাব ভাগ্যে লাভ নবক ভীষণ !
কাপুরুষ তারে কর ক্রিসংসারে,
তাব মজ কি মা, আমরা হব ?

৯

“দেবতাহূলভ চরণ তোমার,
 আর্ধ্যভূমিবাসী আর্ধ্যকুল-সাব,
 পূজিলে ও পদ বিদূর বিপদ,
 সম্পদ আসিয়া কপালে যুটে,
 পবিত্র আনন্দ ও পদ সেবিলে,
 শোক তাপ হত ও পদ ভাবিলে,
 ও পদ স্ববর্ণে মানব-জীবনে
 সুখ-জীবনের প্রবাহ ছুটে ।

১০

“স্বপবিত্র নাম তোমাব যখন,
 ‘ছয় স্বাধীনতে ।’ বলি উচ্চারণ
 কবি গো জননি, সানন্দে অমনি
 শিরায় শিরায় শোণিত চলে ।
 এই তববাব লইয়া তখন,
 সনুৎসাহে ছুটি কবিবাবে রণ,
 ভাবতেব অবি থও থও কবি
 কাটিবাবে পারি ও পদ বলে ।

১১

“তাই মা, নিবেদি তোমার চরণে,
 বঞ্চিত করো না ভক্ত আর্ধ্যগণে ;
 বঞ্চিত করিলে, মরিব সকলে,

ও নামে তোমার কলঙ্ক হবে ।
 দেখো গো জননি, তোমার প্রসাদে,
 বড় যেন মোরা না পড়ি বিপদে ;
 ও পদযুগল ভরসা কেবল,
 ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ? ”

১২

এই মন্ত্র পড়ি, বীর ভক্তকুল
 পূজিয়া দেবীরে দিখা পদ্মফুল,
 সকলে তখন, মুদিল নয়ন
 স্বাধীনতা-পদ কবিতে ধ্যান ,
 বাহুবোধশূন্য হুইয়া সকলে,
 ভাবিছে দেবীর চরণযুগলে ,
 কিন্তু বহির্দেশে সর্বনাশী বেশে
 উঠিয়াছে মেঘ নাহিকো জ্ঞান ।

১৩

বাবি বর্ষে মেঘ গবজি গভীর,
 মুহুমূর্ছ তাহে কাঁপিছে মন্দির ;
 জলদের দাপে রত্নবেদি কাঁপে ,
 কাঁপিলেন দেবী বিষণ্ণ মুখে ।
 (কে জানে—কি হবে—বুঝি না কারণ)
 উল্টে চাহিলেন তুলিয়া নয়ন,
 চম্পক-অঙ্গুলি দেখাইলা তুলি
 কি যেন কাহারে অতীত হুখে !

১৪

বোধ হ'ল, যেন ভারতভূমিরে
 আর্ধ্যগণ সহ শোক-সিন্ধু-নীবে
 ডুবাবেন, হায়, হেন অভিপ্রায়,
 ভাবতেব বুঝি ঘুচিল সুখ।
 একে তো বাহিরে বিষম ব্যাপাব।
 ভীষণ বিপদে পূর্ণ চারি ধার !
 মন্দির মাঝার দেবীও আবাব
 ভাবতেব প্রতি বুঝি বিমুখ।

১৫

কিস্ত ভাবতেব হৃদয় উজ্জল,
 স্বাধীনতা-ভক্ত বীবেন্দ্র সকল
 এ সব ঘটনা কিছুই জানে না,
 কেবল মগন ধ্যান-সবসে।
 হায়, আর্ধ্যদেব বুঝি সুখ-তরু
 শুখাইল। বুঝি হ'ল আজি মক
 সোণার ভারত ! নহিলে এমত
 অলক্ষণ কেন আর্ধ্য-আবাসে ?

১৬

মেঘেতে সহসা এমন সময়,
 তড়িত চকিল দ্বিধি দিকচয় ;
 অমনি তখনি, করি বোর ধ্বনি

হইল মন্দিরে অশনি-পাত ।

সুবর্ণ দেউল হ'ল চুবমার ।

গন্ধকেব গন্ধে পূর্ণ চাবিধার ;

ধ্যান-নিমগন দেবী-ভক্তগণ

হইল তা সহ ভূতলমাৎ !

১৭

হায়, সেই বজ্র-অনল সহিত

বীর-ভক্ত-আর্য্যগণ-প্রপূজিত

স্বাধীনতা দেবী লুকাইয়া ছবি,

ভাবতেবে ছাড়ি গেলেন উবে ।

সোণাব ভাবত (কহিতে বিদবে

হৃদয় । নয়নে জলধাবা ঝরে ।)

সেই ক্ষণ হ'তে, অধীনতা-স্রোতে,

ঐ দেখ, ঐ রয়েছে ডুবে !

১৮

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল ।

ভারতবাসীর সকলি টুটিল ।

দৈবের বিপাকে, ভারত মাতাকে

এত হুখরাশি সহিতে হ'ল ।

বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,

তা নহিলে কেন এ হেন হুর্গতি

হ'ল ভারতের ? কুভাগ্যের ফের,

ভারতের স্বপ্ন গেল রে গেল ।

প্রিয়তমার প্রতি ।

১

অবি অগি প্রিবে ! আমি লো তোমাব,
 প্রেমের পুতলী তুমি লো মোব ।
 জগতে যা কিছু শোভাব আধাব,
 তাই লো নিরখি আননে তোব ।

২

বিগাতাব তুমি মানস-সৃজন,
 বমণী-বতন, ভুবন সাব,
 উজল শবত-শশীব মতন
 তুমি লো, তুমি লো কমল হাব ।

৩

তাম্বুলের বস-বসিত অধর
 স্নেহাব আধাব—ধবে না হাসি,
 চিকণ চিকুব, চিবুক নধর,
 মধুর মৃবতি—তড়িত বাশি ।

৪

প্রণয়পূর্বিত হরিণ-নয়নে
 চেও না চেও না আমার পানে ;
 আধাত, কি জানি, আমার জীবনে
 লাগিবে এখনি চাহনি-বাণে ।

৫

কুসুম নিচব মধুব নিলব,
সুধাকর-মুখ সুধার মূল,
বমণী-নিবাস পুরুষ রুদব,
প্রেমেব নিবাস কামিনীকুল ।

৬

এ হেন বমণী নাহি রে যাহাব,
প্রণয়বিহীন জীবন তাব,
বিধিব বিধানে কি সুখ তাহার ?
কি লাভ ধবিরে জীবন তাব ?

প্রবাহি চলিযে যাও, অগ্নি লো তটিনি ।

১

প্রবাহি চলিয়ে যাও, অগ্নি লো তটিনি ।
কিছু দূবে গিয়ে, পবে দেখিবে নয়নে,—
তব তটে বসি মম সূচাকহাসিনী
নব বিবাহিতা বালা আনত আননে ।
এই লও, শ্রোতে তব দিস্ন ভাসাইয়ে
কমল-কুসুম-মালা, দিগ্নে করে তার,
বলো তারে;—‘যদি হেথা অচিরে আসিয়ে,
হাসিয়ে হাসিয়ে চাহে হইতে আমার ।

তা হইলে আমাদের জীবন-লহরী
 স্নশোভিত হইবেক চিরকাল তরে,
 তোমাব তরঙ্গ যথা ধরেছে মাধুবী
 মম দত্ত ফুল-হার-কলেবর-করে ।’

২

যদি সে কুসুম-দাম না কবে গ্রহণ,
 অথবা প্রার্থনা মোর না শোনে শ্রবণে ।
 তবে তুমি এ মালায়ে তবঙ্গ চালন
 কবিষে ফেলিয়ে দিও তীব্র কাননে ।
 অযতনে এ মালিকা শুধাবে তথায়,
 ববি-করে শোভাহীন হইয়ে বহিবে ।
 বলো সে বালারে ধীরে কথায় কথায়,
 (অগ্নি নদি, তুমি বই কে আর কহিবে ?)
 বলো তারে এইরূপে,—‘যৌবন যখন
 পালাইয়ে যাবে তার ; রূপ সে সময়
 জীবনের তটে হবে বিহীন কিরণ,
 তব তীরে মালা যথা হইবে নিশ্চয় ।’

বসন্ত ।

(জয়দেবের অমৃত্তি ।)

শীত ঋতু যাওল, বসন্ত আওল
 মনোহব ভূখিত কপে ;
 তৈল কুতূহলী মানবমণ্ডলী,
 ভাসল সুখ-রস-কূপে !
 প্রকৃতি দ্বরা করি আসন ধীরি ধীবি
 পাতল উপবন-মাজ ;
 বসন্তরাজন ভৈ হরখিত মন,
 তত্পবি কৈল বিবাহ ।
 পাদপ পবিকর ধরি নব কলেবব,
 দেওত ফল-কব বাজে ;
 ঋতুপতি ভেটিতে, বল্লরিঃ সুখচিত্তে,
 সাজল ফুলকুল সাজে ।
 মলয় সমীবণ চামর চালন
 কবল অমৃত্ত নৃপ-কায়ে ,
 বিহগ তরুপরি মধুরিম স্বর ধবি,
 নৃপতিকো গীত শুনায়ে ।
 কোকিল কুহকুহ করয়তি মুহ মুহ,
 ছাড়ল পঞ্চম রাগ ,
 ঋতুপতি-অমৃত্তি পাওই রতিপতি
 করল কুর্জম-শর তাগ ।

অসিত বরণ অলি পেথই ফুল-কলি,
 ঢলই পড়ই মতবারা ;
 ঋতুপতি দরশন কবি স্মৃথী সব জন,
 ছটফট বিরহী বেচারা ।
 ভৈ হবধিত-মন নাচত শিখিগণ,
 কভি কভি ভাখত কেকা ,
 দম্পতি হাসত, নাচত গাওত,
 স্মৃধ বিবহিণী ভেল ভেকা !

এই—সেই ভস্মরাশি ।

১

কহনা আমায়,
 নয়ন নিকটে মোব কি এ স্তূপাকার ?
 ভস্মের মতন ?
 ৭ বটে ভস্মের রাশি, আয় বে ভারতবাসি,
 ভস্মভবা চখে ভস্ম কবি নিবীক্ষণ !

২

এই কি সে ছাই ;—
 কপিল, পাতালবাসি-ঋষিকুল-ধন,
 সগর রাজার
 পাতকী তনয়দলে পোড়াইরা রোষানলে,
 করিয়াছিলেন ভস্ম পূর্বত আকার ?

৩

এই কি সে ছাই,—
অনলের মন্দানল হইল যখন,
তখন তাঁহায়
পাণ্ডব খাণ্ডব বন করিলেন অরপণ,
খাইয়া কবিলা ছাই অনল তাহার ?

৪

এই কি সে ছাই,
বল হে, যে কালে করি বীৰ জন্মেজয়
সর্পনাশ যাগ,
প্রজ্জ্বলিত হতাশনে পোড়াইলা সর্পর্গণে,
নিভাইন্তে প্রাণপণে পিতৃনাশ-রাগ ?

৫

অথবা এ ছাই,
বিবহিদ্‌হনকাবী নিদয় মদন
শিব-কোপানলে,
ধ্যানভঙ্গ-অপরাধে পড়ি যবে পরমাদে,
গুড়িয়া হইল ভঙ্গ কুভাগ্যের কলে ?

৬

এ নহে সে ছাই !
এ যে ছাই—বরে আঁধি—কহিব তা কায় ?
কে আছে এমন ?

অমূল্য বতন পুড়ে, ভারতের বক্ষ যুড়ে,
হায, এ ভস্মের রাশি ছুঁয়েছে গগন !

৭

জলেব প্রবাহে
অগ্নি ছাই ধৌত হয়ে কোথা চলি যায়,
চিকুও না বহে,
কিন্তু এ ভস্মের রাশি হেবিতেছি দিবানিশি,
এরে কি ধুইতে পারে সামান্য প্রবাহে ?

৮

এবে ধুইবারে
অতল সাগরকুল-তবঙ্গ নিচয়
কতু না পাবিবে ?
যদিও অচলদল, বিশাল ধবণীতল
ভাসাতেও পারে তাবা, এ ভস্মে নারিবে ।

৯

মূষল ধাবার,
যদিও জলদজাল অসীম গগন
ব্যাপিরে বরষে
দিবা নিশি জলধার, তবু এরে ধুইবার
কি ক্ষমতা জাহান্নামের শতেক বরষে ?

১০

একি হে কহিলে !
ধরা, গিরি, ঘন-জল, জলধির জলে

যদি ভেসে যায় ?

তবে এ ভাস্কর রাশি কি হেতু যাবে না ভাসি ?

সোলা কি শ্রোতের মুখে কভু আটকায় ?

১১

সোলা এ তো নয় ;

ভাবত মাতার ইহা 'স্বাধীনতা' ধন,

বে ভারতবাসি !

বিদেশীর অস্ত্রানলে, ভারতেবি বন্ধস্থলে

পুড়িয়ে পড়িলে, এই—সেই ভাস্করবাসি !

জাগ্রত স্বপন ।

১

নিশীথ, নীরব ছিল প্রকৃতি তখন ;

সবে মাত্র কিল্লীদলে বসিয়ে পাদপতলে,

শীতল করিতেছিল নিশার শ্রবণ ;

পেচকেবা থেকে থেকে, নীরস কুরবে ডেকে

দিবাচর পাখিদের দেখাইছে ভয় ;

শৃগালের কোলাহল—চমকে হৃদয় !

২

সুশীল গগন-সরে—হীরার কমল—

শীতকরমর চাঁদ, পাতিরে স্বপনের কাঁদ

ভুলাইছে বমণীর চিত্ত সুবিমল।
 কুসুম-সুরভি মেখে, যুবতীব মুখ দেখে
 সঞ্চবিছে বায়ু ছাড়ি নিশ্বাস মৃদল,
 বিধৃত তাহার যত কুল কুলকুল।

৩

এ হেন সময়ে তাজি কুটীব ভবন,
 যুবা যোগীবর এক (প্রেমযোগী নহে ভেক)
 উপনীত গঙ্গা-তীবে, চাক্র দবশন।
 গউব ববণ কাষ, ভঙ্গবাশি মাখা তায়,
 আয়ত লোচন ছুটি, স্তম্ভব গঠন।
 ঘুবিতেছে, বেন কার ক'বে অন্বেষণ।

৪

নবজাত জটাজাল পৃষ্ঠোপবি ঝুলে;
 গৈবিকবস্ত্রিত বান, পরিধিত, পরকাশ
 চাক্র জ্যোতিঃ গলশোভী রুদ্রাক্ষের মালে।
 স্তম্ভ কুসুম সাব গোলাপ কুসুম-হার
 যোগীব দক্ষিণ করে বয়েছে ঝুলিয়ে,
 গেঁথেছে আপনি তাহা গোলাপ ভুলিয়ে।

৫

গঙ্গা-কুল-বিরাজিত উচ্চ, প্রসারিত
 বট-ঝুলে যোগীবর বসি, জ্বলনিত স্বর
 ছাড়িয়ে গারিল এক প্রশরের গীত :—

“প্রিয়ে লো, তোমাব তরে, ভস্মবাশি কলেবরে
মেখেছি ; এ জটাতার তোমারি কারণ ;
তোমারি কারণ, প্রিয়ে, করঙ্গ ধাবণ ,

৬

“তোমাবি কাবণ আমি যোগী সাজিয়াছি ;
পবিত্র প্রণয় দেবে সেবিব অন্তরে ভেবে,
প্রণয়িনি, তোমা লাভে হেথা আসিবাছি ।
এ ঘোর যামিনী ভাগে, বল প্রিয়ে, কে শো জাগে?
সকলেই শুয়ে বয় স্নেহেব শয়নে ,
কিস্ত আমি জাগি কেন ?—তোমারি কারণে ।

৭

“শয়নে কি স্নেহ ?—স্নেহ—স্নেহের স্বপন !
সুন্দর ঘটনাচক্রে স্বপনেতে দৃষ্ট হয়,
কিস্ত লো, তা হ’তে ভাল মম জাগরণ !
কারণ, স্বপনে যাহা দৃষ্ট হয়, বুধা তাহা,
তবে, প্রিয়ে, মিথ্যা স্নেহে কিবা স্নেহোদয় ?
সত্য স্নেহ চার স্নেহু আনাব হৃদয় ।

৮

“সে হেতু, প্রেরসি, আমি ত্যজিয়ে কুটীব,
পত্রময়ী শয্যা ত্যজি, তোমা ধন লাভে আজি
আসিয়াছি—মজিয়াছি—হয়েছি অস্থির !
মিছা নয়,—সত্যধন সুধামর স্নেহপন

দেখিব জাগিয়ে আজ—করিয়ছি পণ,
দেখিতে তাহাই মম নিশি জাগবণ ।

৯

“অন্তরের আশা আজ হবে কি পূরণ ?
হলেও হতেও পারে, আশা যারে, পাব তারে,
আশাই দেখাবে মোরে জাগ্রত স্বপন ।
তোমারি আশায় আসা, নতুবা এ ঘোর নিশা
কেন জাগি, লো সুভগে । ইষ্টলাভ বই
কে চাল ভবের পথে ? আমি ব'লে নই !

১০

“জাগ্রত স্বপনে রত লভিবার আশে
আদিয়াছি গঙ্গাতটে, ভাগ্যে তাহা যদি ঘটে,
নিশি জাগরণ-শ্রম যাবে অনায়াসে ।
নতুবা আমার মত ত্রিজগতে ভাগ্যহত
কে আছে ?—কেহই নাই—সকলেই সূখী ;
আমিই কেবল দুখী বিনা বিধুসুখী ।

১১

“তন্ন মাখা তবে, হায়, বিফল কেবল !
বিফল এ জটীভার, বিফল রুদ্রাক্ষহার,
গৈরিকরঞ্জিত বাস—তাও রে বিফল !
পলে তব দিতে আজি, গেঁথেছি গোলাপরাজি
বিফল—বিফল আশা—নিশি জাগরণ !
বিফল আমার এই অসার জীবন !”

১২

নীবব হইল যোগী, স্তব্ধ চাবিধাব
 টুঁ শব্দ হইলে পরে, উড়ে যায় বায়ু ভবে
 বহু দূব, তবে কি সে সঙ্গীত-সুধাব
 আবদ্ধ থাকিতে পাবে ? আশে পাশে চাবি ধারে
 বহিল সে গীত-ধ্বনি প্রতিধ্বনি সনে ;
 পশিল অদূববর্তী কুটীব ভবনে ।

১৩

সে কুটীব হ'তে এক যুবতী বতন
 সহসা বাহিব হলো, কুটীরের দ্বারে আলো
 উজ্জলিল, মেঘ-কোলে বিজলী যেমন !
 যোগীবো মতন তাঁব ভূ চুম্বিত জটাভাব,
 গেরুয়া বসন পবা, ছলিছে অঞ্চল,
 ধীবি ধীরি খেলে তায় সমীর চঞ্চল ।

১৪

হানি হাসি মুখখানি, আসি ধীবে ধীরে,
 হুলায়ে রুজাকমালা, যোগীর সন্মুখে বালা
 দাঁড়া'ল, অমরা-শোভা হ'ল গঙ্গা-তীরে !
 কহিল মধুরস্বরে, —“আসিলে কেমন ক'রে,
 এ ঘোর নিশীথে, নাথ, পরিহরি ভয় ?
 কি সাহসে সাহসী হে তোমার হৃদয় ?”

১৫

“ভাল, প্রিয়ে, কহ দেখি” কহে যোগীৰব,
 “কহ দেখি মোরে আগে, এ গভীৰ নিশাভাগে,
 একাকিনী কি সাহসে হলে আশ্বসব ?”
 হাসিয়ে যুবতী কয়,—“সে কি, নাথ, কাবে ভয় ?
 তুমি হে ভয়েবু’ভয় হৃদয়ে আমার ।
 তুমি যাব পতি—তাব ভয় কি আবাব ?”

১৬

হাসিয়ে কহিল যোগী, “তবে কি কাবণ,
 চিত মম ভীত হবে ? কমল লভিতে কবে
 কে ভীত হয়েছে ভাবি সলিলে মগন ?
 প্রণয়িনী তুমি যাব, কি ভয় হৃদয়ে তাব ?
 রূপেব কিবধে তব পূর্ণ চাৰি ধার,
 যাতে চিত ভীত হবে—নাই সে আঁধার ।

১৭

“বসো, বসো, প্রিয়তমে, স্মৃচাকু হাসিনি ।
 না জানি চরণ তব করিয়াছে অশুভব
 কত ক্লেশ আসিতে, লো মরাল-গামিনি ।
 আমারি কারণে, প্রিয়ে, কষ্টকিত পথ দিয়ে
 এসেছ—পেয়েছ ক্লেশ—কমা কর দান ;
 অপরাধী জনে কমা বিধির বিধান ।

১৮

“ হরিণাক্ষি, আমি তব বশীভূত জন ,
চুষক উপল সম মূর্তি তব অহুপম,
কবিতেছে আকর্ষণ আশ্রাব নয়ন ।
বিজ্ঞানেব মহামন্ত্র দিগদরশন-যন্ত্র
উত্তবাস্য বই, কই, ফেবে কি কখন ?
তুমি লো উত্তব—আমি দিগদবশন ! ”

১৯

যুবতী যোগিনী হাসি যুব যোগী পাশে
বসিলেন কুতূহলে , আমরি, সে বট-তলে
কি শোভা হইল ।—গঙ্গা-প্রবাহ উচ্ছ্বাসে ।
উভয়ের হৃদি-যন্ত্রে বাজিল প্রণয়-তন্ত্রে
প্রণয়-সঙ্গীত, যার নাহি রে তুলন ;
সে সঙ্গীত সেই বুঝে—প্রেমিক যে জন ।

২০

মধুর মিলন ।—শশী মধুর গগনে
হাসিল মধুবতর , মধুর জলদবর
লাগিল ধাইতে এই মধুর মিলনে ।
গঙ্গার লহরী গুলি ধীরি ধীরি শির তুলি,
খেলিল মধুবতর মধুর পবনে ;
ডাকিল মধুর পাখী মধুর মিলনে !

২১

মধুর মিলন ।—কূলে মধুব স্রবাস ,
 মধুব মূবতি ধরি, মধুব ভূষণ পরি,
 যামিনী কামিনী এবে মধুর প্রকাশ ।
 মধুর মধুব সবি , মধুব প্রকৃতি-ছবি ;
 চৌদিক মধুর যেন মধু বরিষণে ,
 মধুর দম্পতি আজি মধুর মিলনে !

২২

যোগীরাজ গোলাপেব মালা মনোহর,
 সাদবে যুবতী গলে পরাইল ; ধীরে দোলে
 সে মালিকা, ছুটে তার স্রতি নিকব ।
 উভয়ে উভয় সনে, প্রেম-সুখ-সম্ভাবণে
 মজিল । যুবায়ে আমি কহিহু তখন ;—
 ধন্ত যোগীবর তব জাগ্রত স্বপন !

সেটি “প্রণয়-রতন” লো ।

অযি অযি প্রাণপ্রিয়ে, বিধাতা কি নিধি দিয়ে
 তোমাব এ সুখ-ছবি কবিল স্বপ্ন লো !
 কি দিয়ে নয়ন ছুটি (যেন নীলোৎপল কুটি ।)
 গড়িল—গড়িল এই হাসি স্নানোভর্ন লো ?
 কি হেন জগতে আছে, তুলনীয় তব কাছে ?

যা হেবি কিছুই নয়—অসার বেবল লো ।
 ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিত পটে,
 কিন্তু হেবি মুখ তব তা ভাবা বিফল লো ।
 বিশেষ তোমাতে, প্রিবে, সেটি কি—যাহাতে হিয়ে
 জুড়ায়, আনন্দময় নিরখি ভুবন্ লো ?
 কি নিধি সে বিধাতার, নাহিক তুলনা যার ?
 বুঝেছি, প্রেমসি, সেটি “প্রণয়-রতন” লো ।

সরস্বতী নদী ।

১

অগ্নি নদী । তব তটে ঘটেছিল যবে
 ভীষণ সমর, হায, হইলে শ্রবণ,
 ভারতবাসীৰ প্রাণ কাঁদে উচ্চ রবে,
 বিষাদে মলিন হয় প্রফুল্ল বদন ।

২

ভাবতবে স্বাধীনতা অতুল রতন,
 পূবাকাল হ’তে সদা অযুত কিরণে
 উজলিতেছিল, কিবা স্মৃথ অতুলন
 প্রদান কবিতেছিল যত হিন্দুগণে ।

* এই নদীর আর একটি নাম ‘কাগার’ বা ‘খসুগর’ ।

৩

তোমা'বি তীবতে গেল হাবায়ে সে ধন,
 হাবিল যে দিন, আহা, অন্যায় সমবে
 ভারতেব শেষ রাজা—ভাবত-ভূষণ—
 পৃথুবাজ, মিথ্যাবাদী যবনের কবে ।

৪

সেই দিন হ'তে এই সোণাব ভাবতে
 পবদেশবাসী আসি, ভাবতবাসী'রে
 শাসিতে লাগিল, হায়, সেই দিন হ'তে,
 আজো অধীনতা-ভাব ভাবতেব শিরে ।

৫

গিবিকুলাশ্রষ্ট গিবি দেব হিমালয়
 ভাবতব মাথে, কিন্তু সে ভাবে তাঁহাব
 ভাবত কাতরা নহে, পীড়িত হৃদয়
 যেকপ হ'ছে বহি অধীনতা-ভাব ।

৬

এ ভাবেব মত ভাবি জিনিষ এমন
 কি আছে, বল গো নদি, জগত-মারাবো ?
 মাণাধাবে এর সহ বিশ্বের ওজন
 কব যদি, হবে ইহা শতগুণ ভারে ।

৭

তব তীরে ভারতেব স্বাধীনতা-ববি
 অন্তর্মিত হ'ল, হায়, কিরণ সহিত ।

আব কি ভাবত পাবে দেখিতে সে ছবি—
উজ্জ্বল, পবিত্রময়, বরণ লোহিত ?

৮

আব কি সে রবি-কবে ভারতবাসীর
নির্মীলিত বসহীন হৃদয়-কমল
ফুটিবে ? রবিবে তায় সুখ-হিম-নীর—
শীতল, মধুবতব, অতি নিবমল ?

৯

গোমূত্র পড়িয়া যথা মধুব গোবসে,
বিষম বিকৃত ভাব কবে উৎপাদন ;
ভাবতবাসীব তথা হৃদয়-সবসে,
নাশিয়াছে অধীনতা সুখ অতুলন !

১০

দে সুখের শশী, নদী, কবেছে গমন,
বিষাদ-আঁধারে এবে কাঁদিছে ভাবত ।
কি হবে কাঁদিয়া বৃথা—বিধিব ঘটন
অবশ্য ঘটবে—তাহা দুঃপরাহত !

১১

তবঙ্গিনি, তব তটে ভারত জননী
অধীন হয়েছ ব'লে সরমের দায়
লুকালে কি ভূমিতলে ? নাহি জনি জনি,
আবৃত হয়েছে শ্রোত মক-বালুকায় ।

১২

তুমি তো বাঁচিলে, সতি, লুকাইয়া কায় ;
 ভাবতবাসীর যদি অধীনতা-মলে
 আবিল জীবন শ্রোত মৃত্যু-বালুকাষ
 গশিত, সবম-জালা নিভিত তা হ'লে ।

১৩

প্রবাহ তোমাব ধীবে ভূতল-ভিতরে
 প্রবাহিছে অলক্ষ্যেতে বিবেগ হইয়া ,
 ভাবতবাসীর কিন্তু অধীনতা-ভবে
 নয়ন-সলিল-শ্রোত বহে বাহিবিয়া ।

তপনেব পবিণয় ।

১

দেব দিবাকর হরবিত মনে,
 অমর-নগর-কনক-ভোবণে
 সাবধী অরুণে কহিলা হাসিয়া,—
 “বাধ বধ, আমি দেখি হে নামিয়া,
 কে আছে রূপসী অমরপুরে ।
 চিবকাল ঘূবি আকাশে আকাশে,
 না পাই যাইতে অমর-নিবাসে ;
 হ্রস্ব বাট, হ্রস্ব-সুন্দরী-বদন

বহুকাল হ'ল দেখিনি কেমন,
আজি তা দেখিব নয়ন পূবে ।”

২

এত বলি ববি, চাক কপ ধবি,
রূপে আলো কবি ত্রিদিব নগরী
পশিলা । তথায়, অতুল তুলনা,
খেলিছে ছলিছে অমব-ললনা—

অমিয় ববষে হাসিয়া কেহ—

কেহ বা নাচিছে—কেহ বা গাষিছে—

কেহ তাল দিছে—কেহ বাজাইছে—

কোনো সুবাবালা গাথে ফুল-মালা—

অঙ্কুর লেপিয়া কোনো সুবাবালা,

ভূষণে ভূষিত কবিছে দেহ ।

৩

তপন যেমন মন-কুতূহলে,

দাঁড়াইলা সুব-বমণী-মণ্ডলে ;

নয়নে নয়নে মিলিল যেমতি,

আনতবদনে যত সুর-সতী

সলাজে ফিরিয়া দাঁড়াল সবে ।

অমব-কামিনী শবীব শোভিত

মণি মরকত রতন খচিত,

তরুণরি পড়ি রবির কিরণ,

হ'ল শতগুণ উজ্জ্বল বরণ,
সুস্বাদু অর্থাৎ অবাক্ সবে!

৪

এক এক কবি, বিধুমুখ যত
লাগিলা দেখিতে তুষাতুব মত;
দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে সহসা
উদিল বিবাহ-বাসনা-লালসা।

ঘন ঘন চাহে বদন পানে।
দেখিলা সবাবি সঁতিব উপরে
সিঁহুকের খোঁটা শির শোভা কবে;
পবিত্রতা তারা জানিয়া তপন,
ফিবিলা হতাশে—বিষগ বদন।—

সাবধী অকণ আছে যেখানে।

৫

“সবেগে চালাও হীবকের বধ,
চল বে পলকে গ্রহবের পথ,
চল নরলোকে, দেখিতে বাসনা,
আছে কি না তথা রূপসী ললনা।”

সাবধী অকণে কহিলা রবি।

চলে বথ ঘন গবজি গভীর,
সহায় আবার প্রবল সখীর;
ঘন ঘোব ডাক, জাগে দশভিত্ত,

ভীত নবলোক, চিত্ত চমকিত ।
ঢাকিল সুনীল আকাশ-ছবি ।

৬

নিমেষে বিমানে বিমান শোভিল ,
ধ্বা-শিবে ধীবে চলিতে লাগিল ,
দেখিলা মিহির চাহিয়া তখন,—
ভূমে কোন্ বাল্য রূপসী-বতন,
যুবতী অথচ অনুচা মেয়ে ।
পবিণয়-সাধ, অনুচা মিলিলে !
ভাসিবে মিহির প্রণয়-সলিলে ,
সুখপুবে বড পেয়ে মনকোভ,
বেড়েছে দ্বিগুণ পিরীতির লোভ ।
দেখিলা ব্যাকুলে ভূতলে চেয়ে ।

৭

দেখিলা চাহিয়া কানন-মাঝাবে,
শতেক রূপসী, রূপেব বাহাবে
শোভিত করিছে নিখিল কানন .
প্রেম-বস-লোভে লোলূপ তপন
অনিমেষে চায় তাদেব পানে ।
মালতী, মাধবী, গোলাপ, সৈবতী,
জাতী, যুধী, বেলা, সেফালিকা সতী,
হেম-রূপবতী চাঁপা সুহাসিনী,

নাগবী টগবী বিশদববণী
বন-বিহারিণী কত সেখানে।

৮

দেখিলা তপন সকলেবি মুখ,
তঁাবে হেবি তাবা হইল বিমুখ।
সবে নতমুখী, শুকালো শবীব,
থব কবে তঁাব হইয়া অধীব
তাপিত সকল কুসুম-বালা।
“কেন হেন হলো?” ভাবিয়া তপন,
(নিবাসে বিষাদে মন উচাটন।)
জানিলা তখন ইহাব কাবণ,—
তঁাহারি প্রথর দারুণ কিবণ
কপবতীকুলে দিতেছে জালা।

৯

নিম্মি পগনাবে দেব দিবাকর,
লাগিলা কহিতে, “তুথেব আকর
জীবন আমাব, বিছু স্মৃথ নাই,
নিজে জলি, পুন অপরে জ্বালাই,
কি বালাই—ছি ছি—কি হবে—হায়।
রে দারুণ বিধি। কি বিধি তোমার।
অনলেব রাশি এ দেহ আমার!
সোণার কিরীট সবার কপালে,

আমার কপালে হতাশন জলে,
এ জলন-জালা জানাব কাষ ।

১০

“আসিলাম কোথা রূপসী খুঁজিতে,
সবল প্রণয়-বসেতে মজ্বিতে ;
কোথা মোবে দেখে বন-বিহাবিণী,
পবন রূপসী কুসুম-কাগিনী
প্রাণ ভ'বে আজ স্মৃতিনী হবে ,
তা না হবে, হায়, প্রেমের বদলে,
দহিহু তাদেব সস্তাপ-অনলে ।
পোড়া তেজে মোব ফুল-নারী কুল
মলিন বদন—নীবস—আকুল ।
কোমল শবীবে কত বা সবে ?

১১

“এ পোড়া কপালে কিছুই হ'ল না !
বুঝিহু এ সব বিধিব ছলনা ;
মনেই রহিল মনের বাসনা,
চিরকাল, আহা, এ ঘোব যাতনা
সহিব—স্ববিব কপাল-দোষ !
নবলোকে, মরি, এ রূপ ললনা,
(রূপের আধাব—মিলে না তুলনা)
অভাগা ববির কপালে হ'ল না,

এ হ'তে কি ছুখ আছে রে বল না ?
মোরে বিবি তোর এতই রোষ । ”

১২

নিন্দি আপনাবে একপে তপন,
আবার চাহিলা কিরায়ে নয়ন,
বিবাহ বাসনা যেকালে জেগেছে,
প্রেমের বাতান যেকালে লেগেছে,
সেকালে কি আব থাকিতে পারে ?
লাগিলা দেখিতে সমুৎসুক চিতে,
বদি কোন বালা প্রেম-ধন দিতে
নিদয় না হয় বিধুর ববিরে,
কিন্তু কোন বালা চাহিল না ফিরে,
সবাই ব্যাকুল প্রধর করে !

১৩

নি করে মিহিব না পেয়ে উপায়,
বন ছাড়ি পুন সর্বোববে চায়,—
কুমুদী-নয়নে পড়িল নয়ন,
কুমুদী নয়ন করি নিমীলন,
আঁটলে ঢাকিল হাসিত মুখ ।
তা দেখি রবির সস্তাপ-আঙুন
অলিল হৃদয়ে হইয়া কিঞ্চল !
হতাশ মানসে ভারিলা তখন ;—

“হ’ল না, হ’ল না স্নেহেব ঘটন,
অভাগা-কপালে স্মৃষ্টি হুখ !”

১৪

জলন-জ্বলিত নবনেব কোলে
হুখ-অশ্রু-ধাবা বহিল হিল্লোলে,
উষ্ণ অতিশয়, সীতাকুণ্ড-জল
শতগুণে, দেখি, তা হ’তে শীতল ;

ভাসিল ভাসুব হৃদয় তায় ।
মুছি আঁখি-বাবি তাপিত তপন,
কিরে কিরে ফেব করে অবেষণ ।
নিরখি ভাসুব হতাশ হৃদয়,
এই বাব বিধি হইলা সদব,
শুভ ভাগ্য, আহা, উদয় হইল,
অতুল হরষে হৃদয় নাচিল,
সহাসে এবারে সরসে চায় ।

১৫

প্রেমবিলাসিনী স্মিত কমলিনী—
কুসুম-কামিনী-কুল-গরবিনী—
অনুচা কুমারী, ষোমটা খুলিয়া,
চাহিল রবিবে বদন তুলিয়া ;
যে করে কুসুম-কামিনী মলিনী,
সে-আতপে-রস সজিল নলিনী,

প্রেমে ডগমগ হাসিয়া সুখে !
 অমিয় জিনিত মুখ-মধু দান
 করিয়া রবির ভুবিল পরাণ ;
 পতি ব'লে সতী যদি না ডাকিল ;
 কিন্তু জগজ্ঞান জানিতে পাবিল
 ব্যাস, কালিদাস, বাঙ্গীকি মুখে !

সুখী কে ?

১

ঐ যে সুনীল নভে নব শশধর
 উজ্জল কিরণ বাশি
 ববষিছে হাসি হাসি,
 ডাগর সাগর, গিরি, ধরনী উপর ,
 ঐ শশধর
 এখনি ধানিক পরে, লুকাইবে জলধবে,
 কোথায় রহিবে ঐ হাসি মনোহর ।
 কে বলে সুখী রে তবে ঐ নিশাকর ?

২

ঐ যে জলদখানি আকাশের কোলে,
 চাঁদেরে লুকারে রেখে,
 দীর্ঘ দীর্ঘ, থেকে থেকে,
 অসীমী রাধাই-চালে ঐ বায় চ'লে ;

ঐ জলধর,

যদি বহে সমীৰণ, করি ঘোব গরজন,
কোথায় পাশায়ে যাবে হইবে কাতব ।
কে বলে তবে বে সুখী ঐ জলধর ?

৩

ঐ যে পবন, পেয়ে নিশি-সহবাস,
হয়েছে শীতল অতি,
মৃদল মধুব গতি,
কুসুম-স্রুতি মাখি খেলে চাবিপাশ ,
ঐ সমীরণ,
মদিবাপায়ীৰ মুখে এখনি ঘাইবে ঢুকে ,
(নবক সমান ঠাই ।—স্বর্ণা-নিকেতন ।)
কে বলে বলুক তবে সুখী সমীরণ ?

৪

ঐ যে মলিন-ভাতি তারকানিচয়,
হাসে না যে দিন শশী,
নীলাকাশে গাঢ় মনী
ঢালা রয়, সেই দিন উজলতাময় ।
কিন্তু কৈ আল
হীরকাত করচয় ? যুজ্জ হাস রসময় ?
ক্ষীণাত শশীর করে ! হিছি রে কি লাজ ।
কে বসে রে সুখী তবে তারকা-সমাজ ?

৫

চক্রবাক, চক্রবাকী—দম্পতি দুজন,
 ঐ যে দেখিছ চেয়ে ;
 প্রণয়েব পরিচয়ে
 দিবসে আছিল সুখী, নিশায় এখন
 সুদূরে থাকিয়ে,
 বিবহ-দহনে জলে, নয়ন ভাসায় জলে !
 দিবসের সুখ এবে নিশার স্বপন ।
 কে বলে ওদিগে তবে সুখে নিমগন ?

৬

ঐ যে অমিয়মুখী জল-কমলিনী,
 এই যে থানিক আগে,
 অকণ্ঠেরে অহুরাগে
 ভুলাবারে হযেছিল যেন পাগলিনী,
 আনন এখন
 ঘোমটার আবরিত, বিবাদে আকুল চিত,
 পতিব বিবাহে সতী মুদেছে নয়ন ।
 কে বলে সুখী রে তবে নলিনী-জীবন ?

৭

ঐ যে নলিনী পাশে হালে কুমুদিনী,
 নিধর গগনোপরে
 নিরখিয়ে সুশখরে,

অথবে ধরে না হাসি—বড় আমোদিনী ।

প্রভাত আইলে,

বিধু পালাইবে যবে, হাসি রাশি কোথা ববে ?

বাডাবে সবসী-জল নখন-সলিলে ।

বল, তবে কুমুদীবে কে স্থখিনী বলে ?

৮

এই যে বজনী আজি কুমুদিনী সম,

চাঁদের চিকণ করে

উজলিয়ে, শোভা করে

দশ দিশি, স্মিতমুখী, রূপ মনোবম !

তিথি অমামলী

এলে এই বজনীর নখনে ঝরিতে নীব,

মসীগমী হয়ে ববে না হেরিয়ে শশী ।

কে বলে সাহসে তবে স্থখী বে এ নিশি ।

৯

চক্রবাক্, চক্রবাকী, তাবকা, পবন,

সুধামুখী কমলিনী,

সুহাসিনী কুমুদিনী,

জলদ, রজনী আর রজনী রঞ্জন,

হায় রে, সবাই

স্থখী বই—স্থখী নব । খুঁজিলে জগতমর,

কাহারেও স্থখী, হায়, দেখিতে না পাই !

সকলি গড়েছে মিথি—স্থখ গড়ে নাই !

১০

ঐ যে মানব জাতি, কর দরশন ;
 দেখিতে সুন্দর বেস,
 হাসিমুখ, কাল কেশ ,
 ওবা কি সুখের সবে বসেছে মগন ?
 সে কথা কে বলে ?
 বোগ, শোক, চিন্তা, জালা করে সদা ঝালাপালা ।
 হাসে আজ—ভাসে কাল নয়নেব জলে ।
 কে বলে মানবে তবে সুখী ধরাতলে ?

১১

ঐ যে বসিয়ে ভূপ রাজ সিংহাসনে,
 অমূল্য কিবীট শিবে,
 অলিছে মুকুতা হীবে ।
 উনি কি বে সুখী এই ধবণী ভবনে ?
 কখনই নয়,
 ভূমি ভাব সুখী বটে, কিন্তু ওঁর চিত্ত-পটে
 অরাতি-আশঙ্কা সদা হ'তেছে উদয় !
 কে তবে ভূপালে সুখী পৃথিবীতে কয় ?

১২

ঐ যে বমণী, যেন প্রফুল্ল কমল ।
 বোঁবন-লহরী-কোলে
 ধরকে ধরকে দৌলে ।
 জলদে বিজলী যেন হ'তেছে ঢকল !

ঐ কি স্মৃতিনী ?

কভু নয় কভু নয়, কে ওবে স্মৃতিনী কয় ?
গত হ'ক গোটা কত দিবস যামিনী,
দেখিবে তখন ওবে কেমন স্মৃতিনী ।

১৩

ঐ যে ভূতলে বসি আকুলা জননী ।

কাল যে দেখেছি ওবে,

তনয়েবে কোলে কোবে—

‘আমাব গোপাল ।’ ব’শে দিবেছে নবনী ।

সে কাল কোথায় ।

কেন আজ হেন বেশ, এলায়ে প’ড়েছে কেশ,

আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদি ভূতলে লুটার ।

হায় রে, কে বলে তবে স্মৃতিনী উহার ?

১৪

ঐ যে কামিনী বসি শ্রুশানের ধারে ,

অলঙ্কার নাহি গায়,

প্রভাত শশীর প্রায়

মুখখানি প্রভাহীন ! ভাসে অশ্রুধারে !

‘হা নাথ !’ বলিয়ে,

কপালেতে কর হানে, কভু চায় শূন্য পানে,

পতি সহ সবি ওর গিয়েছে চলিয়ে !

স্মৃতিনী উহারে তবে বল কি বলিয়ে ?

১৫

ঐ যে যুবক, দেখ হাসিয়ে বেড়ায়,
ধবা যেন সরাস্থান,
করে কতকপ ভাণ,
ভাবিছে উহাব সম কে আছে ধবায় ?
হায়, অকাবণ !

দিন কত পবে ওবে দেখো দেখি ভাল কোবে,
হয় কি না হয় সব নিশার স্বপন ।
কে তবে বলিবে ওবে স্মৃতি নিমগন ?

১৬

ঐ যে বিদ্বান, কবে লেখনী ধরিয়ে,
লিখিতেছে গ্রন্থ কত,
গ্রন্থ কত অবিবত
পড়িতেছে, সারানিশি জাগিয়ে জাগিয়ে ।
স্বপ্নীই কি ঐ ?

কত নয় কত নয়, শরীর যে দুখময়,
জেনেছে বিশেষরূপে প'ড়ে প'ড়ে বই,
উনিও তো দেহী—তবে স্বপ্নী কিসে কৈ ?

১৭

ঐ যে বিজন বনে ভ্রমর-গুহার,
যোগীর যোগাসনে,
কেনে কাবে মনে মনে,

অস্থিচর্শসাব ।—তৃণ গজাইছে গার ।
আশাপূর্ণ হ'ল কৈ ? আজীবন দুখ বৈ
কি আছে ? কৈ বা আজো আশার সুসাব ?
তাপস-জীবনে সুখ বলিবে আবার ?

১৮

আকাশ, ভূধর, বন, মরুভূ মাঝার,
মাগর, তটিনী-তটে,
যা কিছু এ বিশ্বপটে—
'আমি' 'তুমি' 'তিনি' আদি দুখের ভাণ্ডার ।
হায় বে, সবাই
দুখী বই—সুখী নয়, খুঁজিলে জগতময়,
কাহাবেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই ।
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই !

প্রণয় ।

১

সাবাস, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার ।
আধিপত্য তব জগত মাঝার
ষেকপ, সেরূপ কাহারো নাই !
কটাক্ষ নরনে চাও বার পানে,
তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে ।

পবন বাহাবে, কি যে কব তাবে,
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই !

২

তোমারি কারণে ধবণী মাঝাবে
জীয়ে জীবকুল , ভজিয়া তোমারে
চিরসুখে কেহ জীবন কাটায় ।
হুখেব চরণে কেহবা লুটায় ।
সুখেব হুখেব তুমিই মূল ।
হাসিমুখ কাবো কৃবি দবশন ।
হা হতাশে কেহ করিছে বোদন ।
হাবামে হুকুল কেহ আকুল !

৩

বিবস্ন ভীষণ সমর-অনল
অলি উঠে কোথা , কোথাও প্রবল
বাদ বিসম্বাদ ঘটয়া উঠে ।
বাজ্য ছাবখার তোমাব কাবণে ?
কত রাজ্যপতি তোমার চরণে
সেবকেব মত নিরত লুটে !

৪

তোমারি কাবণে কোথাও কুশল ;
ঘটে বা কোথাও ঘোর অমঙ্গল ;
তোমারি কারণে দুর্বলোর বল ;

প্রবলের বল ঘুচিয়া যায় !
 অস্ত তব, প্রেম, বুকে ওঠা ভার ।
 কি মোহিনী বিদ্যা আছে হে তোমাব ?
 নব সাজে নারী ।—নারী সাজে নব ।—
 পুরুষেবে নারী ধবায় পায় !

৫

জীবন-বাসনা কবি পবিহার,
 কেহ দেষ গিষা সাগরে সাঁতার ?
 স্বাপদ-পুঁথি কানন মাঝাব
 প্রবেশে পড়িয়া তোমাব বশে !
 বিশাল ভীষণ ভূধব-শেখরে
 ভয় পবিহবি আরোহণ কবে ।
 কারো বা জীবন কাবাব ভিতবে ।
 বিধ খায় । কেহ অনলে পশে ।

৬

সাবাস, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !
 আধিপত্য তব জগত মাঝাব
 যেকপ, সেরূপ কাহারো নাই ।
 কটাক্ষ নয়নে চাও যার পানে,
 তুমি জান তারে—সে তোমার জানে !
 পবন বাহারে, কি যে কর তারে !
 তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই !

৭

সাহুকুলে তুমি যারে কব ভর,
 তাব সম স্থখী জগত ভিতর
 কে আছে ? তাহার নয়ন উপর
 সব শোভাকব, আনন্দময় !
 শশী কবে তাবে স্থখা ববিষণ ,
 শীতেব সমীবো মলয় পবন ;
 ফুলকল কবে মধু বিতরণ ,
 বিজন কানন স্থখেব হয় ।

৮

আকাশেব ছবি অতুল তুলনা ,
 ভূতল-কামিনী অমব-ললনা ।
 ছুখেব আগাব ভবেব ভাবনা
 ঋণেকরো তবে বহে না তাব ।
 আপনাবে গার ভাবে না মানব,
 ভাবে—যেন বুঝি দেবেশ বাসব ।
 বসুধারে ভাবে অমব-বিতব ;
 স্থখার নাগরে দেষ সাঁতার !

৯

অতুল আমোদে নাতিয়া বেড়ায় ;
 মন বিহগেরে কত কি পড়ায়,—
 কি পড়ায় ?—সে যে তোমাবি নাম !

বাসনা-লতিকা বোড বোড ওঠে ,
গবম শোণিত শিরে শিবে ছোটে ,
মানস-সবসে সুখ-পদ্ম ফোটে ,
ধবনী যেন রে স্ববগ ধাম ।

১০

সাবাস, প্রণয়, ক্ষমতা তোমাব ।
আধিপত্য তব জগত মাঝাব
যেকপ, সেরূপ কাহাবো নাই ।
কটাক্ষ নরনে চাও যাব পানে,
তুমি জানো তাবে—সে তোমাবে জানে ।
পবশ যাহাবে, কি যে কর তারে ।
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই ।

১১

কিন্তু ষার পানে প্রতিকূলে চাও,
সর্বনাশ কব—কত জালা দাও ।
ভূপতি হলেও ভূতলে লুটাও ।
সামান্য নবেব কথাই নাই ।
সুধাকব তারে ববষে গরল ,
মলয় সমীরো যেন বে অনল ;
অনন্ত অমের ছেবে ভূতল ,
আশা-লতা গুড়ে হয় বে ছাই !

১২

যা কিছু জগতে,—তাহার নিকটে
 কিছুই নয় বে। হৃদয়েব পটে
 সুখ-ছবি আঁকা থাকে না আব ।
 দিবস যামিনী সবি একাকাব,
 ছপুবে প্রথর তপন প্রচাব
 তার কাছে যেন বোব অরুকাব ।
 অসহ অসাব জীবন তাব ।

১৩

চিত্তাব লহবী ভীম বেশ ধবি,
 প্রহাবে তাহাবে দিবস সর্কবী,
 পাগল হইয়া ছুটিয়া যায় ।
 কি যে সে কবাবে, ভাবিয়া না পায়,
 জীবনে জীবন বিসর্জিতে যায় ।
 সজ্জাবে হৃকর প্রহাবে মাথায়,
 অবশ শরীর ; শূন্যদৃষ্টে চায়,
 অসম্বন্ধ গীত কত কি গায় ।

১৪

সাবাস, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !
 আধিপত্য তব জগত মাঝাব
 বেকপ, সেরূপ কাহারো নাই !
 কটাক্ষ নয়নে চাও যাব পানে,

তুমি জান তাবে—সে হোমাবে জানে ।
পবশ যাহাবে, কি যে কব তাবে ।
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই ।

১৫

ধনীৰ প্রাসাদে, দীনের কুটীবে,
ভূধর শেখরে, নীৰধিব নীরে,
বিজন বিপিনে, মেছব পবনে,
ববিব, বিবুব উজল কিবণে,
মকত্ব মাঝাবে, কুসুম নিকাবে,
জলেব প্রপাতে, খনিব ভিতবে,
অচল-গহববে, তটিনীৰ তটে,
জলধবজালে, নীল নভ-পটে,
পাদপ, তুষাবে, সাগব পুলিনে,
সব-সুশোভিত কুম্ভ, নলিনে,
উজল জলিত বিজলী-কোলে ,
অশনি-নিনাদে, মুষল ধাবায়,
মেঘ-গবজনে, অনল-শিখায়,
সমীৰ-হলিত গাছেব পাতায়,
বিকচ-কুসুম-ভূষণ-লতায়,
আবো কত আছে—কব তা কেমনে ?
যা জানি—না জানি নিখিল ভুবনে,
সমভাবে তুমি সকল স্থলে ।

১৬

স্নকুমার শিশু মধুব ভাষেতে,
 যুবতী, যুবাব মধুব হাসেতে,
 জনক, জননী হৃদয়-আগাবে,
 বান্ধবেব খোলা মানব মাঝারে,
 সংসার তেদাগী বিবাগীব মনে,
 বিভূ-পবায়ণ ঋষির সদনে,
 পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ গোচবে,
 মুকুতা, মাণিক, জহব, মোহবে
 তোমারে, প্রণয়, দেখিতে পাই ।
 কি যে তুমি, আজো জেনেও জানি না।
 অথচ তোমাব বিবহে বাঁচি না ।
 নিবাবাবে এত । সাকাব হইলে,
 না জানি কি হ'ত । ভাবি হে তাই ।

১৭

সাবাস, প্রণয়, ক্ষমতা তোমাব ।
 আধিপত্য তব জগত মাঝার
 যেরূপ, সেরূপ কাহারো নাই ।
 কটাক্ষ নযনে চাও যার পানে,
 তুমি জান তারে—সে তোমারে জানে ।
 পবণ যাহাবে, কি যে কব তাবে ।
 তুমিই বিজয়ী সকল ঠাই ।

স্বর্গীয় শুকবিবব মাইকেল মধুসূদন দত্ত।*

১

বতন ভাণ্ডাব লুটি দস্তা পবিকব
 সর্কস্ব যদিও লয, কি ছঃখ তাহায ?
 কিস্বা সেনাদলে লযে,
 সমবসজ্জিত হাব,
 অন্য ভূপ আব ভূপ বাজ্যে যদি যায,
 কবে সব ছাবথাব কবিয়ে সমব,

২

তাহাতে অন্তব কিছু বেদনা না পায়,
 যে হৃদব-ভেদী ক্লেশ পাইল বে আজ ।
 পোডা কাল কালামুখ
 ঘুচাযে বঙ্গব স্মৃথ,
 কাড়ি নিল মহাবহু কাঁদাযে সমাজ ।
 আকুল বাঙ্গালীকুল কবে হায হায ।

৩

তস্কব মানিক যথা হেবি বাজালযে,
 পাপ-দণ্ড ভয ভুলি চুবি কবি লয,
 জীবন-তস্কব যম—
 অবিচাবী নিবমম—
 অলক্ষ্যে হবিল মণি পশি বঙ্গালয,
 প্রহাবি শোকের বজ্র বাঙ্গালী হৃদয়ে ।

* মৃত্যু সংঘটনের দিবসে লিখিত ।

৪

আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন ।
 নিশাপতি বিনে, হায়, রজনী যেমন ।
 নিশায় জলন্ত বাতি
 নিবিলে না রহে ভাতি
 যেমতি গৃহের মাঝে, হায় রে, তেমন
 আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন !

৫

হে কবীশ ! ত্যজি তব প্রিয় জন্মভূমি
 বাঙ্গালারে, চির তরে কবিলে গমন
 কি হেতু ? কি দোষ পেলে ?
 বঙ্গবাসিগণে ফেলে
 কোথা গেলে ? আর কি হে পা'ব দরশন ?
 বিফল !—সে আশে কাঁটা দিয়েছে শমন !

৬

কবিতা-কাননে, কবি, করি শুদ্ধরণ,
 শুনাতে মধুর গান, সুখী হ'ত সবে ।
 তব কাব্য-রস-ধারা—
 স্বর্গীয় সুধার পারা—
 সব লহরীতে আর এ বঙ্গে কি ব'বে ?
 বিফল !—সে আশে ছাই দিয়েছে শমন !

৭

বদ্বগর্ভা পুণ্যবতী ভারত জননী,
হাষ, আজি কুভাগ্যেব কুলিখন ফলে
তোমা হেন প্রিয় পুত্রে
হারাইয়ে কৰ্ম্ম-সুত্রে,
'হা মধু।' বলিয়ে ভাসে নয়নের জলে ।
ফণিনী বিলাপে যেন হাবাইয়ে মণি ।

৮

মধুমাংসে মধুঘোষ মধুর স্বননে
মধু-ধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার,
হইয়ে বাঙ্গালি বঁধু,
হে মধু, কবিতা-মধু
ঢালিলে তেমনি তুমি বঙ্গের মাঝেব ।
আব কি তা ক্ষণ তরে পশিবে শ্রবণে ?

৯

আব কি তোমার মত, হে মধুসূদন ।
বঙ্গ-কবি-কুল-বন্ধু এ বঙ্গ পাইবে ?
আব কি বীণার নাদ
ঘুচাইবে অবসাদ ?
আর কি লেখনী তব অজস্র গারিবে ?
বিফল !—সে আশে ছাই দিগ্ধেছে শমন ।

১০

বাঙ্গালীর আদরের কবিতা-কানন ।
 কোকিল তাহার তুমি, কুহ কুহ রবে
 আনন্দ কতই দিলে,
 গৌড়জনে ভুলাইলে ;
 গন্ধর্ব্ব বাশরী যথা ভুলায় বাসবে ।
 পালালে কোকিল ।—শূন্ত কবিতা-কানন ।

১১

রে কাল ! অকালে তুই কি কাজ করিলি ?
 কি হেতু হরিলি কবি শ্রীমধুসূদনে ?
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে ।
 নির্দয়, কেমন কোরে,
 মধুময় মধুমুগ্ধি গ্রাসিলি বদনে ?
 মধুর মধুর দেহ, কেমনে ধবিলি !

১২

শত শত বাঙ্গালীর নয়নের জল
 নারিল জ্বিঙে তোর পাশাণ হৃদয় !
 বিধাতা কি হেন দিবে
 ও তোর কঠিন হিমে
 গড়িল ? অমেও নাহি দয়ার উদয় ;
 চিরকাল কাঁদাইতে জানিল কেবল ।

১৩

যদিও কবিরে তুই হরিলি শমন !
 তথাপি কবির কীৰ্ত্তি—যে কীৰ্ত্তির বলে
 “ শ্রীমধুসূদন কবি
 বঙ্গ-কাব্য-নভোরবি ! ”—
 নাবিবি হরিতে তোব স্থণিত কৌশলে ।
 “ কীৰ্ত্তিই জগতীতলে অক্ষয় জীবন । ”

দৈববাণী ।

১

এ কি রে ।

একে ঘোব অমানিশি অন্ধকারময়,
 নাহি দেখা যায় নিজে নিজের শরীর,
 তাহে কালিমাখা মেঘ আকাশে উদয়;
 বহিছে সবেগে পুন প্রবল সমীব ।
 উন্নত হইয়া বায়ু মেঘধ্বঙ গুলি
 ছড়াইছে অবিশ্রামে ; বাইছে মিশিয়া ।
 দেখি তা পবন পুন ছছকার তুলি,
 আনিছে অপর মেঘ বিকট হাসিয়া ।
 সর্বনাশ !—কি বিপদ !—ভীষণ আধার !—
 এ কি রে, পলকে হেরি বিষম ব্যাপার !

২

চমকি চমকি উঠে বিছাভেব বেথা ;
 সাগর-সলিলে যেন বাডব-দহন,
 অথবা নবক-হৃদে অগ্নিময়ী লেখা
 পাপীরে দেখাতে ভয়, দেয় দবশন ।
 গরজে গভীর ডাকে জলধবদল,
 হুড হুড, গুড গুড !—চমকে হৃদয় ।
 অশনির শব্দ পুন কাঁপায় ভূতল,
 স্নগভীব সমস্ববে (হেন বোধ হয়)
 উঠিছে গর্জিয়া যেন সিংহ শত শত,
 আকুল ভূতলবাসী ভয়ে ধতমত ।

৩

তড় তড় বৃষ্টিধাবা, মুষল ধাবায়,
 অজস্র গতিতে ভূমে হয় বরিষণ,
 ক্রমে ঝমঝম শব্দ কাণে শোনা যায়,
 ছিটায় সে বৃষ্টিধাবা ক্ষিপ্ত সমীরণ !
 উচ্চ তাল তরু-শিবে, অচল-চুড়ায়,
 কড় কড় ষোর ববে, বজ্রপাত হয় ।
 বাটিকাব পদাঘাতে উপাড়িয়া যায়
 আমূল বিশাল দেহ বনস্পতিচয় ।
 এ কি রে, প্রলয় না কি ! আজি ধ্বংস
 লীলা সমুন্নীল বৃষ্টি যায় রসাতল ।

৪

ঝটিকার শনশনি, মেঘের গর্জন ;
 জীবনসংহারকারী কুলীশ-চঞ্চাল,
 মুমূর্ষু সমান যত জীবের বোদন
 পুবিল আকাশ-গর্ভ, ক্ষুদ্র চাবিধার ।
 এ হ'তে গভীরতর, এমন সময়,
 উঠিল গর্জন এক আকাশ উপরে,
 কিন্তু নিসর্গেরে দমি সে গর্জন হয়,
 বন্ধুকেরে হারাইয়া ভয়ানক স্ববে
 গবজে কামান যেন, সহসা তাহার
 শুনা গেল কটি কথা ;—(হৃদি চমকায় !)

৫

“উঠ রে নিজীব *** জাতি, খোলো বে নয়ন ।
 আবে কি ঘুমায়ে র'বি আশ্রয় শয়নে ?
 এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন ?
 এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি উন্মীলনে ?
 কতকাল গত হ'ল, তবুও এখন
 মিটিল না নিজামুখ ? একি বিড়ম্বনা !
 আরো কি অসাড় হয়ে, শবের মতন,
 প'ড়ে র'বি ? আজো কি রে হ'ল না চেতনা ?
 ভাবিতে তোদের নিজা আজি এ ঘটনা,
 তবু কি অলস জাতি, হয় না চেতনা ?

৬

“উষারে সমুখে করি, তপন যখন
 পূর্বভাগে রক্ত রাগে সমুদিত হয় ;
 সামান্য তিৰ্য্যগঘোনিপশুপাখিগণ,
 তাবাও সেকালে উঠে, ঘুমায়ে কি রয় ?
 কিন্তু, হায়, কত নিশি প্রভাত হইল ;
 ক্ষতবাব সূর্য্যদেব উঠিল গগনে,
 তথাপি তোদের নিদ্রা আজো না ভাঙ্গিল,
 অলস হইয়া আছ আলস্য-শয়নে ।
 আর না—যা হ’ল হ’ল—ঘুমায়ে না আর,
 উঠ রে অলস জাতি, উঠ রে এবার ।

৭

“এ ছৰ্যোগ শান্ত হলে, কিঞ্চিৎ গউনে,
 আবার উঠিবে রবি অযুত বিভায় ।
 সাবধান, দেখো, যেন দেখে না নয়নে
 সে রবি তোদের ছবি শয়িত দশায় ।
 আজিকার প্রকৃতির এ ঘোব চীৎকারে
 যদি না উঠিস্ তোবা, তা হ’লে কি আর
 উঠিবি কখনো কারো আহ্বান-সুংকারে ?
 এ হেন শবের দশা করি পরিহার ?
 সে আশা বিফল—তাহা হবে না কখন ;
 আজি না উঠিলে, জাগা বুধা আকিঞ্চন ।

৮

“উন্নত নিসর্গ সহ তোদের নিকটে,
(দেখ্ বে নিজীব, তোরা দেখ্ রে চাহিয়া !)
যে গর্জন কবিত্তেছি, মহীধরো ফোটে,
থর থর কাঁপে ধবা হেলিয়া হুলিয়া ।
তথাপি তোদের, হার, নিদ্রা নাহি ছাড়ে ;
এতই বধির তোরা ? শ্রবণ-শক্তি
নাহি কি রে অণুমাত্র ? আলস্য অসাড়ে
বিলুপ্ত কি হ’ল তাহা ? শিক্ নীচমতি ।
আর না—যা হ’ল হ’ল—ঘুমায়ো না আব,
উঠ রে অলস জাতি, উঠ রে এবার !”

৯

এত বলি সে গর্জন আরো গরজিল,
যেন বীব মেঘনাদ মেঘের আড়ালে,
বীরমদে বীরকণ্ঠে ঘোর হুকারিল
বধিতে রাধব-সেনা থর শরজালে ।
পুনশ্চ এ কথাগুলি সে গর্জন কর, —
“ হার রে অলস জাতি, এখনো কি সুখে
কুস্তকর্ণ সম সবে ঘুমাইয়া
পাছকা সমেত কত পদাঘাত বুকে
করিছে তোদের শত্রু ; নীচাশ কুঞ্জর
পদ্যকূলে দলি যেন ভাবিছে পঞ্জর ।

১০

“ তবু কি চেতনা নাই । বুঝেছি এবার,
 অসাব—অসার তোরা স্পর্শবোধ নাই ।
 তা যদি থাকিত, তবে পাছকা-গ্রহাব
 সহেও থাকিস্ আজো ? ভাবি আমি তাই ।
 অরির পাছকা কি বে মিষ্ট লাগিয়াছে ?
 স্বদেশে স্বাধীন থাকা তিক্ত বোধ হয় ?
 গরলে অমৃত বোধ এবে হইয়াছে !
 অমৃতে গরল জ্ঞান মানসে উদয় !
 এ রুচি কিরূপে হ’ল ? তারাই কি তোরা,
 স্বাধীনতা একদিকে—একদিকে ছোরা ?

১১

“ তাবা হ’লে আজো কেন শত্রু-পদতলে
 মর্দিত হইছ, ভীক, কর্দ্দমের মত ?
 পাষণ-দর্শন ষাঁতা আজো কি রে দলে
 তোদিগে গোধূম সম পিশিবা সতত ?
 সে জাতি নহিস্ তোবা—সে শোণিত নাই ;
 মেঘের সমান তোরা কেশরি-ওরসে ।
 তোদেব মতন ভীক নাহি কোনো ঠাই ;
 ভূমিলতা তোরা, ভীক, সুখার সরসে !
 তীক্ষ্ণ-বিষ-অজগর সুধের বিবরে
 বিষহীন চৌড়া সাপ এবে রে বিচরে !

১২

“উঠ জীৱ, সাহসে কৰিবা সাহা,
জাতীয় বিবেক হাতি, একতা বন্ধন
কৰিতে বন্ধন কৰ, দিন বয়ে বাৰ;
সময় হুৱালে কাৰ্য্য হয় কি সাধন ?
বিকাৰীৰ বৃত্ত্যতাৰ অহুৰতি হেতু,
কেন ৰে ভংগৰ এত ? জাতীয় গৌৰব
ভুলি কেন বাৰ কৃতঘাণ্ডেৰ সেতু
জীৱন সাগৰে ; তাৰে কৰিলি মৌৰব ।
উঠ জীৱ, সাহসে কৰিবা সাহা,
স্বৰ্গপিতামহপণে বাৰেক শৱিমা ।”

১৩

“একতা না হ’লে কিছু হয় না সাধন ।”
বেদবাক্য সৰু মনে বাৰ ৰে শৱিমা ।
‘একতাই অগভৈৰ উন্নতি কাৰণ ।’
বেদবাক্য সৰু মনে বাৰ ৰে শৱিমা ।
‘একতা কৰিবা অৰি, কৰ্ম্মলোৰ বন্ধ ।’
বেদবাক্য সৰু মনে বাৰ ৰে শৱিমা ।
‘একতাই পদতাল চলে চুবুৰাৰ ।’
বেদবাক্য সৰু মনে বাৰ ৰে শৱিমা ।
‘একতা হৈছে অৰি, অৰিমা হৈছে ।’
উঠ ৰে জাতীয় জাতি, কৰিবা সাহা

১৪

“বাক্সের পরাক্রম, জান তো সকলে,
 গুঁড়ায় তুধর-দেহ, দেহ উড়াইয়া
 দুর্গম কঠিন দুর্গ অনিবার্য বলে,
 নিবিড় কামন তন্ত করে পুড়াইয়া ।
 কি সে তা ? একথা যদি সুধাও কাহারে,
 ‘একতা’ উত্তর তার তখন পাইবে।
 স্মরণ তুণ একতার বাধিবারে পারে
 মদমত্ত গজবরে ; কে না তা কহিবে ?
 অস্ত্র কথা নূরে থাক ; আজের ঘটন,
 চেত্রে দেখ, একতাই ইহার কারণ ।

১৫

“একতা” মিলিলে পরে সন্নিহিত আশুনে
 তেজস্বী অনিবার্য করে রে চালন ।
 ক্ষুদ্র শিশুসিক্তি একতার গুণে,
 হেতু বল, দুঃস্বপ্ন কার্য করে সম্পাদন ।
 সন্নিহিত হইয়া তোর মানব সমাজে
 তবে কেন হেন হ’নি ? কি সমাজ কথা !
 ভীকতা-কানিয়া মাথা বদন কি লাঞ্ছ
 দেখাইল তেরানিয়া স্বর্গীয় একতা ।
 একতা-অবত পুত্র সাহার জীবন,
 স্মরণ সৌন্দর্য তার, জীবনে বহন ।

১৬

“উঠ রে, উঠ রে, উঠ, কর গাভোখান,
একতা, সাহস সহ কর আলিঙ্গন !
এখনি দেখিবি পুন বিজয়-নিশান
উড়িবে তোদের ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ ।
দেশের দুর্দশা দেখি হও রে কাতর,
এখনি সাহস আসি হইবে সহায় ।
কাপুরুষ ভীক সম কেন কর ডর ?
স্বাভাতির দশা দেখ, পারে একতার ।
গিড়গিড়ামহগুণে কর রে স্বরণ,
অভ্যুত্থান ঘুচিবে—পাবে নূতন জীবন ।

১৭

“কই রে, এখনো আঁধি কেহ বে খোলে না !
এরা কি জীবিত নাই ?—মরেছে সকলে ?
এ হেন গর্জনে কেউ যতক তোলে না,
কি লজ্জা ! এখনো এরা শ্রবিত কি ব’লে ?
মরে নাই—বৈতে আছে—তবে কি কারণ,
উঠে না—খিলে না আঁধি ?—দুবেছি এবার ;—
আলত-ভাঙার এরা কামর জীবন !
শত্রু-পদাঘাতে অধী অধর-সবার !
কাজ নাই—বুধা বলা—সমস্তে রোমন !
দেবদাকো এরা নাই—মিত্র-স্বজন !

১৮

নিরন্তর দৈববাণী ; বাড়িল বাতাস ;
 বৃষ্টিধারা আরো জোরে পড়িতে লাগিল ;
 অলক্ষ্যেতে সে দেবতা হইয়া হতাশ,
 ফেলিল নিশ্বাস যেন, বিবাদে কাঁদিল
 নিজজীব জাতির তরে ! চমকে তড়িত ;
 ক্রোধে ছুঁধে যেন তাঁব নয়ন জলিল !
 চড়াং করিয়া বজ্র হইল পতিত ;
 দৈববক্তা দেব যেন অভিশাপ দিল,—
 “যতকাল ইহাদের না হবে সাহস—
 না হবে একতা—এরা রবে পরবশ !”

১৯

খামিল প্রচণ্ড ঝড় ; স্থির চারি ধার ;
 চলিল ফলদকূল ধমকে ধমকে ;
 লহরী পশ্চাতে যেন লহরীর সার ;
 কচিং হসিত মুখে বিজলী চমকে !
 নির্মল আকাশতল, কিন্তু ভ্রমোন্নয় ;
 মার্জিত তারকাগুলি অনুরেতে আসে ;
 দিগন্তরী কালী যেন হইয়া উন্নয়,
 আনন্দে আনন্দ পানে ঘন ঘন হালে ।
 এই যে ক্ষণেক আগে কি ছিল প্রকৃতি ;
 আবার কক্ষের পরে নৃত্যম আকৃতি !

২০

সহসা এমন কালে হৃদয় অধরে
ঘোর রবে দেবশূঙ্গ বাজিয়া উঠিল ;
নিমেষ না যেতে যেতে, সমীরণ ভরে
সে শূঙ্গ-নিদাদ বেগে চৌদিকে ছুটিল ।
“আজিকার এ ছর্যোগ—জেনো রে নিশ্চয়—
আমার পরম বন্ধু ‘সাহস’-মুরতি !
দৈববাণী যে কহিল—জেনো রে নিশ্চয়—
আমি সে ‘একতা’ নাম, খ্যাত ত্রিজগতি !”
সে শূঙ্গ-নিদাদ লহ একটি বচন
শুনা গেল, ঋণ পড়ে নীরব গগন ।

অগস্ত্য-গণ্ডূষ ।

১

পৌরাণিক অতি অপূর্ণ কাহিনী ;—
অগস্ত্য তাপস ঋষিকুলমণি,
গর্কী সাগরের যত জলরাশি
করিলেন পান অক্লান্ত প্রকাশি ।

২

ভাগ্য সাগর গেল শুবাইয়া ;
যাদোগল যত মরে আত্মহত্যা ।

হ'ল এক দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর,—
 জল, জলজন্তু বিহীন সাগর!
 ধরার মূরতি হইল নুতন,
 সবি ভূমিময়, বিহীন জীবন!

৩

সুধাই তোমারে, ওগো ঋষিবর,
 কবেছিলে যদি গণ্ডুৰ সাগর;
 কেন তারে পুন করিলে বাহির?
 পাবনি রাখিতে উদবে সে নীর?
 সাগরে যদি গো রাখিতে উদবে,
 কত সুখ, আহা, ভারত ভিতরে
 হইত। উজল স্বাধীনতা-ববি
 আজো বিবাজিত প্রকাশিয়া ছবি!

৪

কিন্তু, কই, তা তো হ'ল না হ'ল না!
 অনাধিনী, হায়, ভারত লগনা!
 ভারতের সুখে বিধির ছননা,
 নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না?
 নহিলে কি হেতু সাগর-সমিলে
 পান করি তুমি পুন উদারিলে?
 যদি না রাখির করিতে রাখবে,
 তা হ'লে সাগর ভারত ভিতরে

বিদেশীর পদ-পবন-কলঙ্ক
হ'ত না হ'ত না ; ভারতের অঙ্ক
শ্লেচ্ছ-কীট-দাঁতে দংশিত না হ'ত ;
বহিত না এই অধীনতা-শ্রোত !

৫

ভারতের অরি ভাঙ্গাইয়া পোত, *
আসিত না শ্রোত করি প্রতিহত !
বিশাল জাহাজ কি কাজে লাগিত ?
জলরাশি বই কভু কি ভাসিত ?
নাগর-নহরী করি বিদারিত
ভারতে জাহাজ কভু কি আসিত ?

৬

স্বাধীনতা অরি-পদ-বিদলিত
হইয়া কি তবে হইত স্থলিত ?
রবি-চিহ্ন-আর্য্য-পতাকা পতিত
হ'ত কি ? হ'ত কি মস্তক নমিত
ভারত বাসীর ? হ'ত কি পীড়িত

* পূর্বকালে, কিলিসীয়, গ্রীক, ইংলিশ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বনি-
কেরা পোতারোহণে সমুদ্র পথ দিয়া ভারতবর্ষে বানিজ্য করিতে
আসে। তাহারাই ইহার অভুল ঐশ্বর্য্যাদি দর্শন করিয়া অন্ধ
দেশে প্রকাশ করে। তজ্জন্যই আসে ক্রমশঃ (সেকেন্দর সা)
প্রকৃতি পাশ্চাত্য রাজার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসেন।
সেই সময় হইতেই ইহার স্বাধীনতা উল্লঙ্ঘিত হইবার ইতিপাত
হয়।

ভাবত-রুদ্র ? হ'ত কি ভাঙিত
উচ্চতম ধৰ্ম ?—সকলি থাকিত,—
সাগরে জাহাজ যদি না ভাসিত !

৭

যদি না সাগরে ভাসিত জাহাজ,
স্বাধীনতা আজো কবিতা বিবাজ ;
পরাদীন হরে হিন্দুর সমাজ
খুলে কি ফেলিত মন্তকেব তাজ ?
যদি না সাগরে পুন উগারিতে,
ঋষিবব, আজো তা হলে দেখিতে ;—
তোমার সময়ে ভাবত যেমন
আছিল, এখনো রয়েছে তেমন ।
কিন্তু, কই, তাতো হ'ল না হ'ল না ;
অনাথিনী, হার, ভারত ললনা ।
ভারতের রাষ্ট্রে বিধির ছিলনা,
নহিলে এ ছুখ কি হেতু গেল না ?

৮

হবে কি সে দিন আবার ভারতে ?
হায় রে, ভারত অভাগী ভগতে !
যদি না সে দিন হইল আবার,
ভারতের রাষ্ট্র বিফল, অসার !
পর পরাধীনতা পীড়িত হইয়া

কাহার বাসনা থাকিতে বাচিরা ?
 এইহেতু, ঋষি, মিনতি তোমার,
 ভারতের কোনো কব সহপায় ।—
 সেবারে গগুণে সাগর সলিলে
 অনাসে নিমেষে পান ক'বেছিলে ;
 জলনিধি জল এবারে আবার
 কবিরে কি পান ?—কাজ নাই আর !
 এবার সাগর নিষ্কাসে বহাও
 ভারত উপরে ; তাহাতে ডুবাও
 অধীনী ভারতে ; যাতনা যুচিবে ;
 'অধীনতা-শাপ' যুচিবে যুচিবে !

৯

হবে কি সে দিন আবার ভারতে ?
 হায় রে, ভাবত অভাগী জগতে !

বঙ্গ-বিধবা ।

১

নিশি অবসান কালে, যখন গগন-ভালে
 প্রভাশূন্ত চন্দ্রবার নিরখি বদন ;
 বঙ্গ বিধবারে মনে পড়ে রে ভদ্রন ।
 শীতের সময় জলে বিকট কলকলনে
 মলিন সশর, হায়, দেখি রে বদন ;

বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন !
 ধূতুবায নিরর্থিয়ে, আঁখি ছুটি নিম্নলিয়ে,
 তুলনা তাহার আমি খুঁজি রে যখন ;
 বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে বে তখন !

২

পূর্ণকলা শশধবে রাহু হবে গ্রাস করে,
 সে কালের ছবি বঙ্গ-বিধবা রমণী !
 অথবা সে শশী রাকা হইলে জলদে ঢাকা
 যেমতি মলিন , বঙ্গ-বিধবা তেমনি !
 নিদাঘে লতিকাগুলি কুসুম-ভূষণ খুলি,
 রবি করে শুধাইয়ে লুটায় ধরণী ,
 বঙ্গের বিধবা নারী, সেই মত সারি সারি,
 ভূষণ বিহীনা, মরি, মলিন বরণী !

৩

খনিতে মণিব মত, বঙ্গের বিধবা যত
 আকর মুক্তিকা মাথা, নিশ্চিন্ত বদন !
 আবদ্ধ সিন্দূকে ঢাকা, জলজ শৈবাল মাথা,
 বঙ্গের বিধবা নারী, মুকুতা মতন !
 একটি কুসুম'পরে, বসে যদি ধরে ধরে
 দশটি ভ্রমর, তারে দেখায় যেমন ;
 কিবা কুহেলিকা মাজে, গোলাপ যেমতি মাজে,
 আঁধারে ঢাকিয়া যায় মুক্তাক বরণ ;
 বৈধবা-পীড়নে বঙ্গ-বিধবা তেমনি !

৪

ভান্সা নোঙা, শব্দ ভান্সা, মাটিতে সিন্দূর বাস্কা
পড়ি আছে আশানেতে, হেরিলে নয়নে,
বঙ্গ-বিধবার দশা জাগি উঠে মনে !
কত কথা জাগি উঠে, চিন্তার লহরী ছুটে,
কি যে ভাবি—কি যে দেখি—বলিব কেমনে,
বঙ্গ-বিধবার দুঃখ কে শোনে শ্রবণে ?
যাহারে শুনা'তে যাব, তারি কাছে গালি খাব,
কাজ নাই, বলিব না নিরদয় জনে ;
নিবেদি কেবল সেই বিধির চরণে ।

৫

হায় রে, যে ক্রুবজাতি, কাঁদাইতে দিবা রাত্তি,
করিল এ ক্রুর বিধি হইয়ে নিদয় ;
তারা যেন জন্মান্তরে, নারী হয়ে বঙ্গ-ঘরে,
অচিরে বিধবা হয়ে চিরকাল রয় ।
তা হ'লে জানিবে বেস, যন্ত্রণার একশেষ,
বঙ্গের বিধবা নারী কত আলা সুয় ।

অভিশাপ ।

১

ত্রিপুর অঙ্গরে বধিবার করে,
আরক্ত নয়নে পুল সায়র করে,

চলিলা শকব ভীম বোষভরে,
 কাঁপিল কৈলাস অধীর হয়ে ।
 একে শিব-ভালে জলিছে অনল,
 ক্রোধানলে মিশে হইল প্রবল ;
 দহিল চৌদিক ; হতাশ-অচল *
 যেমতি দহে রে নগবচরে ।

২

বহু জটাজুট সহসা খুলিল ;
 জটা-নিবাসিনী গঙ্গা উছলিল ;
 ধৃত বাষাধর সবিয়া পড়িল ;
 কাণের ধুতুরা পড়িল খুলি ;
 চক্রসঙ্কোচিত ভুজঙ্গের মালা
 হুলিতে লাগিল পেয়ে অঙ্গ-দোলা ;
 স্তম্ভ কনিগণ তোলে কণাশূলা,
 ফোটে যেন পদ্ম-মুকুলগুলি ।

* * * * *

৩

দেব দেব হর রক্ত অবতার ;
 ত্রিপুর অহরে করিতে সংহার,
 ভুলিলা ত্রিশূল, জীবন আকার,
 কাঁপিয়া উঠিল ভুবনভর ।

* কালের ঘিরি *

ত্রিপুর অম্বব হেরি ভূতনাথে,
জীবন বাঁচা'তে গদা নিল হাতে,
যেন গিবি-চুড়া, কোটি ঘণ্টা তাতে
বাজিল, গভীর শব্দ হয় ।

৪

উভয়ে বাধিল তুমুল সমব,
অমব নগবে চকিত অমব ।
কাঁপিল পবন, কাঁপিল তপন,
কাঁপে চবাচর পাইয়া ভয় ।
ত্রিশূলে ত্রিশূলী ঘোর হুহুকাবে,
অমরারি দৈত্যে যান বধিবারে,
অম্ববো আবাব প্রাণ বাঁচাবাবে,
ঘুবাইয়া গদা দাঁড়ানে বয় ।

৫

শিব-শূল-ফলা, ভীষণ আকাব,
অম্বর গদাধরে বিধে বারম্বার ;
ভূধর-শেখবে অশনি-প্রহার
হ'তেছে যেন রে ভীষণ রবে !
হুহুকার ছাড়ে ভূত প্রেত দানা ;
হুহুকার ছাড়ে যত দৈত্য-সেনা ;
মিশিল ছদলে, নাহি রায় চেনা ;
হর বনে তরু কে চেনে কবে ?

৬

এমন সময়ে শিবের ত্রিশূল
 বিবিধা অস্থবে কবিল আকুল ।
 রুবি দৈত্যপতি আবো মহাবলে
 ঘুবাইল গদা—গভীর ডাক ।
 কতগুলো ভূত, শিব-সেনাদলে,
 দৈত্যে হেবি ভয়ে পিছাইয়া চলে ;
 দেখি তা মহেশ ক্রোধ-নেত্রে বলে,—
 “ওবে ভীক, তোবা থাকরে থাক ।

৭

“মোব সেনা হয়ে, আমারি সমুখে,
 পালাইস্ তোবা ভয় পেয়ে বুকে ?
 ছি ছি, কি সরম, কি বলিবে লোকে ।
 কি বলিবে এই ত্রিপুরাসুর ।
 এত ভীক তোবা—এত কাপুরুষ ?
 রণে ভঙ্গ দিয়া বাড়ালি পৌকষ ?
 হাসিবে ভুলোক, হাসিবে ত্রিদশ,
 সমুখ হইতে হয়ে যা দূব ।

৮

“যে কৰ্ম করিলি, প্রতিফল তার
 অচিবে পাইবি ; কমা নাই আর ;
 শিব-অভিশাপ লভেব সাধ্য কার ?

বঙ্গতে তোদেব জনম হবে,
বান্ধালী হইবি—হীন বল হ'বি—
নত হয়ে শত্রু-পদাঘাত স'বি—
অধীনতা-ভার শিরোপবে ব'বি—

* * *

ভীক, কাপুরুষ, সকলে কবে ।

ভূতলে বান্ধালী অধম জাতি ।

১

ববির কিবণে, চাঁদেব কিরণে,
আঁধারে আলিষা মোমেব বাতি,
সবে উচ্চ ববে যারে তারে কবে ;—

ভূতলে বান্ধালী অধম জাতি ।

২

যদি বল, কেন বল হে এমন ?
কেন বলি ?—তার আছে যে কাবণ,
কোন্ জাতি বল, এদেব মতন

অলসতা-পাঁকে ডুবিয়া রয় ?

কোন্ জাতি, ছাড়ি বাণিজ্য ব্যবসা,
ঘৃণিত দাসত্বে করে রে ভরসা,
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা,

শির পাতি পর-পাছকা বয় ?

৩

শত্রু দেয় গালি, লয় কব পাতি,
 শত্রু মাবে লাখি,—পেতে দেয় ছাতি,
 পব-পদ সেবা কবি দিবা বাতি

কোন্ জাতি কবে জীবন ক্ষয় ?
 কোন্ জাতি, বল, বান্দালীব মত,
 ভালবাসে হ'তে পর-পদানত,
 কলুষিত কবি জীবনেব ব্রত,
 পাশব জীবনে স্মৃতিত হয় ?

৪

বনের বরাহ সেও স্মৃতি থাকে,
 স্বাধীন করিয়া বাখে আপনাকে,
 জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে
 হইতে দেয় না জীবন প্রভু ।
 নব জিলঙেব অনভ্য জাতিবা,
 (অসভ্য কে বলে ?—সুসভ্য তাহা বা)
 তাঁদের জীবনে স্বাধীনতা-হীবা,
 পব-পদ পূজা করে না কভু ।

৫

কিন্তু হায় হায়, কি লজ্জার কথা !
 বান্দালীব স্মৃতি দেহের কীণতা,
 বান্দালীব স্মৃতি মনের হীনতা,

বাঙ্গালী-জীবন কলঙ্কময় ।
 বাঙ্গালী জাতিই বিহীন ভরসা,
 তাই ইহাদের এত ছবদশা ,
 এদের মতন কুকাজে লালসা
 কাদেব ? এহেতু বলিতে হয়,—

৬

ববিব কিবণে, চাঁদেব কিবণে,
 আঁধাবে জালিয়া মোমের বাতি ,
 সবে উচ্চ ববে, যাবে তারে কবে,—
 ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

৭

একতা এদেব অগুমাত্র নাই ;
 তা যদি থাকিত, তা হলে সদাই
 এ জাতিবে কেন দেখিবারে পাই
 গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত ?
 একতা নহিলে কিছুই হয় না,
 একতা নহিলে শক্তি বয় না,
 একতা হইলে হৃদয় সয় না
 শত্রু-পদাঘাত হইয়া নত !

৮

একটা যবন যদি রেগে উঠে,
 শতটা বাঙ্গালী শ্রাণ ভরে ছোটে ;

ঘুসিব প্রহাবে ভূমিতলে লোটে,
 ‘দেবে জল’ বলি কাতব হয় ।
 জনেক বাঙ্গালী যদি মাঝে পায় ।
 শতেক বাঙ্গালী দেখি হাসে তায়,
 শত্রু-পালিগুলো লাগে সুখাপ্রায়,
 চোকে কাণে মনে অন্য’সে সয় ।

৯

এবাই আবার বড হ’তে চায় ।
 জ্ঞানাকি যেন বে বিধু ছুঁতে ধায় ।
 এবাই আবার গলা ছেড়ে গায়,—
 উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব’লে ।
 এবাই আবার লেখনী চালায় ।
 এবাই আবার হুঁসুবি ফলায় ।
 এবাই আবার সুসভ্য বলায় ।
 গববে ভূতল কাঁপায়ে চলে ।

১০

সাধে কি বলি
 ববিব কিরণে, চাঁদের কিরণে,
 আঁধারে আলিয়া মোমের বাতি,
 সবে উচ্চ রবে যারে তাবে কবে ;—
 ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

১১

গিয়া দেখ দেখি অর্ণবের কূলে,
কত জলখানে শ্বেত পাল ভূলে,
সাহসিক চিতে ভয় ডব ভূলে,
বিদেশীবা চলে ব্যবসা তরে।
অন্ত দূবে যাক্, ভাবত-গবিমা
বোম্বায়েব দেখ বাণিজ্য মহিমা,
বাঙ্গালীবা তার যেঁসে না ত্রিসীমা,
অথচ উন্নতি-গবব কবে!

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালীব আছে,
অবিদ্যা এবে তা বাণিজ্যেব কাছে,
অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তার পাছে,
বাঙ্গালা বোম্বাই প্রমাণ তাব।
তবুও বাঙ্গালী—অসার বাঙ্গালী।—
(সাধে নিন্দা করি ?—সাধে দেই গালি ?)
বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি
বুথায় বহিয়া আলস্য-ভার!

১৩

চেয়ে দেখ দেখি ইংলণ্ডের পানে,
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে;
জয়ধ্বনি উঠে গগন-বিতানে,

ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে ;
 ইংলণ্ড-শাসন দূর্বপ্রসারিত,
 ক্ষণ তরে ববি হয় না স্তমিত,
 যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত,
 বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে ।

১৪

কি ছিল ইংরাজ, জান তো সকলে,
 চাকিত শরীর গাছের বাকলে,
 অসভ্যেব শেষ আছিল ভূতলে,
 কাঁচা মাস খেতো, পূজিত ভূত ;
 সেই জাতি এবে বাগিজ্যের বলে,
 উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,
 প্রকাশ কবেছে খ্যাতি ধবাতলে,
 সাহসেতে যেন শমন-দূত ।

১৫

বাগিজ্যের বলে, কে না জানে বল ?
 করেছে ভারতে নিজ পদতল ।
 বাগিজ্যেব বলে বাঙ্গালী সকল
 ‘নেটিব নিগার’ ওদেব কাছে ।
 বাগিজ্য-প্রসাদে, দেখ না চাহিয়া,
 ‘কল বিটনীয়া’ গগন ছাইয়া,
 ছাড়িছে হুকার ঘোর গরজিয়া ;
 কি আর ক্ষমতা এ হ’তে আছে ?

১৬

অনুকৃতি প্রিয় বাঙ্গালী না কি ?
 'না কি' কেন ?—তার কি আছে বাকী ?
 পিতৃপিতামহে দিয়াছে ফাঁকি !
 বিলাতী ব্যভারে উঠেছে মাতি ।
 বিলাতী আসন, বিলাতী বাসন,
 বিলাতী অশন, বিলাতী বসন,
 সকলি বিলাতী, বাঙ্গালী এখন,—
 খেতে ভালবাসে বিলাতী লাথি !!

১৭

অনুকরণেতে এত যদি আশ,
 অনুকরণেতে কাটে বার মাস ;
 অনুকরণেতে বক্ত হাড় মাস
 বাঙ্গালী জাতির গিয়াছে মিশে ।
 তবে কেন আজো আছে ঘুমাইয়া ?
 আলস্ত-শরন এখনি ত্যজিয়া,
 ইংবাজ জাতির নিকটে যাইয়া,
 বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে ?

১৮

হেন অনুকৃতি—অনুকৃতি-সার—
 ত্যজিয়া বাঙ্গালী, অনুকৃতি হার
 ভালবাসে ! হি ছি, এ কি রে বিচার !

বাঙ্গালীৰ এ কি বিচিত্র মতি ।
 বিদ্যা শিক্ষা বুঝি দাসত্বেব তবে ?
 আজীবন বুঝি পূজিতে অপরে,
 নিশি জাগি মজ্জা আলোড়ন করে
 ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি ;

২০

ববির কিবণে, চাঁদের কিবণে,
 আঁধাবে আগিয়া মোমেব বাতি,
 সবে উচ্চ ববে যাবে তাবে কবে,—
 ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

২১

বাঙ্গালী ভাষারা । কবি নিবেদন,
 যোডকবে বন্দি ও রাঙ্গা চবণ !
 যা কিছু বলিহু—ভালরি কারণ,
 ভাবি দেখ মনে, কবো না বাগ ।
 বাগ তো কর না দাসত্ব কবিত্তে,
 বাগ তো কর না নিগাব হইতে,
 পাছকা বহিত্তে, অধীন রহিত্তে
 হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ !

২২

এ সব করিতে রাগ যদি নাই ।
 আমার কথায় রেগো না—দোহাই !

বাড়িবে কলঙ্ক স্নানো তা হ'লে ।
 যদি ভাল চাও—বাণিজ্যেতে যাও,
 ইংবাজের মত ক্ষমতা দেখাও,
 বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,
 দেশী জলযানে পতাকা উড়াও,
 নিজ্জীব জদধে সাহস জড়াও,
 মন বিহগেবে একতা পড়াও,
 তা হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,
 গণনীয় হবে ধবণীতলে ।

২৩

নতুবা—
 ববিব কিবণে, চাঁদেব কিবণে,
 আঁধারে আলিয়া মোমেব বাতি,
 সবে উচ্চ ববে যারে তাবে কবে,—
 ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি ।

প্রিয়তমা হাসিল !

১

সঙ্গে লয়ে প্রেয়সীবে বসিহু সরসি-ভীরে,
 নোঙায়ে বদন প্রিয়া সর-নীর দেখিল ;
 সুবিমল জল'পবি, মনোহর রূপ ধরি

প্রেমসীব অঁখি-ছায়া ছলি ছলি ভাসিল ।
 হেবি সে ছায়াব কান্তি, হইল আমাব ভ্রান্তি,
 ভাবিলাম, ইন্দীবর ছাট বৃষ্টি ফুটিল,
 প্রেমসীরে দিব তুলি, প্রেমসী যাইবে তুলি,
 অন্তরে এ আশা-বীচি নাচি নাচি উঠিল !
 কবি ভায় দৃষ্টিপাত, সলিলে বাডানু হাত,
 কোথায় সে ইন্দীবর !—জলে হাত ডুবিল !
 নিরখিয়া বঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল !

২

যেমন হাসিল প্রিয়া, অমনি বাহাব দিয়া,
 স্নগুভ্র দশন-ছায়া পুন জলে ভাসিল ;
 নব কুন্দ ফুলগুলি ভাসি যায় ছলি ছলি,
 ভ্রমজাত চিন্তা হেন পুন মনে আসিল ।
 সাবধানে ধীরে ধীরে, আবার সবসি-নীরে
 বাড়াইলু কব—পুন জলে হাত ডুবিল ।
 নিরখিয়া বঙ্গ মোব প্রিয়তমা হাসিল ।

ছুইখানি চিত্রপট ।

১

কে বে সেই চিত্রকর, জান কি তাহার ?
 এ ছুখানি চিত্রপটে, যাহার ক্রমতা রটে,
 জান কি সে পটু পটৌ নিবলে কোথায় ?

এই দেখ, ছুই খানি (মনে হেন অল্পমানি)
 ছবি সম ছবি আর নাহি রে ধবায় ।
 বাহবা সে চিত্রকবে, যাহার বিচিত্র করে
 প্রস্তুত এ চিত্র ছুটি ;—সাবাস্ তাহার !

২

প্রথম আলেখ্যখানি দেখি কান্না পায় ।
 একটি রমণী বসি, প্রভাতের পূর্ণশশী
 যেন রে প'ড়েছে বসি মলিন বিভার ।
 কখু কখু কেশগুলি পড়েছে নিতম্বে ঝুলি,
 চুসিবা ধরণী-ধূলি চবণে লুটাব !
 অবিবল অশ্রুবাণি ঝরিতেছে সারি সারি,
 হৃদয় প্লাবিত কবি, গড়াইরা যায় ।
 বদনে বিষাদ মাখা, বাক্য বিধু যেন ঢাকা
 বরষাব গাঢ়তব জলদেব গায় ,
 অথবা কে যেন ভুলি, বাশি রাশি মসী গুলি,
 প্রফুল্ল কমল তুলি, ডুবায়ৈছে তার !
 মলিন বসন পরা, করিতে কপোল ধরা,
 যেন রে জীয়ন্তে মরা,—এমনি দেখায় !
 বসি অর্দ্ধহেলাভাবে, কত কি যেন রে ভাবে,
 জানিয়াছি অল্পভাবে নিরাধি উহার !
 শরীবে নাহিকো ভূবা, নিশি শেষে যেন উবা,
 নক্ষত্রভরণখস্মা আলিয়া ঝাড়ায় !

অথবা কুসুমগুলি লতিকা হইতে তুলি
 লইলে লতাবে, হায়, যেমতি দেখায ।
 বঙ্গগীব তিন ধাবে, সফেণ তরঙ্গহাবে
 চিত্রিত জলধি-জল উথলিয়া যায়,
 রঙ্গগীব হুখে যেন (মনে অনুমানি হেন)
 আকুল লহবীগুলি সলিলে গড়ায় ।
 ঐ দেখ আর পাশে, চূড়া তুলি নীলাকাশে
 দাঁডায়ে ভুধর এক, মেঘ সম কায়,
 গড়িছে তুবার ঝবি, কামিনীর হুখ স্রবি,
 কাঁদিয়া অচল যেন লোচন ভাসায় ।
 কে বে সেই চিত্রকর, যাহাব বিচিত্র কব
 এ বিষাদময়ী ছবি আঁকিয়া কাঁদায় ?
 কি বকম বঙ দিয়ে, কি রকম তুদী নিষে,
 এ বকম নাবী আঁকি বিবাদে ডুবায় ?

৩

দ্বিতীয় আলেখ্যখানি দেখিতে নূতন ।—
 এখানিতে অন্ততব, সুসজ্জিত কলেবব,
 ভাসিছে হবষে এক রঙ্গগী-বতন ।
 আগেকাব আলেখ্যেতে, দেখিলাম নয়নেতে,
 বিবস-বদন বালা করিছে রোদন ;
 এখানিতে বিপরীত, চিত্রকর হয়ে প্রীত,
 দিয়াছে বদনে এর হাসি সুশোভন ।

এঁকেছে যতন ক'বে, রঙের তুলিকা ধ'বে,
 বঞ্জিল কবেছে এবে মনের মতন,
 উজ্জল হীরাব পাবা বজ্রনীব শুক তাবা
 দিবা যেন গঠিবাছে যুগল নয়ন।
 নিটোল কপোল ছুটি, কাশ্মীরী গোলাপ ফুটি
 আছে যেন ভূলাবারে অলিকুল-মন;
 সঙ্কোচিত কেশগুলি মৃদল মৃদল ছলি,
 কপালে কপোলে খেলে, সোণাব ববণ!
 ফুলেব মুকুট শিবে, কলিগুলি ধীবে ধীরে
 টলে যেন, পাশে অলি কবে গুঞ্জবণ;
 কবেতে গোলাপ ফুল, কাণে মুকুতাব ছল,
 গলে গজমতি-হাব অমূল্য বতন।
 গববেতে দাঁড়াইয়ে, নিজ রূপ নিবধিরে,
 আপনা আপনি যেন স্নেহে নিমগন।
 বিবলে সে চিত্রকব'হইয়ে যতনপর,
 এঁকেছে এ নারী-চিত্র—বিচিত্র—নূতন!
 এ নারীর চারিপাশে, সাগরে বরফ ভাসে,
 যেন রে জলধি হাসে, স্তম্ভ দর্শন!
 চিত্রকর তুলী ধ'রে, এঁকেছে যতন ক'রে
 ক্ষুদ্র বীপ, তছপবে এ নারী-বতন!
 "আর আর অলঙ্কার দিরাছে আলেখ্যাকাব
 এ নারীর কলেবরে; তেমন ভূষণ

খুঁজিলে পৃথিবীময়, কোথাও পাবাব নয়,
 এখন সে ভূষা এব শরীরশোভন ।
 আগের যে নাবী ছবি, তাবি এ ভূষণ সব,
 খুলি চিত্রকব এবে কবেছে অর্পণ ।”
 এ কথা কে যেন মোরে, অতীব কাতর স্ববে
 বলিতেছে কাণে কাণে ; নহে বে স্বপন ।
 এ নারী দেখিতে বেশ, নূতন ভূষণ বেশ—
 নূতন গৌববমাথা—নূতন যৌবন,
 সকলি নূতন পেয়ে, নূতন চাহনি চেরে,
 নূতন অমৃত সরে যেন বে মগন ।

৪

কিন্তু বড় হুঃখ হব, প’টো কি বে নিবদয়,
 একটি ছবিব খুলে অঙ্ক-আভরণ,
 অস্ত্রটিবে সযতনে, বিজনে অনন্তমনে,
 নূতন নূতন কবি সাজায় এমন ?
 প্রথম আলোখ্যাটিবে হেবি ভাসি অশ্রুণীরে,
 চিতেবে বিবাদ আসি করে আক্রমণ ;
 দ্বিতীয় রমণী মূর্তি হেরি কিছু হয় ক্ষুণ্ণি,
 কিন্তু অববিকারীর গণ্ড-জীবন !
 প্রথম আলোখ্যা থেকে, ভাল ভূষা দেখে দেখে,
 একে একে চিত্রকর করিয়া মোচন,
 বহিও দ্বিরেছে এরে, তবুও বলিবে কে রে

প্রথম ছবিব চেয়ে এ ছবি শোভন ?
 ববিব কিবণ লবে, চন্দ্রমা উজ্জ্বল হয়ে,
 ববিবে হারাতে কই, পাবে কি কখন ?
 যে প'টোব এই ছবি, তাঁহাবি চন্দ্রমা ববি,
 তিনিই জানেন এব নিগূঢ় কারণ ।
 তাঁহাবি সে কব হ'তে ভাসিছে কালের স্রোতে
 এ দুখানি চিত্রপট ' জানিহু এখন,—
 ভাবত প্রথম পটে, ইংলণ্ড দ্বিতীয়ে বটে,
 কাঁদে এক হাসে আব প'টোব ঘটন ।
 আবো কি হইবে পবে, কে জানে কাবণ ?

ব্রিটিশ কীর্তি ।

১

ব্রিটন । তোমাব মনেব বাসনা
 ক্রমে পূবাইছ, বাকি কি বলনা ?
 ভারতজননী স্বাধীনা ললনা
 তোমার শাসনে শাসিত ক্রমে ।
 ফিকিবে চতুর তোমাব মতন
 কে আছ জগতে ? দেখি না তেমন ;
 কাঁকি দিয়ে শুধু স্বকীয় শাসন
 স্থাপিত করিলে ভারত ভূমে ।

২

পলাশীব কথা সকলেবি মনে
 আঁকা আছে, নাহি যাবে কোনক্রমে,
 সম্বন্ধ যদি শবীব জীবনে,
 পলাশীর কথা জাগিয়া রবে।
 অযোধ্যাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
 পঞ্জাবাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
 আবো কত কথা—কেহ ভুলিবে না,
 চিবকাল মনে জাগিয়া ববে।

৩

এবাব আবার ববদাভিনয়
 জগতবাসীব নয়নে উদয়,
 ইংবাজেব ইহা কীর্তি স্মৃনিশ্চয়,
 যশের পতাকা উড়িল পুন!
 জয় জয় জয়, বুটনের জয়,
 ন্যায়পরতাব স্মৃন্ম পরিচয়,
 বিচিত্র বিচার, খ্যাতি দেশময়,
 গাও সবে শ্বেত জাতির গুণ!

৪

মলহর রাও বরদা-ভূপাল,
 এত দিনে তাঁর পুড়িল কপাল,
 বর্ষচ্যুত হয়ে দেখিছে পাতাল,

চৌদিক ভীষণ আঁধাবময় !

ইংবাজ জাতির এ এক সততা !

ভাবতেব প্রতি সরল মমতা !

এবি নাম বুঝি বাজাব ক্ষমতা ?

এবেই বুঝিরে মহত্ব কয় ?

৫

কোথা সিংহাসন ! কোথা বাজ্যসুখ !

কোথা প্রিয় জন পবিজন মুখ !

বিষাদিত মন, বিষম অসুখ

যেবিষাছে এবে ববদানাথে !

ভাঙ্গিয়াছে চিব সূত্রেব স্বপন,

অস্তমিত বাজ-গোবব-তপন,

সমুদিত শোক-জ্বলদ ভীষণ,

অপমান-বাজ পড়েছে মাথে !

৬

বরদাপতির এ দশা নেহাবি,

কোন্ ভারতীয় নয়নেব বাবি

নাহি ফেলে ? হায, হৃদয় বিদারি,

এ বিপদ-শেল বাজে না কায় ?

ভারত-শোণিত যাদেব শরীবে

এখনো বহিছে অতি ধীবে ধীরে,

ঐ দেখ, তারা নয়নের নীরে

ভাসিয়া ভাসিয়া কাঁদিয়া যায় !

৭

ভাবত-কুমার ববদা-ভূপতি
 বিদ্রোহী কভু কি খেতাস্নের প্রতি ?
 তবে কেন তাঁর এ ছুখ, হুর্গতি,
 এত অপমান কিসেব তবে ?
 অপরাধী বাও বিষদান-দোষে,
 ধার্মিক ফেবাব এ কথা নির্দোষে ।
 তাই মলহব বৃটনেব বোষে
 পড়েছে, এ কথা সকল ঘবে ।

৮

বিশ্বাস না হয় এ কথা শুনিলে,
 কেন দিবে বিষ পানীয় সলিলে ?
 নিদ্রায় বিধাতা বিমুখ হইলে,
 অপরাধী হয় নিবপরাধী ।
 তা নহিলে ক্রুশে যীশুব জীবন
 বিনা দোষে কভু হ'ত কি নিধন ?
 রাঘবেব শবে বালীর পতন
 বিনা দোষে । পোড়া বিধিব বিধি ।

৯

বিনা দোষে নলে কলি ছুরাচার
 পাঠাইল বনে করি কুবিচার,
 দিল কত ছুখ পিশাচ চান্দাব !

এ ভাবতী আছে ভারতে লেখা ,
ফেরেবী ফেযাব (হেন বোধ হয়)
বিনা দোষে হযে নিদয় হৃদয়,
একেবাবে ভুলি ধবমেব ভয়,
রসনাবে কবি কলঙ্ক মাখা,

১০

তেমতি নির্দোষী বরদাপতিরে
ফেলিল অচিবে শোক-সিঙ্কু-নীরে,
গেল সিংহাসন । গেল কীরিটিবে ।

মহাবাজ নাম গেল রে ঘুচে !
বাজস্ব বিশাল, সোণার সংসাব,
সেনা অগণন, তুরঙ্গ সোয়াব,
কমলা-নিবাস ধনেব আগাব,
বরদা-বাজেব গেল রে ঘুচে !

১১

সামান্ধ কয়েদী ভূপাল এখন,
এ হ'তে বিপদ কি আছে এমন ?
রাখিত হৃদয়ে বাঁরে সিংহাসন,
কারাবাসে বাস এখন তাঁর !
শত শত দেশ হুকুমে বাঁহার
নোঙাইত শির, করে তলবার,

তোপেব আওলাজ হ'ত বাবে বার,
হাব বে, সে সব নাহিক আব !

১২

যে জাতির কবে স্বচ-কুল-বাণী
সুকুমাবী মেবী, নিবপবাধিনী,
হইল নিহত !—ছুথের কাহিনী ।

শোকে অশ্রুধাবা ধরে না কাব ?
সে জাতিব কবে, বিচিত্র কি তাষ,
বিনা দোষে, আহা, মলহব বায়,
এ হেন বিষম ভীষণ দশায়
হইবে পতিত, বাকী কি তার ?

১৩

চির পবাধীনি ভাবতজননি,
পোহাল না তব ছুথের বজ্রনী !
আশা ছিল পুন সুখ-দিনমণি
উদয় হইবে উজ্জল কবে,
ছিল বড সাধ,—ইংরাজের গুণে
উঠি তুমি নব উন্নতি-সোপানে,
গণনীয়া হবে ধরা-নিকেতনে,
ভাসিয়া বেড়াবে সুখেব সরে ।

১৪

সে আশা বিফল, কুফল কলিল ;
খেতাদ জাতিরা * * *

* * * * *
 * * * * * মাধা,
 শতাব্দিক বর্ষ হস্বে গেল পাব,
 বাকি কি এখনো নিদর্শন তাব ?
 হস্বে গেছে কত ভীষণ ব্যাপাব ।
 ভাবত-ললাটে আছে তা লেখা ।

১৫

ববদাব দশা সে লেখাব গায়
 লিখিত হইল গবল-লেখায় ।
 ইংবাজ জাতিব সুবিচার তায়
 প্রমাণ দিতেছে, বিশেষকূপে ।
 হা ববদা ! তব অদোষ কপালে,
 কে জানে এ দশা ঘটবে অকালে ।
 কেই বা জানে গো তোমাব ভূপালে
 ডুবিতে হইবে দুখের কূপে ।

১৬

মিত্র-বাজ্যপতি মিত্রবাজ প্রতি,
 ইংবাজেব কি এ মিত্রতাব বীতি ?
 এ মিত্রতা কভু নিখিল জগতী
 ক্ষণকাল তবে ভুলিবে নাই ।
 পায়ণ-অঙ্কিত দাগের মতন,
 এ মিত্রতা আঁকা ববে চিরন্তন,

যত দিন ববে চন্দ্রমা তপন,
এ মিত্রতা কেহ ভুলিবে নাই ।

১৭

ইংবাজ জাতিবে ববদা-রাজন,
সরল হৃদয়ে ভাবিত আপন,
তাহাবি উপবে এই আচরণ ?
বৃটিশ মহত্ত্ব এবেই বলে ?
অধীন ব'লে কি ভারতবাসীবা,
বা খুসী তা করে শ্বেতাঙ্গ জাতিরা ?
অনুগত জনে প্রপীড়িত কবা
মহিমা গবিমা ধবলী তলে ?

১৮

ইংলণ্ডেশ্ববি । দুবে আছ তুমি,
তোমাব অধীনী এ ভারতভূমি
কতই কাতব দিবস যামিনী,
তুমি ত, জননি, দেখ না চেষে ।

* * * ইংবাজ নিকবে
পাঠাও, জননি, ভাবত ভিতরে,
তাদের পীড়নে কাঁদে উচ্চ স্বরে
ভাবতবাসীবা ব্যাকুল হয়ে !

১৯

তোমা হেন বালী থাকিতে, জননি,
ভারতের হৃৎকবে কি এসনি ?

আকাশ ভেদিয়া বোদনেব ধ্বনি

ভারতবাসীর আছো উঠিবে ?

* * * মত এক এক জন

এখনো এসে কি করিবে পীড়ন ?

তোমাব শাসিত ভাবত-জীবন,

তবু হুধ তাব নাহি ঘুচিবে ?

২০

এখনো যদি না ক্লুপা দৃষ্টে চাও,

এখনো যদি মা * * * পাঠাও,

তা হ'লে বিদায় এখনি মা দাও

কাতব ভারতবাসী নিচষে !

তব রাজ্য ছাড়ি চ'লে যা'ক বনে,

পূর্ব সুখ স্ববি ভাসুক রোদনে,

এ হ'তে তা ভাল, কি ফল জীবনে ?

কি ফল নিযত পীড়ন সবে ?

বিদায় ।

১

সখা ব'লে মনে রে'খ, সখা হে, আমার !

তোমারি অধীন আমি, জানেন অন্তবধামী,

অধীনে ভুল না, ভাই, জানাই তোমার !

ছুজনে শৈশব বেলা, মিলিয়ে ক'বেছি খেলা,
 খেয়েছি, শুয়েছি দৌঁহে আমোদে মাতিয়ে,
 কতই নেচেছি বিধু আকাশে দেখিয়ে ।

২

উপবনে ছুঁজনে করেছি ভ্রমণ ।
 বিবিধ কুসুম তুলি, করিয়াছি ফেলাফেলি,
 গাঁথিবে ললিত হাব পবেছি ছুজনে ।
 কত কথা কয়ে কয়ে, ভ্রমণে ক্লেশিত হুঁষে,
 অসুখনিবারী সেই অশোক-তলায়
 বসিতাম, মনে আছে, ধবিয়ে গলাঘ ?

৩

প্রদোষে প্রকৃতি-শোভা হেবিবার তবে,
 যেতাম তটিনী-তীরে, সহবসে ধীরে ধীরে,
 দেখিতাম কত কি যে ছনয়ন ভ'বে ।
 কৌতুকে কখনো মেতে, ছুজনে নিদাঘ-রেতে
 ভ্রমিতাম, হেরিতাম স্থির চাবিধার ;
 কি যে সুখ হ'ত, মনে আছে কি তোমার ?

৪

জীব নীব এক সাথে করি দর্শন
 ভাবিতাম মনে মনে, চিরকাল ছুঁজনে
 এইরূপে এক সাথে কবিব যাপন ।
 কিন্তু আগাদোষে, হায়, এবে তা যাপনপ্রায়,

বান্ধব-বিবাহ এবে বিধির লিখন,
কে জানে এ অভাগাব ঘটিবে এমন !

৫

আগেব সে কথাগুলি মানসে আমাব
জাগিতেছে একে একে, জলিতেছে থেকে থেকে
ভাবি-বিরহেব শিখা হৃদয় মাঝাব ।
ভ্রমে যা ভাবিনে, ভাই, ঘটিব কপালে তাই,
আমাবে ছাড়িয়ে যাবে জলধিব পার ,
তুমি কোথা—আমি কোথা রহিব এবাব ।

৬

জীবনের প্রিয়সখা । আজ এই শেষ দেখা,
বেঁচে যদি থাকি তবে দেখা পাব ফের ,
নতুবা জনমশোধ, হেন মনে হয় বোধ,—
এই দেখা শেষ দেখা মম জনমের !
বিবি যদি করে পুন দয়া বরষণ,
তব সনে হবে তবে আবার মিলন ।

৭

কালের বিচিত্র গতি কখন কি হয়,
কিঘটিবে পবক্ষণে, কে পারে জানিতে মনে ?
কে জানে এমন হব আমরা উভয় ?
কালের বিচিত্র গতি কখন কি হয় ;
বিশেষ প্রমাণ আজ পেলাম নিশ্চয় !

৮

যেমতি কুসুম ছুটি শ্রোতে ভাসি যার,
 গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি, পুন পুন দেখাদেখি,
 লহবী-লীলায় লীলা কবে হুজনায ।
 মনে ভাবে, হুইজনে, ববে সদা একসনে,
 কিঙ্ক তা বিফল, যবে রোষে প্রভঞ্জন,
 বিষম বিবহ—ভাঙ্গে স্থখের মিলন ।

৯

তোমায আমায়, সখা, তেমতি হুজন
 এতকাল একসাথে, ছিন্ন স্থখে দিনে রাতে,
 ভাবিতাম চির দিন বহিব এমন ।
 হায়, তা হইল কৈ ? সময়-সমীব ঐ
 অদৃশে লহবী তুলি দূবে ভাসাইল,
 আশৈশব প্রণয়েব বিরহ ঘটিল ।

১০

বিলাতে যাইবে তুমি বিদ্যার কারণ,
 জনম-ভূমিরে ছাড়ি, গিন্ন পবিজন বাড়ী,
 সরল প্রণয়াদীন সখা যত জন ।
 কিছু তায় নাই ক্ষতি, বরঞ্চ আহ্লাদ জতি,
 জীবন করুন, তুমি নিরাপদে যাও;
 বিদ্যান হইবে স্থখে জীবন কাটাও ।

১১

কিন্তু গোটাকত কথা কহিব তোমায,
বান্ধবেব কথা ব'লে, বেখো তা মনেব কোলে,
তুমি না হইলে তাহা কহিব কাহায ?
সাগবেবে পবিহবি, পোত হ'তে অবতবি,
জনম-ভূমিবে যেন ভুলিও না, ভাই ।
ভাবতেব দুখ মনে ভাবিও নদাই ।

১২

অবিবত কষদিন জাহাজ ভিতবে
অবিচ্ছেদে যাবে তুমি, না পাবে দেখিতে ভূমি,
দেখিবে কেবল স্তম্ভ অনন্ত সাগবে ।
কিবা দিবা, কিবা নিশি, দেখিবে নীলাশ্ববাশি,
সে নীলাশ্ব ভাবিও না সাধাবণ জল,
ভাবতেব অশ্রু ব'লে ভে'ব অবিবল ।

১৩

তা হ'লে কতক তুমি বুঝিবে তখন,
ভাবতেব দুখ কত, কত শোকে অশ্রু অত
গভীর সাগর-গর্ভ কবেছে পূবণ
বুঝিবে তখন তুমি, অধীনী ভাবতভূমি
কোমল হৃদয়ে, হাব, কত জ্বালা সর ।
দিবা বাতি হীনভাতি, ক্ষীণা অতিশয় !

১৪

বিলাতে যেতেছ তুমি, ভারত-তনয়,
দেখিও ভুল না যেন, স্বচক্ষে দেখিছ হেন
জননীৰ মনোহুখ—মনে যেন বয়।
পুত্রের উচিত যাহা, অবশ্য করিও তাহা ;
প্রাণ মন পণ করি কবিও পালন
পুত্রের উচিত কাজ, ক'ব না হেলন ।

১৫

মহাবাগী ভিক্টোবিষা ভাবত-ঈশ্বরী,
অধুনা ভাবত যাঁব সহিছে শাসন ভাব,
ভাবতেব দুখ তাঁবে কহিও বিবরি।
অসংখ্য ভাবতবাসী ফেলিতেছে অশ্রু রাশি
পীড়নে পীড়িত হয়ে দিবস শরীরী,
কহিও তাদেবো দুখ রাগীরে বিবরি ।

১৬

ভাবতেব প্রিয় বন্ধু কসেট সুজন,
যিনি ভাবতের তরে, মন প্রাণ পণ ক'রে,
কবিছেন পবিত্রন ; কে আছে ডেমন ?
আমাদের দুখগুলি, কয়ো তাঁরে বোলাখুলি,
ভাবত-মায়ের এই যাতনা ভীষণ
ব'ল তাঁকে, প্রিয় সখা, ভুল না যেন ।

১৭

কেন এত বলিলাম ? আছে হে কারণ ;
বন্ধু ব'লে এত কথা, নতুবা কি মাথাব্যথা ?
কেন বা বলিব এত ? কিবা প্রয়োজন ?
বন্ধু-অনুবোধ রে'খ, দে'খ, ভাই, দে'খ দে'খ,
ভুল না এ কটি কথা—ভুল না কখন ;
ভারত-হৃদশা যেন থাকে হে শ্রবণ !

১৮ •

এদেশীয় যত জন বিলাতে গিয়াছে ;
যাইয়ে আবাব যারা ফিরি আসিয়াছে ;
তাদের হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই,
যেমন ভারত, হায়, তাই বহিয়াছে !
কোথা তাবা ফিরি আসি, ভারতের ছুখরাশি
নাশিতে করিবে ব্রত যতন সহিত ,
তা না হয়ে, একি হায়, দেখি বিপরীত !

১৯

বিলাতে যাবাব কালে কবে তাবা পণ,
নাশিবে দেশের ছুখ, উজ্জল করিবে মুখ
স্বজাতির, কভু তার হবে না লঙ্ঘন,
“শরীর পতন কিম্বা প্রতিজ্ঞা পূরণ ।”
কিন্তু দেশে ফিবে এসে, দেখা দেয় অন্য বেশে,
সে যেন সে নহে—নহে ভারত-কুমার,
বিলাতের হাওয়া মেগে বিলাতী ব্যভার ।

২০

বিলাতেব মাটি বুঝি ইন্দ্রজালময় ।
 এদেশীবা তথা গিয়ে, বিলাতী মৃত্তিকা ছুঁয়ে,
 স্বজাতীৰ স্নেহ মায়া তাই ভুলে বয় ।
 দেখিয়ে দেশেব ছুথ, তাদের পাষণ বুক,
 ক্ষণেকেব তবে, হায়, নবম না হয় ।
 ‘বিলাতে শিক্ষাব ফল’ এবেই কি কয় ?

২১

তাই বলি, দে’খ ভাই, তাদের মতন,
 যেন হে তোমাবো মন, নাহি হয় কদাচন,
 তাব চেষে দেশে থাক দেশেব বতন ।
 যাইবে সাগব-পাব, ভাবতেব দুখভাব
 কণামাত্র যদিও হে না কব মোচন,
 তা হ’লে কি লাভ কবি বিলাত গমন ?
 যদি বল, নিজে তুমি বিদ্বান্ হইবে,
 তাব চেয়ে মুর্থ ভাল কেই না কহিবে ?

 স্মৃতি ।

১

স্মৃতি গো, যখন আমি সংসার-ভাবনা
 পবিহারি, নিরঞ্জে নিবসি নিশ্চিন্ত মনে

কবিতে তোমাব, দেবি, মানসে অর্চনা ,
জাগাও তখন তুমি বিগত ঘটনা ।
মনেব নয়ন খুলি, দেখাও ঘটনাগুলি,
একে একে কবি যবে অঙ্গুলি চালনা ;
তখন আমার চিত কভু প্রীত, কভু ভীত,
কখনো হুথিত, ভাবি সে সব ঘটনা !

২

পিতৃমাতৃহীন আমি বিধিবিভঞ্জে !
শৈশবে ছাড়িয়ে তাঁরা হন মম আঁখি-হাবা ;
আকুল জীবন এবে শোকেব জীবনে ।
কি স্থখ আমার, স্মৃতি এ ভব-ভবনে ?
বহুদিন গেল চ'লে, ভাসি আমি নেত্র-জলে,
তুমি পুন তাঁহাদিগে আনি দবশনে,
কাঁদাও অধিকতব, হৃদয় ব্যাকুল কর,
উথলে শোকেব সিদ্ধু নিশ্বাস গর্জ্জনে !

৩

মেহেব মূবতি মোর জনক জননী,
তোমার মায়াতে, স্মৃতি, দেখা দেন নিতি নিতি,
প্রীতি সহ শোক আসি আবরে অমনি ।
সে ভাব লিখিতে কভু পাবে কি লেখনী ?
যতক্ষণ তুমি থাক, তাঁদিগেও কাছে রাখ,
কিস্ত হার, মায়াবিনি, পালাও যেমনি,

তঁাৰাও তোমাৰ সনে, পাণী মোৰে ভাবি মনে,
চ'লে যান, কাঁদি একা—লুটাই ধবণী !

৪

আবাব কখনো তুমি দেখাও আমায়,
'শৈশব জীবন সম, ববিতলে অল্পপম,
কিছু নাই' সত্য কথা, মনেহ কি তায় ?
পাইলে শৈশবে, বল, অমরা কে চায় ?
শৈশবে যে কত সুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
সেই সুখ বর্ণনা তবু কভু কবা যায় ?
মানব-জীবনে যদি সুখ লিখে থাকে বিধি,
তবে সেই সুখ সুধু শৈশব দশায় ।

৫

সংসারের বিষময় ভাবি-চিন্তানল
জলে না তখন হুদে, সদাই আনন্দ-হুদে
সন্তবি, আনন্দময় নিখিল ভূতল !
সফল নয়নে হেবি সকলি সফল ।
পিতা মাতা সে সময়ে, স্নেহভবে কোলে লবে
মমতা করিয়ে মুখ চান্দ্র অবিরল ।
বালবন্ধুগণ সহ ধূলি খেলি অহবহ,
কোটে বে মানস-সবে আনন্দ-কমল !

৬

শৈশবে যে সুখ, আহা, সে সুখ সমান .
কি সুখ জগতে আব ? রাজার রাজত্ব ছার,

কিবা সুখ লভে, ছাই, বীবের পরাণ ?
 শৈশবেই কবে বিধি মহামগি দান ।
 শৈশাব যে সুখ আছে, সামান্য তাহাব কাছে
 যৌবনের সুখ—সে যে কলঙ্ক-নিশান ।
 সোণা সহ পিতলের প্রভেদ যেমতি ঢেব,
 শৈশব যৌবন সুখে তথা ব্যবধান ।

৭

স্বতি গো, এখন মোব এসেছে যৌবন ।
 বিচিত্র কালের খেলা, হাবাঘেছি ছেলেবেলা,
 এ জনমে—জন্মশোধ—পাব না কখন ।
 পিতল সম্বল এবে হারায় কাঞ্চন ।
 জানিতাম যদি আগে, যৌবনে জীবনে লাগে
 সংসাবেব বিষ-বাণ, তা হ'লে তখন,
 ছাড়ো-ছাড়ো-শৈশবেতে যত্ন করিতাম যেতে
 অদৃশ্যে শৈশব যথা কবে পলায়ন ।

৮

এখন সে আশা কবা নিশাব স্বপন !
 ছুটিলে ধনুর তীব, কেবে কি কিরায়ে শিব ?
 তাঁটাব প্রবাহ কবে উজ্জানে গমন ?
 কালের সাগর-গর্ভে ডুবেছে রতন ।
 কিন্তু, মায়াবিনি স্বতি, কেন তুমি নিতি নিতি,
 হাবানো সে ধনে এবে কর প্রদর্শন ?

শৈশব এখন, হায, মক-মবীচিকা প্রায়,
কেন দেখাইয়া কব অন্তব পীড়ন ?

৯

যাই হোক, একদিকে যেমন কাঁদাও,
তেমনি গো পক্ষান্তবে ভাসাও সুখেব সবে,
হাসাও বিষন্ন মুখ, হৃদয় নাচাও,
ভবিষ্য মুকুব যবে সমুখে দেখাও ।

আশা বে লইষে সাথে, কত কি যে দেখি তাতে,
তুমি পুন মাঝে মাঝে কটাক্ষেতে চাও ।
বঙ্গ আবো বাড়ি ওঠে, সুখেব তবঙ্গ ছোটে,
হোক বা না হোক, কিন্তু দেখায়ে ভুলাও ।

১০

স্মৃতি গো, আবার বলি, যদিও আমার
ভাবি-সুখ জলধিতে পাব তুমি ভাসাইতে,
তবুও ভাহাতে পুন ছুখ দেখা যায় !
সুখ হুঃখ দুই জনে দৌহার সহায় ।
ভাবী অন্ধকারময়, সুখ হুঃখ দুই বয়,
প্রকৃতির বিধি ইহা, অশ্রুতা কোথায় ?
একই জলধি-জল সুখা আব হলাহল
ধ'রেছিল, শশী অই কলঙ্ক সুখায় ।

১১

চমকে হৃদয়, স্মৃতি, আবার বখন,
দেখাও আমার তুমি ভীষণ নরক-ভূমি—

অনন্ত শোণিত-সিন্ধু কবিছে গর্জ্জন ,
তরুপরি দীপ্তশিখ ক্ষিপ্ত হতাশন ।
শাণিত প্রথব ধাব অস্ত্রবাশি সাবে সাব
ঝকিছে অনলে, বস্ত্র লোহিত বষণ !
বস্ত্রে ডুবি পাপী যত, অস্ত্রেতে হয়ে আহত,
দক্ষিণা হতাশে কবে হতাশে বোদন !—

১২

‘পবিত্রাহি পবিত্রাহি ।’ শব্দ শোনা যায়,
কিন্তু কে কবিরে জাগ, পাতকীবে দয়া দান,
যমেব নিয়মে হেন বিধান কোথায় ?
অনন্ত জীবনে শাজা অনন্ত তথায় ।
বক্ষাও হইবে ধ্বংস, মবিবে জাতব বংশ
কোটি কোটি কোটি বাব অসংখ্য সংখ্যায়,
পুন কোটি কোটি বাব, সৃষ্টি হবে সবাকাব ;
কিন্তু রে পাপীব শান্তি অনন্ত অক্ষয় ।

১৩

পাপী দণ্ডিবাব সেই নবক ভীষণ
দেখাও আমাবে যবে , অতীব কাতব ববে
কেঁদে উঠি—আশঙ্কায় শশঙ্কিত মন ।
মহাপাপী, স্মৃতি, আমি—কে আছে তেমন ?
যা হোক, যদিও তুমি দেখায়ে নিরয়-ভূমি,
আমাবে আকুল কর , তা হ’তে ভীষণ

অবীনতা-যদ্বণায় যেকপ জ্বলিছি, হাম,
তা সহ নবক জ্বালা হয় কি তুলন ।

১৪

অর্কুদ নবক ক্রেশ যদি এক হয়,
বিত্ত পব-অবীনতা যেকপ এবে ক্ষমতা,
অর্কুদ নবক-জ্বালা কোথা পড়ি বয় ।
শল সহ ক্ষুদ্র কাঁটা তুলিত কি হয় ?
অগ্নি স্মৃতি, দেখ ভেবে, ভাবতবাসীবা এবে
পবাবীন হয়ে, হায়, কত জ্বালা সয় ।
অসংখ্য নবক-ভূমি হযেছে ভাবতভূমি,
শমন-নিরয় ভাল এ হ'তে নিশ্চয় ।

১৫

কি লাভ ধবিয়া তবে অবীন জীবন '
পেতে গুতে, দিনে বেতে আশা কাব চুখ পেতে,
পাবেব পাছকা শিবে কবিয়া বহন ?
এ হ'তে নবক, স্মৃতি, স্মৃথের ভবন ।
যাহাবা পাতকী হয়, তাবাই নবকে বয়,
প্রতি পলে সয় বটে অসহ পীডন,
তা হ'তে পাতকী যাবা, এ ভাবে এবে তাবা
পবাবীন হ'তে কবে জনম গ্রহণ ।

১৬

তবে আব কিবা স্মৃথ থাকিয়া হেথায় ?
ববঞ্চ নবকে রব, শমন-পীডন সব,

ডুবির শোণিতে, দক্ষি অনল শিখাষ ,
 সেও ভাল, এ যাতনা সহ্য নাহি যায় ।
 তুমিও তা হ'ল, স্মৃতি পবাধীনতাব ভীতি
 দেখায়ে কি পাবিবে গো, কাঁদাতে আশ্রয় ?
 হৃদয় তোমায আমি, ভুলিব ভাবতভূমি ,
 তবীনতা নিল্লাডন ভুলিব তথায় ।

নলিনী ।

১

নবীন প্রভাত , বিনয় গগন ,
 বিনয় শীতল সবসি-জল ,
 কুসুম-স্ববতি পূরিত পবন ,
 শিশির-রসিত কুসুমদল ।

২

তরুণ অকণ অকণ কিবণে
 পূবর আকাশে বিকাসে ধীবে ,
 অমনি সরসী উল্লস ববণে
 হাসিয়া উঠিছে লহরী-শিবে ।

৩

প্রভাত নেহাবি প্রভাতী গায়িল
 আঁশি উনমীলি বিহগচয় ,

সে স্বর লহরী সমীর বহিল,
‘উঠ, জাগ ।’ বব ভুবনময় ।

৪

মিলিছে নয়ন, তবু ঘুম-ঘোবে
আবার শুইতে বাসনা হয়,
কিস্তি ধনী নই, কাজে কাজে মোবে
উঠিতে হইল,—না হ’লে নয় ।

৫

ত্যজিয়া শযন, চলিছে বাহিবে,
মুছিতে মুছিতে নয়ন দুটি ।
দেখিছে খিড়কি-সবোবব-নীবে
বয়েছে একটি নলিনী ফুটি ।

* ৬

এক দিনো আমি এ সরসি-জলে
দেখিনি ফুটিতে কমল ফুল;
বিধাতার গুণে, স্নভাগ্যেব বলে
আজি হেরিলাম,—শোভার মূল !

৭

পূর্ণিমার চাঁদে পাইলে যেমন
সুনীল গগন মধুর হয়,
নবীন নলিনী পাইয়া তেমন
সরসি-সলিল মাধুরীময় !

৮

বাড়িল আশোত—সরসী নিকটে
সবেগে চলিছে—বাসনা মনে—
ভুলিয়া নলিনী হৃদয়ের পটে
বাধিব সাধরে বতন সনে ।

৯

কাছে গিয়ে দেখি, সাধের আমার
স্থল-কমলিনী ফুটেছে জলে,
(আকণ্ঠ সলিলে বদন-বাহার ।)
ভ্রমে ভ্রমরেরা ভ্রমে স্বদলে !

১০

হাসিয়া প্রিয়ারে কহিহু তখন,
“সাবাস, অগ্নি কো নলিনি প্রিয়ে !”
প্রেয়সী আমারো হাসিল তখন,
বরিল অমৃত অধর দ্বিয়ে ।

অভাগার বিধাতা ।

১

রজনী প্রভাতে যবে তপন উদয় বে,
সে কালে সখন যোকে পূজিত হয় বে ।
কিয়ানি যে নিকে পাবি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,

দেখিয়া সবারে, আহা, সদা সুধমব বে,
 বজ্রনী প্রভাতে যবে তপন উদয় বে ।
 কেন তারা মোর মত, হয় নাই ভাগ্যহত,
 কেন তারা দিবানিশি এত সুখে বস বে ?
 তাদের বিধাতা যে বে নিবদ্য নয় রে ।

২

আমার বিধাতা মোবে বড়ই নিদয় বে ।
 লোহাষ শিলায় গড়া তাঁহাষ হৃদয় বে !
 আমাব বিধাতা যিনি, আমাবে বিমুখ তিনি,
 ভুলেও আমার প্রতি হয় না সদয় রে,
 আমাব বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় বে ।
 বিশাল জগতীতলে, সুখ যে কাহাবে বলে,
 জানিতে নারিহু আজো, বড় খেদ হয় বে,
 চিবকাল ছুখানলে এ পবাণ দয় রে ।

৩

যা কিছু কোমল হেরি এ ভুবনময় বে,
 আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে ।
 ললিত কুসুমদল, বিমল তরল জল,
 জগত-লগাম নারী কোমলতাময় রে,
 আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে ।
 চাঁদের কিরণ সূক্ষ্ম, প্রেমিকের প্রেম-কুণ্ডল,

সুববী বিহগ-বুলি চিরমধুময় বে,
আমাব বিধাতা তাব রচয়িতা নয় রে !

৪

সাধুর সরল চিত কক্ৰুণা নিলয় রে,
শিশুর মধুর মুখে হাসি মধুময় রে ;
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া, গুণবতী সতী জায়া,
অঞ্চলী নিবোগকাষা মানব নিচয় বে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় বে ।
কুসুমের স্তাব মধু, সবল প্রণয়ী বঁধু,
সঙ্গীত-লহরী, মরি, চিব সুধাময় রে ।
আমাব বিধাতা তাব রচয়িতা নয় রে ।

৫

সবসি-লহরী-করে মুগাল-বলয় বে,
সবসি-ললাটে ফোঁটা ফোটা কুবলয় বে,
হবিগীব বাঁকা আঁখি, লতিকাজড়িত শাখী,
জলহীন মরুভূমে পূর্ণ জলাশয় বে,
আমার বিধাতা তাব রচয়িতা নয় রে ।
প্রভাতে নিশিব শেষে, শিশিব-মুকুতা বেশে
সাজিয়া কুসুমকুল দিশি উজ্জলয় রে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !

৬

তা ছাড়া যা কিছু আরো ভাল বোধ হয় বে,
আমার বিধাতা তার রচয়িতা নয় রে !

কি তবে, বিধাতা মম—নিদারুণ নিবমম—
 কবেছে স্বজন, বল, এ জগতময় বে ?
 কি কব সে কথা, হায, ছাথ বুক দয বে ।
 যা কিছু হেবিলে পবে, অথবা গুনিলে পবে,
 হৃদয় ছুঁত সদা—ভবেব উদয বে !
 তাবি বচযিতা মোব বিধাতা নিদয বে ।

৭

প্রচণ্ড অনল, বজ্র ভীষণতাময বে,
 মধুব পূর্ণিমা বেতে জলদ উদয বে,
 ভানুদযে কুহেলিকা, মকভূমে মবীটিকা,
 জলপোতে অবশানে ঝটিকা উদয বে,
 তাবি বচযিতা মোব বিধাতা নিদয রে ।
 কঠিন পাষণময় উন্নত ভূধবচয,
 শোণিত-বোলুপ যত স্থাপদ নিচয বে,
 তাবি বচযিতা মোব বিধাতা নিদয বে ।

৮

লোভ হিংসা ঘেম বোম নিষ্ঠুর-হৃদয বে,
 তাবি রচযিতা মোব বিধাতা নিদয বে ।
 প্রাণনাশী হলাহল, সাগবেব লোণা জল,
 থল নব, থল সর্প কালকূটময় রে,
 তারি বচযিতা মোব বিধাতা নিদয বে ।
 চিন্তা জ্বা শোক রোগ, দরিদ্রতা ছঃখ ভোগ,

জীবন সংহাবকাবী মৃত্যু ছবজষ বে,
তাৰি বচবিতা মোব বিধাতা নিদয় বে ।

৯

সাধে কি এ কথা বলি ? না বলিলে নয় বে ?
আমাৰ বিবিৰ বড কঠিন হৃদয় বে ।
তা নহিলে মোবে কেন সৃজিল কবিতা হেন,
কেন মোবে আজীবন দুখানলে দয় বে ?
আমাৰ বিধাতা মোবে বডই নিদয় বে ।
শৈশবে অনাথ হয়ে, দাবিদ্র্যেৰ বশে বায়,
কি যে দশা আজো মোৰ । হেন কাবো নয় বে ।
আমাৰ বিধান মোৰে বডই নিদয় বে ।

১০

একটি দিনেৰো তবে এ পোড়া হৃদয় বে,
জানিত নাবিল, হায়, স্মৃথ কাৰে কয় বে ।
দারুণ বোগেৰ জ্বালা দিবানিশি ঝালাপালা
কবিতেকে মোবে, এতে স্মৃথ কভু হয় বে ?
আমাৰ স্মৃথতে মোৰ বিধি স্মৃথী নয় বে ।
উদয় অগ্নেৰ তবে, প্রাণ যে কেমন কৰে,
কোনো দিন অৰ্দ্ধাশন, কভু তাও নয় বে ।
ভিক্ষা কবি আশা, কিন্তু সবমেৰ ভয় বে ।

১১

আমাৰ বিধাতা মোবে বডই নিদয় বে ।
নিমিষেৰো তবে, হায়, হয় না সদয় বে ।

পুবাণ মলিন বাস, ছিন্ন তাব চাবিপাশ,
কি কবি পবিষা গজ্জা ঢাকিবারে হয় বে,
আমাব বিধাতা মোবে বড়ই নিদয রে ।
দয়ালু যাদেব বিধি, সে বিধির ভাল বিবি,
তাহাব সৃজিত যাবা সদা সুখে বয় বে,
আমাব বিধিব বিধি ঠিক বিপর্যয় বে ।

১২

কাদাতে কেবল মোবে—হেন বোধ হয় বে—
জালাইতে বোগে শোকে দুখে এ হৃদয বে,
আমাব বিধাতা মোবে, অভাগা দরিদ্র ক'বে,
সৃজিল, সৃধ তা নয়—পন্ন ত্রিরাশচ রে ।
সাথে বলি বিধি মোব বড়ই নিদয বে ?
আমাব যে কত দুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
পাই যদি কোটি যুগ—গণনা সময় বে,
নির্ণয় তথাপি এব হবে না নিশ্চয় রে ।

১৩

কাবো কাবো মতে বিশ্ব সুখেব আলয় বে,
সুখী যারা, এই কথা তাহাবাই কয় রে ।
আমার তা বলা মিছে, বিধি মোর আগে পিছে
জালিয়াছে দুখানল, নিভিবার নয় বে ।
সুতবাং মোব মতে—বিশ্ব দুখময় রে ।
তবে এ বিশাল ভবে, বাঁচিয়া কি লাভ হবে ?

কি লাভ যন্ত্রণা সায় ? মৃত্যু যদি হয় বে,
তা হ'লে এখনি বাঁচি—জুড়ায় হৃদয় রে।

১৪

মোর যদি মৃত্যু হয়, হবে সুখোদয় বে,
জীবিত-যন্ত্রণা-জ্বালা হইবে বিলয় বে,
তা হ'লে বিধিব মোব ববে না ছুখেব ওব,
তাই বুঝি অভাগাব মৃত্যুও না হয় রে।
সাধে কি বলি বে মোব বিধাতা নিদয় বে ?
বোগের দারুণ ক্লেশ, দাবিদ্র্যের একাশয়,
নয়নেব জ্বল সদা ভাসিছে হৃদয় রে,
অভাগা আমাব মত আব কেউ নয় বে।

১৫

ধরিলে কুস্মে কীট সুষমা কি রয় বে ?
বোগে ছুখে সেই মত আমাব হৃদয় বে।
কমলা আবার, হায়, আমাবে না ফিরে চায়,
নাহিকো স্বজন কেউ, নাহিকো আশ্রয় বে,
আমাব বিধিব গুণে শমনো নিদয় রে !
হায়, আব কতকাল, সহিব এ দুঃখজাল,
হবে না কি অভাগার সুখের উদয় রে ?
কেমনে হইবে ?—মোর বিধি যে নিদয় বে।
সাবাস্ বিধাতা, তোর কঠিন হৃদয় রে।

শূন্য কোটা ।

১

একদা বিবস্ত্র হয়ে জন-কোলাহলে
 চলিলাম শান্তি লাভে বিজন কাননে ;
 নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে ,
 বসিলাম স্থির হয়ে হবষিত মনে ।
 বসে আছি , অকস্মাৎ কবিরাম দৃষ্টিপাত
 পিছনে—অনতি দূবে পড়িল নয়নে
 একটি সূচাক্ষ কোটা বিজন কাননে ।

২

নিবজ্ঞন বনে কোটা ! বিচিত্র ব্যাপাব ।
 কুতূহলী হয়ে সেটি কুড়ায়ে নিলাম ।
 খুলিলাম তাড়াতাড়ি ভিতবে তাহাব
 কি আছে দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম
 কিছু নাই—শূন্যময় , কিন্তু হেন বোধ হব,
 আছিল রতন তার, দেখি জানিলাম,
 যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য কবিলাম ।

৩

নাবকী কলুষী চোবে করিয়া হরণ
 এ কোটারে, আনি এই অটবী মাঝার,
 অস্বাস্য করিয়াছে কোটার রতন,
 খালি কোটা ফেলি গেছে আঁটিয়া আবার ।
 বিবিধ রঞ্জে আঁকা কোটা এবে ধূলিমাখা,

রতন হারায়ে যেন মলিন আকার ;
বাণী কোটা ফুল বধা পল্লব মারার ।

নিরখি কোটার, মনে হইল উদর
ভারতভূমির দশা, দুখের কাহিনী ।—
স্বাধীনতা-রত্ন-হার—এবে শূভমর—
ভারত এ কোটা সহ অশ্রুভাগিনী !
চিত্ত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত
হইল মানসে ; হায়, দুখের কাহিনী !
ভারত এ কোটা সহ অশ্রুভাগিনী !

একটি চিন্তা ।

স্বান—বঙ্গ-রত্ন-মণি ও অংগার হই সরোজ ।
সময়—বেশনার অশ্রুভাগিনীর রজনী—৩-এ কাবুল—১২৮১

সখীর চির সুখীল গগনে
হাসিছে উজল সখ্য কিরণে ;
বসন্ত গগীর বহিছে বহুলা ;
সুখভির সুখ মধুর হাসি ।
সুখীনাগা গগনে সরোজের কান
সুখী মধুর হাসি উজল

বাযুপথগামী জনদেব ছায়া
সবসি-সলিলে যাইছে ভাসি ।

২

দেখিলাম আমি সে সব মূৰ্তি
অতীব গভীর—স্থির ভাব অতি ,
নাহিকো লহবী, নাহি বিধ্বনন,
অচল, অলভ সলিল বাশি ।
কিস্ত, পাশে, হায়, নাট্য-গৃহ মাঝে,
অভিনেতৃগণ সাজিয়া সুসাজে,
কবে অভিনয়, বঙ্গ কবে কত
কাঁদিয়া কাঁদায়—হাসায় হাসি ।

৩

দেখি সবোবরে, দেখি নাট্যাগারে,
সহসা তখনি মনেব মাঝারে
চিন্তা এক আসি হইল উদিত,
কহিলাম আমি আপন মনে,—
ওবে বঙ্গবাসী, ছাড় বে বিলান,
আসি দেখ চেয়ে সরসি-সকাশ
গভীর মূৰ্তি নৈশ সবোবরে
বাবেকেব তবে দেখ নয়নে ।

৪

মেতেছ ভোমরা নাট্য অভিনয়ে .
দেখে দর্শকেরা পুলক হৃদয়ে ।

অভিনেতৃগণ, দর্শকের দল,
এস একবার সরসি-তটে ।
উঠিছে তোদের আনন্দ-লহরী,
কিন্তু সবোববে নাহি বে লহরী,
সবোববে আজি আদর্শ করিয়া,
দেখ দেখি ভাবি মানস-পটে ।—

৫

সুখেব ভারত ছিল বে যখন,
সুখেব সময় ছিল বে তখন ,
এখন গিয়াছে সে দিন ঘুচিয়া,
পবের অধীন ভাবত এবে ।
সাজে কি এখন আমোদ, বিলাস ?
এখনি আসিয়া সবসি-সকাশ,
সবসীব মত হও বে সকলে,
সরসীব ছবি দেখ রে ভেবে ।

৬

ভারতের হুখে যেন রে সবসী
ভাসায়ে ধরেছে হুখের আরশী ,
দেখিলে এখনি পারিবি জানিতে ;—
উচিত তোদের কিরূপ হওয়া ।
হইতে উচিত সরসীর বত,
ছাড়িতে উচিত রক্ত রস বত,

করিতে উচিত অশ্রু-বরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদার দেওয়া ।

৭

মজ্জেহু সকলে অভিনয়-স্থখে,
কিন্তু একবার চাও রে সমুখে ;
কি যে অভিনয় হয় অবিরত,
ঘৃণা লজ্জা ছুঁই কেবলি তার ।
চাপারে পাহুকা তোদের মাথায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরায়ে গলায়,
বানরের মত নাচায়ে নাচায়ে
বিদেশীরা ঘুঁসি মারে মাথায় ।

৮

তথাপি রে ভোরা, ওরে বঙ্গবাসী,
আমোদ বিলাসে রবি দিবানিশি ?
বারেকের তরে কর রে স্মরণ,—
উচিত এখন কিরূপ হওয়া ।
হইতে উচিত সবসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রক্ত রস বত,
করিতে উচিত অশ্রু-বরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদার দেওয়া ।

পূর্বরাগ ।

১

শরদ পূণিম চন্দ পহিলে মনোহব
 মুখে, সই, ভেইত জেয়ান ।
 অব শশী কছু নহ, অব সোই নটবর
 শতশশিহনিত বয়ান ।
 যো দিন যমুনাতট কদমক মূলে
 প্রথম দবশ হরি সাধ ।
 সো দিন অবধি হম যমুনা-কূলে,
 আশহি রহি দিন রাত ।
 পুন পুন হেরি প্রাণনাথ ।

২

নধব অধবে ধরু মধুব মুবলী যব,
 নিশীথে গুণিনে বঁধু মোর,
 বীণা বনকার জিনি ছাড়য়ে মধুব রব,
 শুনি মোর চিত হোষ ভোর ।
 সো রব লখই হম ত্যজই শয়ন, সই,
 অহুবাগে ইতি উতি ধাই,
 পুন সো মুবলী-রব শুনই না পাওই,
 শয়নে শবনে ফিরি যাই ।
 স্বপনে বঁধুরে পুন পাই ।

৩

নূতন পীবিতি মোর নূতন কুসুম সম,
 মাধব মধুকর তার,
 নূতন সুবস মধু উছলয়ে অমুপম,
 অব কঁহা নাগব রায় ?
 নিশি দিন বঁধু লিয়ে, দহই দগধ হিষে,
 গুরু ছবজন ডর শেল ।
 পেখই না পাইলু সে নব জলদ তনু,
 আঁখি তিবপিত নাহি ভেল ।
 রমণী জনম মিছা গেল ।

৪

কি জানি, কাহার শাপে কামিনী জনম মম ।
 কেন না ভেইলু বন-ফুল ?
 গাঁথই বেসম-ভোবে হমার সে প্রিয়তম,
 ডুলাইত, ভ্রমর আকুল ।
 নুগুব জনম মম কেন নহি ভেল, সই ?
 বাজিতাম নাগর পায়,
 অগুরু চন্দন চুয়া কেন না ভেইলু, সই ?
 সাজিতাম কাহুর পায় ।
 রমণী জনম মিছা, হায় !

৫

যদি লো পরাণ সই, কালিয়া কোকিলা হম
 হইতাম, কালিয়া-গুণ

গারিতাম তরুপবি, কুহকুহ রব কবি,
 চিত স্থত লভিত বিগুণ ।
 ইহ ব্রজরজ সহি, কেন না ভেইহু হম,
 যাওয়ে বঁধু যব গোষ্ঠে ;
 চরণ পরশি তাঁব, ঘুচিত এ হুখভাঁব,
 বৈসে ভেখজে বোগ ছুটে ।
 রমণী জনম মহাপাপ ।
 বমণী জনমে অভিশাপ !

বিজয়া দশমী ।

স্থান—ভাগীরথী-তট ।

সময়—সন্ধ্যার প্রাকাল ।

১

পুণ্যতোষা ভাগীরথি, আজি মা তোমার
 কি হেতু স্মরণ এত ? কেন হু নরন
 নিরখি তোমার আজি আনন্দ অপার
 লভিতেছে ? হ্যাঁ মা, এর আছে কি কারণ ?
 আছে—আছে, তা নহিলে কেন স্মরণদয় ?
 শশী না উদিলে কভু চঞ্জিকাব ভাস
 খেলে কি ধরণী-স্বদে ? কারণ নিশ্চয়
 আছে—আছে—এতকণে হয়েছে বিশ্বাস ।

২

বিজয়া-দশমী তিথি আজি বঙ্গাঙ্গে,
 শাবদীয় উৎসবের শেষ শুধ-দিন,—
 স্বর্গীয় আনন্দরাজি বাঙ্গালী-হৃদয়ে
 সমুদিত আজি,—সবে অশুধ বিহীন ।
 ত্রিদিন পূজিত ভগবতীব মূর্তি
 তোমার গভীর গর্ভে দিতে বিসর্জন
 আড়ম্বরে আনে সবে, ধীবি ধীরি গতি ,
 বিজয়া-বাজনা বাজি জাগায় শ্রবণ ।

৩

নানাদিগাগত লোক মূর্তি বিসর্জন
 দেখিতে, তোমার তটে সবে উপনীত ,
 অলোকসামান্য সূখে সকলে মগন,
 সকলেরি আঁখি আজি হর্ষ-বিকসিত ।
 স্নানোহিত বীততাপ উজ্জল তপন
 অন্তাচল-অভিমুখ হয়েও সুন্দর
 হাসেন হবষে, যেন কবি দরশন
 আজিকার মহোৎসব বঙ্গের ভিতর ।

৪

কণকাল রহ, রবি, কণকাল তরে
 দাঁড়াও, একটি মম আছে নিবেদন,—
 যাইতেছে তুমি এবে পশ্চিম সাগরে,

ভাল হল, সেই দিকে করিয়ে গমন,
যারে পাবে, তারে কবে স্মরণ করিয়ে,
অধীন হয়েও বঙ্গ এখনো কেমন
সুখ লভে সনাতন ধর্ম আচরিয়ে ,
ধর্মই এখন তার একমাত্র ধন ।

৫

গিয়েছে বঙ্গের, হার, গিয়েছে সকল !
তথাপি এখনো তার হৃদয় আগারে
সনাতন ধর্মরূপ রতন উজ্জল
সদা বিরাজিত , যেন সরসী মাঝারে
কবি-পদ-বিদলিত কমলনিচর
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বয়, কিন্তু এক পাশে
হরত একটি পদ্ম বিকসিত রয়
অপীড়নে, ধর্ম তথা এ বঙ্গ আবাসে ।

৬

পরাদীন হরে থাকা যন্ত্রণা কেমন
কে না জানে ? তুমিও তা জান'দিবাকর !
বিভীষণ মেঘজাল যবে আবরণ
করে তোমা, সেই কালে তোমার অন্তর
পীড়িত কিরণ হয় ; দীর্ঘ সুখ-ছবি
মলিন—অদৃষ্ট—যেন সে তপন নও,

কত দুখ সে সময়ে, কহ দেখি, ববি ।

কতই বেদনা, হায়, হৃদযেতে সও ।

৭

তোমাব সে দশা সম বঙ্গ অনাখিনী

পবকবে প্রীতীভিতা, হেব আজি তবু

বিজয়া-উৎসব-সুখ লভি সিমন্তিনী

সুখিনী কেমন, হেন হয় নাই কভু ।

অলস্ত অনলে জল ঢালিলে যেমন

নিভে যায়, সেইরূপ বঙ্গের হৃদয়—

অধীনতানলাদগ্ধ মলিন বরণ—

আনন্দ-সলিলে আজি শীতলতাময় ।

৮

ভাগীবধি, তব ঐ সরল প্রবাহ

শীতলিয়া বক্ষ তব যেতেছে-বহিয়া ,

পবাধিনী বাঙ্গালার অন্তর-প্রদাহ

শীতল হয়েছে আজি, দেখ গো চাহিয়া,

বিজয়া-দশমী-সুখ-প্রবাহ বহনে ।

জীবনেব যত আলা বঙ্গসুতগণ

ভুলিয়াছে আজি, সবে হরষিত মনে

তোমার পবিত্র তটে করে বিচরণ ।

৯

সকলেরি মুখে হাসি, সবার নয়ন,

দেখ দেখ, মহানন্দ-রসে সুরসিত ।

যারি মুখপানে চাই, করি দরশন
কি এক স্বর্গীয় শোভা বর্ণন অতীত ।
বহু দিন হ'তে তুমি, হিমাদ্রি নন্দিনি,
বঙ্গবে পবিত্র কবি যেতেছ বহিবা,
কহ মোবে আজি, কলবব-নিলাদিনি,
জুড়াও শ্রবণযুগ সে কথা কহিয়া,—

১০

কত শত যুগ গত, ভাবত যখন
স্বাধীনতা-হেমমঘ-মুকুট-ভূষণে
ছিলেন ভূষিতা, যত ভারত-নন্দন
স্বাধীনতা জয়-গান, হরষিত মনে,
গায়িত, বাজিত বাদ্য, সমব-ভূমিতে
“জয় স্বাধীনতা জয় ।—ভাবতের জয় ।”
বেদবাক্য সম এই ধ্রুব ধ্বনিতে
ধ্বনিত হইত শূন্য আকাশ-হৃদয় ।

১১

সে সুখের শুভ দিন কবি দরশন
সুধিনী ভূমিও, দেবি, কত হয়েছিলে :
দিবানিশি কুলু কুলু অক্ষুট বাদন
প্রবাহের করতালো বাজাইয়াছিলে ।
আজো তা বাজাও বটে, কিন্তু গো তেমন
মনোহর নহে, এ যে নহে সে সময় ।

এবে ভারতের চিতে চিতা-হুতাশন
প্রজ্জ্বলিত, তাই হায়, সবি বিষময় ।

১২

তার পর পুণ্য ভূমি ভারতে যবন
যবে প্রবেশিল হয়ে লোভের অধীন,
ভারতের স্বাধীনতা অমূল্য রতন
(কোথা স্বর্গ-সুখ তার কাছে সমীচীন ?)
সেই দিনে—কাল দিনে—বিধি বিড়ম্বনে
অপহৃত হইয়াছে । তুমি তা তখন
হেরেছ হিমাঙ্গি-সুতে । কিছু সুখ মনে
ভারতের তার পর করেছ দর্শন ?

১৩

ভারত বা ভারতের অঙ্ক-সুশোভিনী
বঙ্গভূমি আজো, হায়, পরের পালিতা ।
পূর্বের সে দিন ভাবি দিবস বামিনী
অশ্রুসুখী—মুক্তকেশা—শোক-বিষাদিতা ।
তাও, নদি, চক্ষে তুমি সদা নিরীকণ
করিতেছ, সত্য কও, ক'র না ছলনা,
সেদিন এদিন সহ করিলে তুলন,
নয় কি স্বর্গের দুহ নরক-তুলনা ?

১৪

বাহোক, তথাপি আজ বঙ্গ-হুতচর
বিজয়া-দশমী-অগ্নি যেতেছে এখনি,

অধীনতা কারে বলে ভুলেছে নিশ্চয়,
স্বাধীনা আজি গো যেন ভাবত জননী ।
পূর্বের সে সুখ দিন আজি সমাগত ,
দশদিশি স্মৃতিসন্ন , যা হেবি নয়নে
তাতেই মাধুরী হাসে যেন বিবাজিত
স্বাধীনতা আজি এই বঙ্গ নিকেতনে ।

১৫

তোমার প্রবাহ, নদি, আজি মনোহর,
আজি তব কলধনি বীণার ঝঙ্কার,
আজি তব ছবিখানি সুধমা-আকর,
উন্নমিত বীচি আজি শোভাব আধাব,
তোমাব হুকুল আজি, অবি কুলবতি,
কত যে ধবেছে শোভা কব তা কেমনে?
ইন্দ্রের অমরাবতী, যথা শচীপতি
বিরাজেন, তাই বুঝি এ বঙ্গভবনে ।

১৬

রক্তছবি রবি ঐ—পশ্চিম গগনে,
হেরি তাঁরে আজি চিত অতি হরষিত ।
প্রত্যহ রবিবে বটে নিরখি নয়নে ,
আজিকার মত কিন্তু নহে কদাচিত ।
অন্তগামী রবি-করে তোমাব স্বদয়
উজ্জ্বল লোহিত রঙে সাজিছে কেমন ।

অল্প দিন দেখিয়াছি, কিন্তু কভু নয়
আজিকার মত চিত-ছাঁখি-বিনোদন !

১৭

কতবার তব তাটে সাক্ষ্য সমীপে
সেবিবারে আসিয়াছি, দেখেছি তোমার
পলক বিহীন নেত্রে, কিন্তু গো নয়ন
জুড়া'ল যেমতি আজি - কি কব কথায়
দিনেকের তরে কভু হয়নি তেমন ।
পুরাণ-বর্ণিত তব মহিমা অপার
প্রত্যক্ষ নিরখি আজি , চাক্র দরশন,
তটিনি, তুমি গো আজি নয়নে আমার ।

১৮

আজি বসুবাসী, দেবি, দেখি গো নয়নে,
মৃগুরী উমাবে তব অগাধ সলিলে
বিসর্জিছে বাদ্য সহ—বিষাদিত মনে,
অনিচ্ছায়—বোধ হয় তাঁদেরে দেখিলে ।
কিন্তু তুমি হুঁটুটিতে, হসিত বদনে,
কোমল লহরী কর করি প্রসারণ
তব সপত্নীয়ে সুখে দৃঢ় আলিঙ্গনে
করিতেছ তাঁর সহ প্রিয় সম্ভাষণ ;

১৯

মৃগুরী প্রতিমা ক্রমে বিসর্জন করি,
বিসর্জন-বাদ্য সহ ফিবিলা সকলে

গৃহমুখে, গঙ্গাজল ঘটপাত্রে ভরি
 লইল লভিতে শাস্তি নে শাস্তিব জলে ।
 রূপণ যেমতি তাব রক্তত কাঞ্চন
 মৃত্তিকা খনন কবি বাথে লুকাইয়া,
 তেমতি গঙ্গাব গর্ভে বঙ্গ-সুতাগণ
 প্রতিমা রাবিয়া গেল যেন ডুবাইয়া ।

২০

দিবাকর অন্তমিত, প্রদোষ উদয়,
 অপ্রগাঢ় অন্ধকারে ভাগীবধী-তীর
 ভুবিল ক্রণেক তরে, পুন আলোময়
 হইল চৌদিক, গঙ্গা-স্নানীতল নীর ।
 সারি সারি দীপালোক, আকাশে আবাব
 শরতের দীপ্ত শশী দশকলা জালে
 উজ্জলিল হানি হাসি, বাহা কি বাহার ।
 উজ্জল মানিক যেন রাজেন্দ্রাণী-ভালে ।

সময়—সন্ধ্যা ।

২১

জনশ্রুতি এইরূপ,—বধুকুল-মণি
 রামচন্দ্র ভগবতী-পদ পূজা করি
 বধিলেন রাবণেরে, যেমতি অশনি
 উচ্চশির তালতরু ফেলয়ে বিদারি ।
 আজিকার তিথি সেট—বিজয়া-দশমী ;*

এই দিনে দশানন হইল নিধন,
হরষে রাধব-সেনা করি জয়ধ্বনি
পবম্পবে ক'রেছিল দূত আলিঙ্গন ।

২২

আজিও ভারতে তাই—বাস্তব বিশেষতঃ
বিজয়া-দশমী-তিথি সমাগত হলে,
আর্য্যধর্ম্মপবায়ণ হিন্দুগণ যত
পবম্পবে আলিঙ্গন কবে কুতূহলে।
বহু যুগ গত হ'ল, তবুও এখন,
বামের গোঁবব তরে হবষিত মনে
হিন্দুজাতি পরস্পরে করে আলিঙ্গন ;
বিজয়া-দশমী ধন্ত ভারত-ভবনে ।

২৩

গুরুজনে প্রণিপাত, বান্ধবের সনে
প্রীতিময় কোলাকুন্নি কবিছে সকলে ;
সিদ্ধিজল পান করি, মিষ্টান্ন বদনে
দিতেছে, ভাসিছে সবে আনন্দের জলে ।
ভাগ্যে, সীতাপতি, তুমি রাবণে বধিলে,
বার্ষ বর্ষে দেখি তাই এ সুখ-উৎসব ;
এ হেন উৎসব-সুখ ধরণী খুঁজিলে
মিলিবে না ; জীবন্তের এ এক পৌরব ।

২৪

শৈশবেব সখাগণ । এস এস আজি,
কোলাকুলি কবি, ভাই, পেয়েছি সময়,
বিজয়া-দশমী-সন্ধ্যা। শশি-করে সাজি
হাসিছে কেমন ঐ, চারু শোভাময় ।
এ হেন স্তম্ভেব সন্ধ্যা, বাসনা অন্তবে,
হয় যেন প্রতিদিন, তা হ'লে সকলে
জদয় জুড়াই স্নেহে কোলাকুলি ক'রে,
মগন সকলে হই আনন্দেব জলে ।

২৫

শত্রু মিত্র সকলেই আজি বে সমান,
বিজয়া-দশমী গুণ বিচিত্র এমনি ।
শত্রু যাবা, এস তারা, কবির প্রদান
মিত্রভাবে আলিঙ্গন আত্ম সম দানি ।
বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক, যবন,
যদিও তোমরা দ্বৈতী হিন্দুধর্ম প্রতি,
এস এস, কিন্তু আজি স্নেহ আলিঙ্গন
পবম্পদে বরি সব, এ মোব মিনতি ।

২৬

শরতেব শশধর, তুমিও হববে
শীতল কিরণ-কর বাড়াইয়া দাও.
আলিঙ্গন তব সহ প্রফুল্ল মানসে

কবি এস, ভালবাসা দেখাও দেখাও ।

চিবদিন সুধামাথা কব ববিষণ

বতই কবেছ মোর আনন্দ উদ্বেক ।

এস এস আজি, শশি, তাই তব সনে

আলিঙ্গন-সুখ পুন নভি হৈ ক্ষণেক ।

২৭

আহা কি স্নেহেব সন্ধ্যা ।— আনন্দ অপাণ ।

আজি সন্ধ্যাকালে বঙ্গ অমব-ভুবন ।

অপূৰ্ণ স্নানব ভাবে আজি বে আমাব

ভুলিল হৃদয, দেহ, মানস, নখন ।

আজিকাব নিশি, বিদি, প্রভাত ক'ব না

স্বর্গীয় এ স্নেহে, আহা, তা হ'লে কেমন

আরা স্নগী হব, কিন্তু বৃথা সে বাদনা,

বিজয়া-দশমী হ'ব নিশাব স্বগন ।

চিত্র ।

১২০

২৮ ত,

কখন দেখিনি যাহা, আজি বে দেখিছু তাহা,

সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আঁকিল ?

সে যে হোক, কিন্তু ভারে, ধন্য বলি বাবে বাবে,

চিব-জীবনব তবে কিনে মোবে বাখিল ।
 বসিক সে চিত্রকব, হেন বস শিখিল ।
 কত ছবি দেখিয়াছি, কত ছবি লিখিয়াছি,
 কখন ক্ষণেক তবে চিত নাহি ভুলিল ;
 বিত্ত ভুগাইল আজি, ও ছবি যে তুলিল ।

২

কি বাকী ? দেখেছি সব, দেখেছি বিনাতী ছবি
 কত শত প্রতিদিন কে পাবিব গণিতে ?
 বিনাতী বমণী গুলি কপেব বাজাব খুলি
 ব'সে আছে, কপে ভুলে ক্রেতা যায কিনিতে ।
 অথি হীন ক্রেতা কপ নাহি জানে চিনিতে ।
 বিনাতী বমণী-কপে যে ডুবে রসেব কপে,
 সে ডুব লবণ-জলে সুধা বাশি থাকিতে ।
 অঁথিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে ।

৩

ও ছবিটি মনোহবা, মনোমত হয়েছে,
 অচলা বিজলী যেন—মনে অমুমানি হেন—
 উজলি দেয়াল, গৃহ শোভা ক'বে বয়েছে ।
 উথলিছে রূপবাশি, হবে মন ভোলা হাসি,
 ও ছবিটি মনোহবা, মনোমত হয়েছে,
 উজলি দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে বয়েছে ।

৪

ধন্য সেই চিত্রকব, ও ছবি যে লিখেছে ।
 যত্ন পরিশ্রম তাব, এত ক'বে শিখেছে ।
 ভাগ্যবলে একবার দেখা যদি পাই তার,
 এখনি হইব চেলা আশা বড় হয়েছে ।
 তাই ত, কোথায় যাব, কোথা গেলে দেখা পাব ?
 বহু বেখে চিত্রকব কোন্ খানে গিয়েছে ?
 প্রশংসা শুনিবে ব'লে লুকারে কি রয়েছে ।

৫

কিন্তু সেই চিত্রকব, বিশেষ জ্যোতিষপব,
 আমার মনেব আশা মনে মনে জানিয়ে,
 আমার অলক্ষ্যে আসি, এঁকেছে এ রূপবাশি,
 সাক্ষাৎ শোভাবে যেন বেখে গেছে আনিয়ে ।
 এ রতন মূল্য দিয়ে রাখিল সে কিনিয়ে ।
 দুখী মোবে বলে কে বে ? যেই বলে দুখী সে বে,
 যত সুখী এবে আমি, ত্রিঙ্গগতে খুঁজিয়ে
 পাবে কি তেমন কারে, দেখ দেখি ভাবিয়ে ?

৬

প্রচণ্ড নিদ্রাঘ কালে জল যথা দেবিলে,
 তৃপ্তি পথিক ছুটে, পান করি আশা মিটে,
 আনন্দে হৃদয় তার তৃপ্তি সহ উথলে ।
 আমার তেমনতর ভাগ্যে আজ ঘটিল ;

সংসার পীড়িত চিত করিলাম তিরপিত,
ও ছবিব রূপ হেরি, আঁখি দুটি মজিল।
অচিন্ত্য বতন আজ দবিদ্রেব যুটিল।

•

কিন্তু ভয় হয় মনে, পাছে যদি অন্য জনে
সন্ধান পাইষে আনি দবিদ্রেব কুটীরে
গোপনে কর্দম কালি ছবি-দেহে দেখ ঢালি.
তা হ'লই সর্বনাশ।—মবিব বে অচিবে।
অতএব এই বেলা ছবি পাশে যাইষে,
সুপুক বসন দিবে, ছবিটিকে ঢাকি গিয়ে,
কি আছে এখানে কেউ জানিবে না আনিবে,
এ যুক্তি বড ভাল—করি তাই যাইয়ে।

৮

প্রবেশ করিষু ঘবে ভাবি এই মানসে,
কাছাকাছি হব হব, অমনি মরুব বব
ববষি প্রেরদী মোবে আলিঙ্গিল হবষে।
বিস্মিত হ'লেম আমি নেহারি এ ঘটনা।
প্রেমেব প্রতিমা মোব উজলিয়ে ঘর দোব,
দেখালে ঠেমান দিবে করিল এ ছলনা।
সাবাস্ চতুরা মোর প্রেমময়ী ললনা!

ভাবত-বিলাপ-গীতিকা ।

স্থান—সমুদ্র-তট ।

সময়—প্রভাত ।

দাঁড়ায়ে সাগর-তটে দেখিলাম চাহিয়া,—
সুদূর সুনীল নীরে, তরী বাহি ধীরে ধীরে,
একটি ছবিণী নাবী যাইতেছে কাঁদিয়া ;—

তৈররী—আঁকাঠেকা ।

“ হা বিধি, হা বিধি । এই ছিল কি তোমার মনে,
নিদ্র-হৃদয় তুমি আনিলাম এতদিনে ।

যারে ভালবাসে যেই,
তারেই মজায় সেই,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাব
তোমার আমার মনে ।

এক দিন তুমি মোরে
বিশেষ যতন ক’রে
সাজাইয়াছিলে, বিধি,
বিচিত্র ভূষায় ;—

দেখাইতে কার কাজ,
অকুল অকুল সাজ
কতই আশায়ে দিলে,
গতি হারাবিত মনে ।

তুষ্টিতে যতেক' হুর,
সৃজিলে অমব-পুর,
তুষ্টিতে মানবচরে,
ভূতলে আমায় ;—

দ্বিতীয় অমরা কবি,
প্রকাশিয়া কারিগরি,
সাজাইলে চাকুতর
প্রাকৃতিক বিভূষণে ।

এবে নিরদয় হয়ে,
পর-করে অরপিয়ে
কি দশা করিলে মোর,
কহিব কাহার,—

ভুলেও যা ভাবি নাই,
কপালে ঘটিল তাই !
টুটিল সে সুগৌরব,
বিধি, তব বিড়ম্বনে !

এই যদি ছিল মনে,
কেন তবে সেইক্ষেপে
করিলে না মক্কেলী
তুমি হে আমার ;—

তা হইল শরের হাতের
হ'ত নাই রক্ত গেতে,

রবিত না অফি-জল
বিদেশীয় কুশাসনে ।

পৃথিবী-ঈশ্বরী ক'বে,
কিঙ্করী কেমনে মোবে
কবিলে নিদ্রা বিধি,
সুধাই তোমায়,—

সুবর্ণ পিতল হল,
এই তব মনে ছিল ।
আচরিতে হলাহল
ঢালিলে মম বদনে ।

তব দত্ত সাজে সাজি,
মনেব আননে মজি
বিবাজিতে ছিছু চিব
অতুল শোভায়,—

হেনকালে অকস্মাৎ,
শিবসে অশনিপাত
কবিলে অমৃত বলে,
সুগভীর গরজনে !

মত্তক হয়েছে চুর,
আনন্দ হয়েছে দূর,
অসহ্য অসীম ভীষ
স্বাভাবিক-বিধায়,—

দহিতেছি দিবা রাত্ৰি ,
অশনি-অনল-বাতি
মনের তিতরে মোর
জলিতেছে প্রতি ক্ষণে ।

জলিতেছে যাতনায়,
তবুও জীবন, হায়,
কেন নাহি বাহিষায় ?
কহিব কাহায় ?—

যে যাতনা মোর চিতে,
সে যাতনা প্রকাশিতে
রসনা যাতনা পায় ,
নিজে ভেবে দেখ মনে ।

বিধাতা, তোমার চিত্ত,
কিসে বল, নিরমিত ;
লৌহ শিলা কুলিশেতে,
অনল-শিখায় ?

তা যদি না হবে, তবে
কেন তুমি বাম হবে
তব দীনা স্তনদ্বারে
বাম দুই করিষণে ?

মরুভূমে তরু-ছায়া
সহিত তুলিত দয়া,
সে দয়া স্বজিত তব
নিখিল ধবায়,—

না জানি স্বয়ং তুমি
কত কোটি দয়া-ভূমি,
কিস্ত কেন বাম মোরে
কি পাপেব বিড়ম্বনে ?

দয়াময় নাম ধব,
দয়া দান নিরন্তর
কব তুমি, শুনি আমি,
সকল জনায়,—

আমাবে সে দয়া-ধন
দিতে দিতে, কি কারণ
নিদয় হইলে পুন
বল, কহি শ্রীচরণে ।

আমার মুকুট নিয়ে,
কাহার শিরসে দিয়ে,
করিলে হরিষ লাভ,
কহ হে আমার,—

মাহুবেব মত কি হে,
দেবেবো চঞ্চল হিয়ে ?
পক্ষপাত, অবিচার
স্থান পেলে দেব-মনে ?

বিশেষ, জনক তুমি,
তনয়া তোমাব আমি ,
উচিত তোমার সদা
পালিতে আমার ;—

তা না হয়ে নব মত,
তনয়ারে অবিবত
হইলে বিমুখ, পিত,
এই কি গোঁ ছিল মনে !

কেঁদেছি কতই বার,
কাঁদিতেছি অনিবার,
আরো কি কাঁদির পরে
যাতনার দায় ;—

বুঝি, কাঁদিবার তরে
ঘুণায় স্বজিলে মোরে,
প্রাণ যে কেমন করে
হা হতাশ-হতাশনে !

কর দয়া দয়াময়,
নাথী-হৃদে কত সখ ?
অবিরল অক্ষি-জলে
বক্ষ ভেসে যায়,—

পর-অধীনতা হ'তে
কি যাতনা ত্রিঙ্গগতে ?
সে আলায় জ'লে মবি,
বক্ষ দয়া ববিষণে ।

হও পিত, অমুকুল,
তোমাব দৌহিত্রকুল
সবোধনে অবিরল
ভূতলে গড়ায়,—

দেখ চেয়ে একবার,
কি যে দুখ সে সবাব,
নাসাগত প্রাণ-বায়ু
বিদেশীর প্রপীড়নে ।

তুমি গো নিদয় মোরে,
আমি গো কেমন ক'রে
নিদয় হৃদয় হ'ব
সে সব জনায়,—

যতক্ষণ আছে প্রাণ,
থাকিবে স্নেহেব টান ;
জড়ায় বাথিব কোলে
প্রাণাধিক সমতনে ।

কিছু, হায়, তা বিফল ;
ক্রমে দেহ অবিচল,
অবসার কত বল
ক্লান্তের কায় ;—

এত দিন ম'রে ম'বে
বাথিলু হৃদয়ে ধ'রে,
পাবি না পাবি না আব,
পাবি না হে কোনক্রমে ।

এইবার ভূমি চাও,
এ ভয়ে অভয় দাও,
বাঁচাও তনয়গণে
অপার দয়ায় ;—

দীনহীন পবাসীন,
জীবন্ত বহুদিন ;
এ হেন শব্দট ঘোরে
তাকাও তাদের পানে ।

পিত গো, কি কব আব,
প্রতীচী শাসনভাব
এত ভাবি, এত দৃঢ়,
কি কব তোমায,—

হিমাঙ্গি ভূধবরাজ
আমাব শিবস-সাজ,—
সোলা সম, বজ্র শত
তুচ্ছ অতি মম জ্ঞানে ।

ঐ দেখ, পদ্মবোনি,
জগত-নয়ন-মণি
দিননাথ হাসে পূর্ব
আকাশেব গাব ;—

একদিন ঐ হাসি
আমাব মানসে পশি,
আমাবে হাসায়েছিল,
আজো তাহা জাগে মনে ।

কিন্তু আজ দিবাকরে
হেরি পূর্ব নীলাঙ্করে,
হাসির বদলে অশ্রু
বক্ষ বহি যায় ;—

দেখেছি স্বপন যেন,
মনে অহুমানি হেন,
তোমাৰি বিচাৰ-দোষে
মিথ্যা ভাবি সত্য ধনে ।

কও গো জগত-স্বামী,
এতই মায়াবী তুমি ?
তোমাৰ এ ছায়াবাজী
বুঝে উঠা দায,—

পিতাৰ এ কাজ নয়—
শত্ৰুৰ আচাৰময়—
নিজ জনে এ ছলনা,
কলঙ্ক বাধিলে কিনে ।

যদি নাহি চাও, তবে

অভাগা সন্তান দলে
বাধিয়ে আপন গলে
মৰিব, নারিব আর
তিষ্ঠিতে ধরায়,—

তোমাৰি অবশ রবে,
তোমাৰি জগত কবে—
'বিধাতা নির্দয়তম
এ সমগ্র জিহ্বনে ।'

যদি ভালবাস তাই,
তবে আর কাজ নাই;
আপনার প্রিয় সাধ,
চেওনা আমায় ;—
ভেসেছি সাগবে আজ,
ডুবিয়ে মরিব আজ
এ অতল নীল জলে;
কিবা লাভ এ জীবনে ?

একটি কুসুম ।

১

বিশাল উবসে বিশাল ধরনী*
বিধির সৃজিত বিবিধ কানন
ধবিয়া শোভিছে দিবস বজনী,
দেখিব বাসনা—জুড়া'ব নয়ন ।
কাজিয়া ভবন চলিছে দেখিতে ;
দেখিছে সূচাক্ষ কানন নিচয়,
বিবিধ পাদপ, কে পারে গণিতে ?
স্বরভিত ফুলে চির শোভাময় !

২

পূরব কাননে ফিরায়ে নয়ন,
দেখিবার এক পাদপ-সাধার

একটি কুসুম, নয়ন-মোহন,
 ফুটিয়া ছলিছে রূপেব ছটায় ।
 এ হেন সুন্দর কুসুম রতন
 হেরিনি কখনো ধবলী-কাননে ,
 মরুভূমি ধরা কি রূপে এমন
 শোভিত হইল অমব-ভূষণে ?

৩

শুনেছি কবির সুধামাথা গলে
 অমব-সেবিত অমর-ভুবনে
 নন্দন-কাননে চির-পরিমলে
 ফোটে পারিজাত অমব-কিবণে ;
 অমর-বাহিত অমৃত-লীকর
 সে ফুল হইতে পড়য়ে ঝরিয়া,
 হেম-পাত্র ভরি অমর নিকর
 মিটায় পিপাসা সেবন কবিয়া ।

৪

কবি-মুখে শুনি, কছু দেখ নাই,
 কবি-তেজস্বিনী কল্পনার গুণে
 বিবরণ তার যত চুখ্ পাই,
 মন-নেত্রে দেখি, অবশেষে শুনে ।
 কবির কল্পনা সফল হইল,
 মনোহর দর্শিত দেবের রতন

পাবিজাত ফুল মরতে ফুটিল,
কি আছে কুসুম ইহার মতন ?

৫

আপন মনেতে আপনা আপনি,
সুখ-সেবা-ধীর-সমীব-হিরোলে
ছলিছে কুসুম, মধুব নাচনি,
হরি-বক্ষে যেন কোমল দোলে ।
আরো কত ফুল কাননে হাসিছে,
লাবণ্যেব ছটা পড়িছে উছলি;
সকলেরি রূপ এ ফুল নাশিছে
শশি-রূপে যথা তারকা-মণ্ডলী ।

৬

দেখিতে দেখিতে সুধীর সমীব
পশ্চিম প্রবাহে অধীব হইয়া
বহিল, কুসুম হইল অধিব,
ইতি উতি কবে হেলিয়া ছলিয়া ।
প্রতীচী হইতে এমন সময়ে
বায়ুব তাড়নে মধুমাছিগণ—
বিষময় মুখ—পিপাসিত হয়ে
বসি ফুলে সুধা করিল শোষণ ;

৭

যেন রে সহসা লীড়া পরিচর
পুৱিত্ত বোবনা ললনা-শরীরে

সবলে প্রবেশি কবিল বিলয়
 নয়ন-বজ্রন মাধুরী অচিরে
 শুখা'ল কুসুম, হইল মলিন
 রূপবাশি, হাসি গেল মিশাইয়া,
 সোনাব প্রতিমা হইল নীলিম
 মধুমক্ষি-বিষে জর্জর হইয়া !

৮

নীবস কুসুম বিষাদ অন্তরে
 শোক-চিহ্ন ধরি বহিল ঝুলিয়া ।
 নিবধি আমাব হৃদয় ভিতবে
 শত হৃৎ-শিখা উঠিল জলিয়া ।
 মনে মনে, পুন ফুকারি ফুকাবি,
 হৃদয়েব সহ মধুমক্ষিদলে
 দিলু অভিলাপ, ফেলি অক্ষি-বারি;
 অসীম বিষাদে বসিহু ভূতলে ।

৯

কভু নেত্র মুদি, কভু ফুল পানে
 চাহিয়া, নিরখি সে দশা তাহার,
 কহিহু ধাতায় আকুল পরাণে ;—
 এই কি, বিধাত, বিচার তোমার ?
 হরন্ত নিষ্ঠুর কুজ নীচ প্রাণী
 মধুমক্ষিকুল, তাদেরে কহিলে

এই কি করিতে ? বল, পদ্মধোনি,
নির্মধু করিতে পদ্ম নিরমিলে ?

১০

এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?
কেন এ কৃতর মক্ষিবে সৃজিলে ?

মধু লয়ে, দেয় হলাহল ভার,
জর্জরিত কবে যন্ত্রণা-অনলে ।

এবাই আবার 'মধুমক্ষি' নামে—
কি লজ্জার কথা ।—গৌবব করিয়া,

তব পুণ্যময় এ মেদিনী-ধামে
ক্ষুদ্র পাখা নাড়ি বেড়ায় উড়িয়া !

১১

এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?

হৃদয়-দহন, জীবন-শোষণ
বিষমর মালী বিবের আধাব
মধুব কুস্মে কবে জ্বালাতন ?

এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?

ক্ষণ পূর্বে হেরি যে কুস্ম-কায়
মেচে উঠেছিল অন্তর আমার,
এবে হুখে কাদি নিরখি তাহার ।

১২

অতল বিবাহ-সলিলে ডুবিয়া

রহিল রসিরা ভূতল উপরে ;

উদ্যান-পালকে নিকটে হেরিয়া,
ফুল-পবিচয় কহিলু তাহারে।
উদ্যানের মালী অতীব প্রাচীন,
কত শত বার দেখেছে তপনে
উঠিতে গগনে; কত শত দিন
কেটেছে, জানিলু নেহারি বদনে।

১৩

কহিলু তাহারে কি নাম তোমার?
কহ বর্ষীয়ান, জানিতে বাসনা
কি কুসুম উটি, কি নাম ইহার?
জান যদি, কহ ইহার ঘটনা।
বিবাদ অন্তবে, অতীব কাতরে
উদ্যান-পালক কহিল আমার;—
“ইতিহাস’ নামে জানিও আমারে;
‘ভারত-কুসুম’ জানিও উহার!”

কোন নববিবাহিত বন্ধুর প্রতি।

১

এই যে ধানিক আগে শ্রবণ-বিবরে, সখে,
মধুর মুরলী বীণা সেতার-নিকণ
স্বর্গীয় জ্ঞানার পারা
ঢালিয়া মধুর ধারা,

তিবপিতেছিল চির পিপাসিত মন ।

ক্ষণ পরে অকস্মাৎ কেন হে এমন ?

২

এ অমৃত কেন আর ভাল নাহি লাগে, সখে,

এ হ'তে স্তম্ভার আশ্বাদন

কি পুন শ্রবণে মোর

পশিয়া করিল ভোব

হৃদয়, মানস, জিনি সঙ্গীত-স্বনন ?

সঙ্গীতো মাঝিল হা'র !—অপূৰ্ব ঘটন !

৩

বুঝেছি—কেন যে মোব মানস মাতিল, সখে,

বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণে ;—

তব নব পরিণয়

(অতুল অমৃতময় !)

বিরসি সঙ্গীত-বসে, নব আশ্বাদনে

মাতিইল চিত্ত মোর, কব তা কেমনে ?

৪

নূতন বিবাহ তব শুনিয়া শ্রবণে, সখে,

কি যে সুখী, কহিব কেমনে ?

সে সুখ বিশেষি কই

এমন ক্ষমতা কই ?

বসনা অবশ্য আজি বচন রচনে ;

জিহ্বা ও হৃদয়ের ডারে সুখী মোর মনে ।

৫

এত দিন ছিলে তুমি সংসার বাহিরে, সখে,
 ষথা বন ধারে তরুবর
 একাকী দাঁড়ায়ে রয়,
 কেহ তার সঙ্গী নয় ;
 বনজ পাদপ, লতা সবাই অপর,
 কেহ তাব কেহ নয়, অন্তরে অন্তর !

৬

কিন্তু যবে ভাগ্য তার ফিরিয়া দাঁড়ায়, সখে,
 নিশাগতে প্রভাত মতন ।
 বন-লতা ধীরে ধীরে
 অবলম্বি ধবলীরে,
 জড়ায়ে সে তরুবরে করে আলিঙ্গন ;
 সোণার লতিকা আঁধি তোমাতে তেম্নন !

৭

সান্নিধ্য যুগল ভুজ করিয়া প্রসার, সখে,
 ধর ধব এ নব রতন ;
 হৃদয়-আসনোপরি
 সবতনে রাখ ধরি,
 নতু অবতনে ভ্রমে করিবে লুপ্তন
 প্রেমের প্রতিমা তব, হেমের বরণ !

এ দেশ—এ বঙ্গ দেশ অতি ভয়ময়, সখে,
অভাগিনী হেথায় রমণী !

পুরুষ কঠিন চিত্ত,
সে হেতু সদাই ভীত

অবলা সরলা নারী দিবস রজনী,
পাষণ উরসে লতা নীরস যেমনি।

৯

সেই হেতু ভরে ভরে তোমারে সুধাই, সখে,
এ দেশীয় পুরুষ মতন,—

ভুলেও কণেক তরে,
প্রেমের পুতলী'পরে

হয় না হয় না, সখে, কঠিন কখন,
কঠিন উপলম্ব ভয়র যেমন।

১০

তা হ'লে তোমার ঐ কমলবদনী, সখে,
কোমলতাময় স্মৃতি

পাইবে ষাণ্ডনা ভারি,
হৃদিবিদারককারী

বাজিবে হৃদয়ের শেল ; যদি দিবারাতি
কঁদিবে নীরাস, যেন নিদায়ে ব্রততী !

১১

নূতন যৌবনে তুমি স্থখে পশিরাছ, সখে,
(প্রেমবাজ্য!) আজি সেকারণ,
বিধাতা সময় হয়ে,
প্রেমের আধার লয়ে
সযতনে তব করে করিল অর্পণ ;
স্বর্গীয় এ মহাদান!—কি আছে এমন ?—

১২

অমৃত মুকুতা মণি কনক রজত, সখে,
এর সহ তুলনা কি হয় ?
বসন্ত কুসুম রাশি,
শবতের পূর্ণ শশী,
এ হেন দানের পাশে মানে পরাজয় ;
যা কিছু স্থন্দর ; কিন্তু এর সম নয় !

১৩

যত কিছু প্রজাপতি মনোহর করি, সখে,
গড়েছেন জগত মাঝার ;
সেই বিধি নিরঞ্জে
বদিত্য অমৃত মনে,
মনের মতন করি—রচনার সারি—
গঠিলা রমণী-বিধি, রাবিতে সোনার ।

১৪

বিধি-গুণে সেই নিধি পাইলে সময়ে, সখে,

এবে তুমি স্নাত্য-অধীন !

কুটিল স্নেহের ফুল,

দাম্পত্য-প্রণয়-মূল

অক্ষয় হইয়া দৃঢ় হোক দিন দিন ;

নবীন প্রণয় হোক অবাধে প্রবীণ ।

১৫

নিখুঁত প্রণয়-বশে নিখুঁত হৃদয়ে, সখে,

অবিরল স্মরসিত হও !

প্রেমের পুতলী সনে

প্রেম-ভাব-সন্তাবণে,

বিশ্বজয়ী প্রেম-গুণ শতগুণে গাও !

প্রেমের অমর ভাব আঁকিয়া দেখাও ।

১৬

শর্করা মিশিলে যথা পরসের সনে, সখে,

কিবা মধুরতা ধরে তায় !

পুরুষের সনে তথা

পত্নীর-হস্তে গাঁথা

হইলে রমণী, তাহে উৎসাহ বেড়াই

প্রাণ-সার্থী ! স্বধা কে আর স্মার ?

১৭

এত দিনে সে মাধুরী তোমা ছই জনে, সখে,
স্বত্রপাত হ'ল উঠিবার ;

হৃদয় খুলিয়া দিলে,

নব প্রণয়িনী লসে,

নব প্রেম-সুখ-হৃদে দাও হে সীতাব ;

প্রেমের জগতে কব প্রেমের বিস্তার ।

১৮

আরো ছটো কথা বলি, অভিন্ন-হৃদয়-সখে,

প্রেম-শিক্ষা শিখ হে যতনে,—

প্রবেশিয়া উপবনে,

সহকার তরু সনে

সুজড়িত লতিকায় দেখিও নয়নে,

দাম্পত্য-প্রণয়-শিক্ষা আছে সে দর্পণে ।

১৯

প্রভাতে অরুণ রবি উঠিলে গগনে, সখে,

দে'খ তুমি চাহিয়া তখন

একবার দিনকরে,

আরবার সরোবরে

নব বিকসিত চারু নলিনী-বদন,

দাম্পত্য প্রেমের তাহে আছে দরপণ ।

২০

পূর্ণিমা-মিশাকালে গিয়া সর-ভীবে, সাথে,
 ভাল ক'রে বারেক দেখিও ;
 শশী পেয়ে কুমুদিনী
 কত দূর আমোদিনী !
 দাম্পত্য-প্রণয় তাব যতনে শিখিও ;
 ভোল পাছে, সেই হেতু হৃদয়ে লিখিও ।

২১

একপে প্রণয়-শিক্ষা শিখিলে, প্রণয়ী সাথে,
 কি যে প্রেম জানিবে বিশেষ,
 চিবকাল স্নেহে ববে,
 প্রকৃত প্রণয়ী হবে,
 হৃথের সংসাবে সুখী হইবে অশেষ ;
 পল্লভ কমল ফুল দেখায় সবসে ।

২২

আরো হুটো কথা বলি, ওহে ও প্রাণেশ সাথে,
 যে পুরুষ বিমুখ জামায়,
 চিরজীবনের প্রিয়া,
 তারে দূরে ত্যাগিয়া,—
 (মণিরে-ফণীর সহ) দাম্পত্য জামায়
 লক্ষ্যে বা আলক্ষে ভবে, কখনো তাহার

২৩

দিও না এখন আর নিকটে আসিতে, সখে,
বিষ সম ভাবিও তাহার ;

তোমার নবীন প্রেম
কবিত অমল হেম,—

লম্পট পুরুষ তাহে কলঙ্কের প্রায় !
গোরসে গোচনা,—বিষ মিশিবে সুধায় ।

২৪

ভাল কথা মনে হ'ল ; মনে যেন রয়, সখে,
'বিচ্ছেদ' অবাতি নিরদয়

প্রণয়ের পাছে পাছে
অলক্ষ্যে নিম্নত আছে,

যেসিতে দিও না কাছে, মনে যেন রয় ।
প্রণয়িনী ছাড়া হ'লে ঘটিবে সে ভয় ।

২৫

যা কিছু বলিহু আমি, ভুল না ভুল না, সখে,
সখা তুমি, তাই হে তোমায়

বলিহু এ কটি কথা ;
নতুবা কি মাথা ব্যথা

পর জমে বলিবারে ? কি লাভ তাহার ?
অপরে পরের কথা কে রাখে কোথায় ?

২৬

শেষ কথা এই বার বলি বাস্তবনে, সখে,
 আজি তুমি যাঁহাব রূপায়
 লভিলে অমূল্য নিধি ;
 নিরবধি সেই বিধি
 রাখুন নীবাগে স্নেহে তোমা ছুজনাথ ;
 বিবাহের মুখ্য ফল ফলুক স্বরায় ।

কালের শৃঙ্গবাদন ।

১

“যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর ববে,
 চেতুক, জাণ্ডক, জগতজন ;
 ছাড় হহ্কার, কাঁপাও আকাশ,
 সে হহ্কার-নাদ বহুক বাতাস,
 নীববে থেক না—হরো না হতাশ ;
 ছাড় হহ্কার, কাঁপাও আকাশ,
 চেতুক, জাণ্ডক, জগতজন ।”

২

এত বলি কাল করাল বদনে
 রাখিল সে শৃঙ্গ অতীব যতনে ;
 বাজিয়া উঠিল প্রতীর নিকণে,

ছুটিল নিনাদ সমীর মিলনে,
 পুরিল আকাশ, কাঁপিল ভূতল,
 কাঁপিয়া উঠিল হিমাদ্রি অচল ;
 কোটি কোটি বাব প্রতিধ্বনি উঠে,
 দিগদশ ব্যাপি চাবিদিগে ছুটে ,

চমকিত-চিত জগতবাসী ।

কালেব সে শৃঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর,
 অযুত কুলিণ তাহার কিঙ্কর !
 সহসা প্রলয়, হেন বোধ হয়,
 জগত-নিবাসী আকুল-হৃদয় !
 ভূধর সাগর উঠিল কাঁপিয়া,
 তরু পড়ে ভূমে হৃদয় চাপিয়া ;
 তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হয়,
 আবার তরঙ্গ উঠে হয় লয় ;
 অকেন সাগর সকেন হইল,
 তুলারাপি যেন সলিলে ভাসিল ;
 কেশরি-নিনাদে অপর কেশরী
 উঠে লাফাইয়া হৃৎকর করি ;
 কালশৃঙ্গ ববে গর্জিল সাগর ;
 তা সহ সমীর ছাড়ে ভীম স্বর ;
 বুঝি রে প্রলয় জগতনাশী !

৩

প্রেমের আদর্শ বনেব ভিতরে,—

জড়িত লতিকা তরু কলেবরে,

হায় বে, সে নাদে পৃথক হইল,

প্রণয়-বন্ধন ছিড়িয়া পড়িল ।

সোহাগিনী লতা ভূতলে গড়ায়,

বিবহে পাদপ শাখা আছড়ায়,

অবশেষে সেও পড়িল ভূমে ।

তরুলতা-ভূষা কুম্ভম নিকর

বৃন্তহীন হয়ে পড়ে ঝর ঝর ;

দম্ভা-পরজনে গৃহস্থ যেমন

ভয়ে জড়সড়, লুকায় রতন ।

স্তনপায়ী শিশু ছাড়ে স্তনপান,

ভয়েতে জননী ব্যাকুলিত প্রাণ !

শরিত দম্পতী সহসা জাগিল,

কুম্বপনে যেন স্নানিতা ভাঙ্গিল !

গ্রীবা বাঁকাইয়া দয়িত-গ্রীবার

ছিল বিহঙ্গিনী প্রেম প্রতীক্ষায়,

সহসা গুনিয়া কাল-শৃঙ্গ-রব

চমকিত-চিত, করি কলরব,

বিহঙ্গ সহিত উড়িল ব্যোমে ।

৪

“যতনের শৃঙ্খ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগতজন্ম ;
ছাড় হুহুকার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুকাব-নাদ বহুক বাতাস,
নীরবে ধে'ক না—হয়ো না হতাশ,
ছাড় হুহুকার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগতজন্ম ।”

৫

এত বলি কাল গভীর আওরাজে
বাজাইল শৃঙ্খ, সুগভীর বাজে,—
“জয় জয় কাল ! অসীম অক্ষয়,
অতুল ক্ষমতা তব বিশ্বময় ;
তুলনায় কেহ তব তুল্য নহ,
তব পরাক্রম সাধ করে জয় ।
কত আখণ্ডল, কত পঞ্চানন,
কত চতুর্ভুজ, কত নারায়ণ,
কত কত শশী, কত কত ভাস্কর,
কত গ্রহপতি, কতই কুশাস্ত্র,
অসংখ্য জগৎ, তারা অগণন,
অসংখ্য জলধি, ভূধর, কানন ,
পশু পক্ষী কীট মানব নিচর ।

তোমার প্রতাপে হ'তেছে বিলয় !
 তোমারি প্রতাপে সকলি আবার
 হ'তেছে সৃজিত কত শত বার ;
 গড়িতে ভাঙিতে—ভাঙিতে গড়িতে
 তব সম, বল, কে আছে জগতে ?

কে ধরে কনকতা তোমার মত ?
 জগত কিরূপ আছিল প্রথমে,
 এবে বা কিরূপ তব পরাক্রমে ।
 ছিল যেটি কাল নয়নরঞ্জন,
 কেন আজ তারে দেখিনা তেমন ?
 ছিল যেটি কাল অতি কদাকার,
 কেন আজ সেটি শোভার আধার ?
 তব ইন্দ্রজালে এইরূপই হয়,
 'চির দিন কতু সমান না হয় !'
 এই মহামন্ত্র কোথা শিখেছিলে ?
 এই মহামন্ত্র কে জোবারে দিলে ?
 এ মন্ত্র লভিলে ক'রে কি ব্রত ?

৬

"প্রাচীন মিসর গৌরব-আগার ;
 প্রাচীন পারস্য রতন-ভাণ্ডার ;
 পুরাতন রোম, গ্রীশ, বাবিলন
 কি ছিল, হার রে, এবে বা কেমন !

তুধু আছে নাম, সে ভাব কোথায় ?

কেন হেন হ'ল ? কাব ক্ষমতায় ?

তোমাবি ক্ষমতা এই কথা কয়,

‘চিবদিন কতু সমান না রয় ।’

কালেব ক্ষমতা অপ্রতিহত ।

সোণার ভারত পার্শ্বব অমরা

যশে শুণে ধনে পূরেছিল ধবা ,

চঞ্চল কমলা অচল হইয়া

ছিল। বিবাজিত, কমলে ভূষিয়া ;

অসংখ্য-রসনা-ধরা সমাগরা

‘সোণার ভারত ভূতল-অমরা’

এ কথা নিরন্তর সঘনে গারিত,

প্রতিধ্বনি উহা বহিয়া ধাইত ;

দেব-কল্লোলিনী ভুলিয়া লহরী

ইহাই গারিত অহুঁদে বিবরি ;

প্রণয়িনী সহ বিহঙ্গের দল

কল-কর্ষে ইহা গারিত কেবল ;

শীকর-রসিত শীতল পবন

ইহাই গারিত ছাইরা গগনে ;

প্রভাতে—নিশীতে—সৌধুলি সময়ে

নব নব বেশে প্রকৃতি সাজিয়ে,

গারিত বাজারে যত সপ্তম্বরী ;—

‘সোণার ভারত ভূতল-অমবা ;
কে বল, ভূতলে ভারত মত ?’

৭

“ ভারতের কবি, প্রকৃতি-পালিত,
বাজাইয়া বীণা বিপিনে গায়িত ,
কবির কল্পনা নন্দনকানন;
কবির কল্পনা অমর-ভুবন ;
স্বর্গ-মন্দাকিনী সুধা-প্রবাহিনী
কবির কল্পনা, অলীক কাহিনী ;
দেব-কল্পতরু; পারিজাত ফুল ;
চিব-সুখময় স্বরগ অতুল—
কবির কল্পনা; নতুবা সে সবে
কে ভাবে প্রকৃত ? কে দেখেছে কবে ?
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভাবত মাঝারে ;
স্থির করি দেখ নরনের তারা ;—
‘সোণার ভারত মরতে অমরা ।’
পবিত্র ভূধর দেব হিমালয়
ভুয়ার-মণ্ডিত চিরশোভাময় ;
পুণ্যতোরমরী জাহ্নবী তটিনী,
পুণ্যতোরমরী কলিঙ্গ-নন্দিনী
হিমাদ্রি-সমুদ্র, ভারতের হিরা

অমৃতের ধারে নীতল কবিতা,
 অবিবাহ গতি—ধাইছে সাগবে ;
 বাহ প্রসাধিতা সাগবো আদবে ।
 নটন-নিগুণ লহবী নিকর
 উঠিছে—পড়িছে—ধনি তব তর ।
 কুসুমিত বন, পাদপের শ্রেণী
 শাখায় শাখায় বিনাইয়া বেণী,
 ডগায় ধবিতা কুসুম-রতন,
 দেখ রে চাহিয়া, শোভিছে কেমন ।
 বীবধের ভূমি ভারত-ভবন,
 ভারত-সন্তান বীর-জীবন ;
 স্বাধীন-রবি ভারত-গগনে,
 দেখ রে চাহিয়া, অযুত কিরণে
 দশদিশি সদা করিছে উজ্জল,
 প্রতিভাত তাহে আকাশ ভূতল,
 আকাশের রবি কত তেজ ধবে ?
 শত শত রবি এ রবি-গোচরে
 মানে পরাজয়, ধরার পিছনে
 লুকাইয়া সলাজে লোহিত বদনে !
 প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
 আশা কর, এস ভারত মাঝারে ;
 স্থির করি দেখ নবনের তারা ,

‘সোণার ভারত মরতে অমরা ।’

কে বল, ভূতলে ভারত মত ?”

এই গীত গেয়ে, কণেকের তরে
 নীরবেতে শৃঙ্গ রাধিয়া অধবে ;
 বিরাম লভিলা অবিনাশী কাল,
 পুন বাজাইলা—গভীর—বিশাল ;
 গর্জিত জলদ যথা কণতবে
 নীরবিয়া পুন ডাকে ভীম স্বরে ।

“সোণার ভারত হয়েছে বিলম্ব,
 এবে রে ভারত যমের নিরম্ব !
 অবিনাশী কাল ! তোমার শক্তি,
 কবেছে ইহার এহেন দুর্গতি !
 সেদিন যাহারে অনন্য যতনে
 সাজাইয়াছিলে অতুল রতনে,
 ভুবনের সুখ একীভূত করে
 রেখেছিলে যার হৃদয়-কন্দরে ;
 দেব-তুলি ধরি হরষিত চিতে,
 রূপরাশি যার নিয়ত আঁকিতে ,
 তব কূট-চক্রে সে ভারতভূমি
 এবে বা কিরূপে ঘুরিতেছে ভ্রমি !
 অস্থিচর্মসার তব পদাঘাতে,
 অধীনতা-পাশ বাধা ছুই হাতে !

অবিরল অশ্রু ঝরিছে নয়নে,
মলিনতা মাখা অমল বদনে,
তব অজ্ঞাঘাতে অরুত শবীর
বিকৃত হয়েছে—বহিছে রুধিব !
যে জাতির তেজে সমগ্র ভূতল
প্রতি লহমায় হইত চঞ্চল ;
সেই জাতি এবে শবেব মতন
পড়িয়া ভূতলে করিছে লুপ্তন ।
সেই এক দিন এ জাতির ছিল,
তোমার অতঙ্গি তাহা ঘুচাইল,
উন্নত শিরস হয়েছে নত ।”

৮

এত বলি কাল, ক্ষণেকের তরে,
কি জানি, কি অরি ব্যাকুল অন্তরে
নীরবিয়া, শূন্য পুন বাজাইল,
এই কাট কথা আকাশ ছাইল ;
“মাতৈর্মাতৈঃ, ভাবত হুখিনি,
পোহাইবে তব দুখের যামিনী ;
মাতৈর্মাতৈঃ, ভারতবাসি !
কাল-চক্র ঘোর পবিবর্তনীয়,
ববি শশী সম চিরগতিময় ।
মাতৈর্মাতৈঃ, আবার সুধিন ”

আসিবে খুরিমা, হইবে বিলীন
বভেক বাতনা বিগদ রাশি।”

শুকপক্ষী ।

১

ভাগ্যে আজি আসিলাম হুঁরধূনী-তীরে বে,
ওরে পাখি, তোবে তাই দেখিছ শাখায় ।
কি হেতু নীরব হলি ? গাও কিরে কিরে বে,
কেন ভয় ? ভালবাসি আমি বে তোমার ।
জুড়া'তে তোমার গানে, কতবার এইখানে
আসিয়াছি, দেখিয়াছি শাখায় শাখায়,
কিন্তু হার, একদিনও দেখিনি তোমার ।

২

আজি পাইয়াছি তোরে বিহঙ্গ-ভূষণ রে,
অমির জ্বলিত গলে বারেক শুনাও
সেই গান, যেই গানে পুরাও গগন রে,
যেই গানে জগতের পিণাসা মিটাও ।
কোনক্রমে ছাড়িব না, এক পাও নড়িব না,
গাও গান, না গারিলে মোর মাথা খাও,
শাখি-শাখে ব'সে পাখী একবার গাও ।

৩

স্থলে জলে ধীবি ধীরি বহিছে পবন রে,
 ঝুরু ঝুরু বব হয় পাতায় পাতায়,
 কলববে কল্লোলিনী কবিছে গমন বে,
 চঞ্চল লহরী-কোলে লহরী খেলার ;
 নব কিসলয়-কোলে বিকচ কুসুম দোলে ;
 সমীর অধীর হয়ে চুম্বিয়া তাহার,
 উড়ারে সুরঞ্জি রাশি আকাশে ছড়ায় ।

৪

অরুণবরণময় তরুণ অরুণ রে,
 ঐ দ্যাক্, উঁকি পাড়ে পূব গগনে ;
 নয়ন-বিভায় তাঁর পল্লব তরুণ রে
 সবুজে লোহিতে শোভে নবীন বরণে ।
 ডাল পালা ব্যবচ্ছেদে, পরিসব ভেদাভেদে,
 পড়িছে ভাসুর কব জাহ্নবী-জীবনে,
 সে জানে এ শোভা, যেই দেখেছে নয়নে ।

৫

এমন সূখের স্থলে—সূখের সময় রে,
 যে আশা কবিয়া আমি আদিয়াছি আজ ;
 সে আশা পূরাও, পাখি, হয়ো না নিদ্র রে !
 পর-উপকার করা দয়ালুর কাজ ।
 বনের বিহঙ্গবর, ছাড়িয়া মধুর স্বর

আশা তিবপিত কর, জুড়াও শ্রবণ,
তুবা নাশ বস-ধারা কবিতা সিঞ্চন ।

৬

বহু দিন মধুময় গান শুনি নাই বে,
তাই সে তোমাব কাছে মিনতি আনাব,
নবের সাধিত কণ্ঠে, শুনিতে না চাই বে,
কৃত্রিম সঙ্গীত, শুণ কি আছে তাহার ?
স্বভাবের পাখী তুমি, তাই ভালবাসি আমি
শুনিতে তোমাব গলে সুধার বন্ধাব ;
গাও রে গায়কবব, গাও একবার ।

৭

পুরুষের কণ্ঠবব বিষ বোধ হয় বে,
আমাবে লাগে না ভাল, আসিরাছি তাই
শুনিতে তোমার, শুক, স্বর মধুময় বে,
শুনাও, শুনিয়া পুন গৃহে ফিরে যাই ।
যদি, পাখি, বল তুমি,—‘সঙ্গীতে ভাবতভূমি
অদ্বিতীয়া ধরাতলে, তুলনাই নাই’ ।
বাস্তবিক ছিল আগে ; এখন বড়াই !

৮

রমণীর কণ্ঠ, পাখি, জানি সুধাময় রে,
কিন্তু এবে কোন্ নারী সে সুধা বিলাস ?
খেমটা-বাইব গলে—শুনে ঘুণা হয় রে !

যদিও রমণী কণ্ঠ—কে শুনিতে চায় ?
 যে শুনিতে চায় চা'ক, নে সুধা যে খায় খা'ক ।
 আমি তা চাহি না, পাখি, তুমিই আমার
 শুনাও , তোমাৰি গান মধুব শুনাও ।

৯

এবে রে, বিহগবর, এ বঙ্গভবনে রে,
 অই দ্যাখ্, ঘরে ঘরে বিবাহ পূজায়,
 থেম্টা বাইরে লগ্নে বঙ্গসুতগণে রে,
 মাতিছে রসিত হয়ে সবিস সুরায় ।
 মন খুলে লাল জলে, উঠিছে রমণী-গলে
 গীত-ছটা । শ্রোতাগণ সাবাসে তাহার ।
 নরকে ভূতের দল পেতিনী নাচার ।

১০

ভারতেব সে সুদিন ঘুচিয়া গিয়াছে রে,
 পুৰনারী গীত-ধারা বরষে না আর ।
 উত্তরা বিরাট-সুতা এবে কেউ আছে রে,
 শুনা'তে বিত্তক গান ভারত মাঝার ?
 বারনারী গায় গান, লম্পটেরা ধরে তান,
 মদিরার গন্ধ উঠে ।—উঠে রে উল্কার !
 ভারত ডুবেছে এবে নরক মাঝার ।

১১

তাই রে, বিহগ, তোর মনভোলা গান রে
 শুনিতে এসেছি আজ ত্যজিয়া ভবন ;

গাও স্থখে একবার, জুড়া'ক্ পরাণ বে,
 মিটুক বাসনা—সুখী হউক শ্রবণ !
 বাগ্মীকি, বেদবাস, ভবভূতি, কানিদাস,
 শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ যত কবিগণ
 গেয়ে গেছে কত গীত জগতমোহন ।

১২

তাব পর জয়দেব কবিশ্রী-কাননে বে
 'বাধাকৃষ্ণ' বুলি—চিবমিশ্রিত সুধায় ।—
 ঢুলি ঢুলি ঢেলেছেন বঙ্গের শ্রবণে রে,
 নিদাঘ-তৃষিত কণ্ঠে অমৃতের প্রায় ।
 বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালীদাস, কৃত্তিবাস,
 ভারত, মুকুন্দরাম, প্রসাদ*, ঈশ্বর
 গায়িলেন কত গীত বঙ্গের ভিতর ।

১৩

আর এক পাখী, পাখি, কি কব তোমায় রে,
 সে পাখীর নাম ছিল 'শ্রীমধুসূদন' ;
 ডুবায় গিয়াছে বঙ্গ অক্ষর সুধায় রে,
 সে সুধায় বসুধায় সুখী সব জন :
 কি যে মধুরিম গান, কি যে মধুরিম তান
 ছাড়িত সে কলকণ্ঠী, হবে কি তেমন ?
 সে পাখী গিয়াছে উড়ি ছাড়িয়া কানন ।

১৪

সেই পাখী—শেষ পাখী বজ্রব কাননে রে,
গাথিতে গাথিতে গান পালা'ল যে দিন;
সে দিন হইতে স্মৃধা পশে না অবশে বে!
তেজাল বাসনা মোব হযেছে মলিন!
আধুনিক কবি যাবা, ছাতাবে, বায়স তারা!
নীরস কর্কশ রবে গায় প্রতিদিন।
শ্রুতিমূলে বাজে যেন তন্ত্রহীন বীণ!

১৫

এসেছি সে হেতু তোব গান শুনিবাবে বে,
তোমা'বি মধুব গান শ্রবণরঞ্জন।
কেন দেবি, ওরে পাখি? স্মমধুব ধারে বে
নীবস মানসে বস কব ববিষণ।
প্রেমসী বিবাহে কেহ ত্যজিয়া সংসার গেহ,
আসিবা তোমাব কাছে করে আকিঞ্চন
শুনিতে তোমাব গান ভুবনমোহন!

১৬

জুড়াও তাহারে তুমি স্মৃধা বরিষণে রে,
নিদাঘে নীরস গাছে যেন জলধর
মধুর শীতলতব সলিল সিঞ্চে রে
নবীন পল্লবময় করে কলেবর।
যতক্ষণ তুই তারে ভিজা'ন্স সঙ্গীত-ধারে,

বিবহ-যাতনা তাব হয় বে অস্তব,
চুখেব জগতে তুই সুখেব আকব।

১৭

কিন্তু, পাখি, বিবাহেব যাতনা কেমন বে,
(প্রেমদী বিবহ) আজো জানি না তাহার।
বিবহ-শাস্তিগ গানে নাহি প্রয়োজন যে,
যাব যা বাসনা যায়—তাহাবে সে চায়।
অতএব'ষে আশাষ এসেছি, পূবাও তাষ
সঙ্গীত মাধুরী ঢালি, নিবেদি তোমায়,
তুমি বই সে সঙ্গীত কে আব শুনায ?

১৮

জগতে স্বাধীন জীব তুমি শুকবব বে,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও,
সেই গান ভাল বাসে আমার অস্তব বে,
বাবেক সে গান গেয়ে হৃদয় জুড়াও।
সে গান তুমি না হ'লে ভাল লাগে কার গলে ?
তাই বলি, বনমণি, একবার চাও,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও।

১৯

ভারত এখন, পাখি, পরের অধীনী বে,
অধীনী মায়েব কোলে, ওবে শুকবব,
অধীনো আশ্রয়। ঐ চুখ-নিশিধিনী রে
করেছে সঁাধার, হার, হার-অধর !

দেখ, পাখি, পলে পলে, নয়ন ভাসিছে জলে,
অধীনতা-হলাহলে অন্তব কাতর ।
বড দুখী, পাখি, মোরা জগত ভিতব !

১

১০

আমাদের প্রতি বিধি বডই নিদয় বে,
পাবব পাছকা তাই শিব পাতি বই ।
পব-পদাঘাত চূর্ণ হযোছ হৃদয় বে,
না পাবি সহিত, তবু ম'বে ম'বে সই ।
খেতে, গুতে, দিনে বেতে, বিষম বাতনা পেতে
আমাদের মত জাতি এ জগতে কই ?
সবাই স্বাধীন, সুখী ;—আমবাই নই ।

২১

এ ভাবত একদিন, বিহঙ্গ-বতন বে,
ভূতলে স্ববগ ছিল, কে ছিল তেমন ?
পশ্চিমে দক্ষিণে পূর্বে জলধি বেঁটন বে,
উত্তরেতে হিমালয় ভূধর-রাজন ;
বাধা ছিল আট ঘাট, দুই দিকে দুই ঘাট,
শত্রু-বল-অববোধী প্রাচীর মতন,
তিন ধাবে জলধির পবিধা-বেঁটন ।

২২

যমুনা জাহ্নবী আদি তটিনী নিচয় বে,
রজত জিমিত হার ভারত-গলায়,
সুবিশাল দেহ খানি মণি-ধনিস্বর রে,

কবরী শোভিত নব লতিকা-মালায় ;
 সুবাস কুসুম বাস, পূর্ণেন্দু মধুর হাস,
 পবাজিত সব দেশ ভাবত বিভাষ ;
 শশাঙ্ক খদ্যোত-ভাতি যেমতি নিভাষ ।

২৩

হায় রে, বিহঙ্গবব, বিধি-বিডম্বনে বে,
 ভাবতেব, সে মূবতি মলিন হয়েছে ।
 নিষত পীড়িতা হয়ে বিজাতী শাসনে বে,
 সে রূপ ঘুচিয়া গিয়া কঙ্কাল বয়েছে ।
 আজিও সাগব নাচে, আজো ফুল ফুটে গাছে,
 আজিও হিমাদ্রি বটে উন্নত বয়েছে ;
 কিন্তু সে অমব ভাব ঘুচিয়া গিয়েছে !

২৪

আজিও ধাইছে ঐ জাহ্নবী যমুনা বে,
 দুলায়ে লহরীমালা অক্ষুট বাদনে ;
 আজিও লতিকাগুল কুসুম-ভূষণা বে ;
 আজিও আকব পূর্ণ বিবিধ বতনে ;
 কিন্তু বে তেমনতর হৃদয় শীতলকব
 দৈবীভাব নাহি আব ভাবত-ভবনে !
 'অধীনতা' গ্রাসিয়াছে কবাল বদনে ।

২৫

মধুব পূর্ণিমা বেতে জলদ উদয় রে,
 কিম্বা চির অমানিশি হয়েছে বিস্তার ;

অথবা অযুত দীপ পূর্ণালোকময় রে,
 নিবেছে ভাবত-মুখ কবিয়া আঁধাব ।
 নিশাচরী স্বধীনতা ভারত কনকলতা
 বিশাল বিষাল দাঁতে চৰ্কি অনিবার,
 কবেছে কি দশা—হায়—অস্থিচৰ্ম্ম সার!

২৬

তাজিয়া ভারত-লক্ষ্মী ভাবত-ভবন বে
 অপাব জলধি পাবে কবেছে গমন ;
 তাজিয়া চক্রমা যেন স্ননীল গগন বে,
 দৃষ্টি-অববোধী লগে হয়েছে মগন ।
 অঙ্ককার চাবি ধার, অন্ন বিনা হাহাকাব,
 পীড়নে ভাবতবাসী করিছে বোদন !
 ভাবত-সন্তান এবে মলিন-বদন !

২৭

পাখি রে, হবে কি পুন স্নদিন উদয় বে ?
 পুন কি ভারতে, পাখি, আনন্দ ছুটিবে ?
 পুন কি ভাবত-দুখ হইবে বিলয় রে ?
 স্বাধীনতা-জয় গান পুন কি উঠিবে ?
 পুন কি গৌরব-রবি দেখায়ে উজ্জল ছবি,
 এ আঁধাব বিনাশিরা গগনে ফুটিবে ?
 বোধ হয়, সে স্নদিন আর না ফুটিবে !

২৮

তাই বে, হতাশ হয়ে তোমার নিকটে রে
 এসেছি, গাও বে গান—গাও একবাব ,
 স্বাধীনতা এ কপালে যদিও না ঘটে রে,
 তবুও সে গানে সুখ হইবে সঞ্চার ।
 স্বাধীনতা গান বই, কোনো গানে সুখী নই ,
 তাই বে, স্বাধীন পাখি, মিনতি আমাব,
 অধীনের কাণে কব সে গীত আসাব ।

সারস্বত সম্মিলন ।*

১

দেবী সরস্বতী বঙ্গ-নিকেতনে
 বিভূষিত হয়ে কমল-ভূষণে
 বিরাজেন আজ কিসের কারণ ?
 কিসের কারণ বঙ্গ-সুতগণ
 পূজিছে দেবীকে কুম্ভমন্ডলে ?
 কিসেব কারণ দেবীপদপাশে
 বঙ্গবাসিগণ গলনগ্নবাসে,
 নগ্নন মুদিয়া ধ্যানে নিমগন,
 ভবের নিনাদে পূরিছে গগন,
 'জয় মা ভারতি!' সকলে বলে ?

* দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক 'কলেজ-রিব, নিয়ন্' উপলক্ষে রচিত ।

২

একি সেই বঙ্গ ? যে দিন যেখানে
ভারতী বসিয়া হৃদয়াসনে,
সুখে দেব-বীণা বাজায়ে যতনে
হাসিতেন সদা হবষ মনে ?
এই সেই বঙ্গ , কিন্তু, হায় হায়,
সে হৃদয় আব এখানে নাই ;
নীরস কুসুম নীবস শাখায়
ছলিছে বিষাদে, দেখিতে পাই ।

৩

তবে কেন আজ দেবী সবস্বতী
বিবাজেন ? আজ শ্রীপঞ্চমী তিথি ,
তাই ভারতীর শুভ আগমন ,
তাই ভারতীর তজন পূজন

আজি বঙ্গভূমে করিছে সবে ।

পুরুষানুগত প্রথা অহুসারে
এই এক দিন বঙ্গের মাথাবে ,
বাক্সালীর দণ্ড হৃদয় কন্দরে
দেব-ভাব কিছু আজিই সঞ্চরে,
যাব কাছে যাও, সেই বে কবে ।

৪

মতুবা তা ছাড়া
নিরানন্দ-ভূমি বঙ্গের ভিতরে

যন্ত্রণাব শ্রোত নিয়ত বহে ।
 পীড়িত বাঙ্গালী হৃদয়-কন্দরে
 সেই শ্রোতাঘাত নিয়ত সহে ।
 পবাক্রিত জাতি বাঙ্গালীনিচয়
 জেতৃজাতি-পাশে কীটেব মত ।
 হায় রে, এ কথা কহিতে হৃদয়,
 পুড়ে যায়, শুধু অশ্রু বত !

৫

কেন হে বিধাত, বাঙ্গালী গড়িলে ?
 যশ তবে ? কিন্তু কুযশ রাধিলে ,
 বল বল, বিধি, এ জগতী তলে
 বাঙ্গালীর মত আছে কি স্থখী ?
 বল হে বিধাত । বল একবাব,
 বাঙ্গালীব প্রতি এ কোন্ বিচার ?
 এই কি, বিধাত, করুণা তোমার ?
 বাঙ্গালীর হুখে তুমি হে স্থখী ?

৬

তুমিই, বিধাত, গড়েছ হৃদয় ,
 কাহার হৃদয় শুধেব তুমি ;
 বাঙ্গালী হৃদয় চিব-ছখ সময় ,
 এই কি, বিধাত, দয়ালু তুমি ?
 মানবে মানবে পক্ষপাতী হব,

দেবতাও কি হে তাহাব মত ?
কেহ ভুঞ্জে সুখ , কেহ দুখ সয়,
এই কি তোমার আমব ব্রত ?

৭

দেখ পদ্মযোনি, এ মহীমণ্ডলে
বাস্তানীবে ভীক কাপুরুষ বলে
কেন হে সকলে ? কি পাপেব ফলে
এত অপমান সহিত হয় ?
কি কুশ্লে, বিধি, গড়িলে বাস্তানী,
বহন কবা'তে কলঙ্কেব ডালি
এ জাতিব সৃষ্টি , নতু চিবকালি
এত বিডম্বনা কি হেতু সয় ?

৮

যা হ'বাব হ'ল , পবে যেন আব
এ কলঙ্কবাশি যা'তে না ঘটে,
সেইরূপ বিধি, বিধি হে, তোমাব
অবশ্য কবাই উচিত বাটে ।
বাস্তানীীর পানে মুখ তুলে চাও
পিপাসা মিটাও করুণা দানে ;
কুপায় যন্ত্রণা-অনল মিভাও,
হবষ ববষ বিবস প্রাণে ।

৯

এই 'বিদ্যালয় পুন সন্মিলনে'
 অনেক বাঙ্গালী এসেছে এখানে,
 চাও আজি, দেব, তাহাদেব পানে,
 তোমা বৈ, বল কে আছে আব ?
 যদিও ইহাবা মানসে পীড়িত,
 তবুও সকলে আজি হবষিত
 প্রিয় সন্মিলনে, কব আপ্যায়িত
 ববষি সবস ককণা-ধাব ।

১০

ভাই ভাই যদি বহে ঠাই ঠাই,
 তাব চেযে দুখ কি আছে ভবে ?
 ভাই ভাই যদি বহে এক ঠাই,
 তাব চেযে সুখ কি আব হবে ?
 আজি এ উদ্যানে বঙ্গ-সুতগণ,
 একত্রে মিলিত, কি আছে আর
 এক চেযে সুখ ? বিষাদিত মন
 প্রিয়-সন্মিলনে সুখী সবার ।

১১

এ হেন সুযোগে যেন এইখানে,
 হে বিধাত, তব দয়ার বিধানে
 ভাবী কুশলের স্ত্রুপাত হয় ;

কলঙ্কেব কালি যেন ধূষ যায ,
 যেন সবে হয় সূযশ-ভাগী ,
 একতা-বন্ধন, জাতীয উন্নতি,
 মনেব মিলন, শুভ কাজে মতি,
 পঞ্জরে পঞ্জবে স্বদেশেব মায়া
 থাকে যেন, যথা শবীবেব ছায়া,
 হোক সবে স্বীয ভাষাচুবাগী ।

১২

আকবে যেমতি হীবকাদি মণি
 জনমে তোমাব মহিমা-বলে ,
 সাগব যেমতি মুকুতাব ধনি ,
 পাদপ যেমতি ভূষিত ফলে ,
 এই ' বিদ্যালয় পুন্ম সন্মিলনে '
 তেমতি তোমার করুণা-বলে
 সুভাগ্য-হীবক, সূযশ-মুকুতা,
 একতা-সুফল যেন হে ফলে ।

১৩

নির্ঝরেব জন বিন্দু বিন্দু হরে
 স্রোতের আকারে যথা যায় বয়ে ,
 বান্ধালীর তথা হৃদয়-নির্ঝবে
 যে সব স্ফুটন্তা-জন-বিন্দু ঝবে,
 তব গুণে যেন ঐবল বেগে

বাধা-কূল ভাঙ্গি, স্রোতেব আকারে
 বাহ যায় এই ভূতল মাঝাবে ;
 সেই স্রোত-জলে অলীক কলঙ্ক,
 সেই স্রোত-জলে অপযশ-পঙ্ক
 ধুয়ে যায় যেন, থাকে না বেগে ।

১৪

বাঙ্গালি-হৃদয়ে যে দুখ-অনল
 জলে দিবানিশি প্রবল হয়ে ,
 নিভাবে তাহাবে সেই স্রোত জল
 প্রতি লোম-কূপে বাহিত হয়ে ।
 নিভিবে আগুন, জুড়াবে হৃদয় ,
 শীতল হইবে তাপিত মন ,
 মূর্ত্তিমতী শান্তি হইবে উদয়
 সেই স্রোত-জলে ধুয়ে চরণ ।

১৫

দেখিব সে দিন বাঙ্গালীর যশ—
 গাঘিবে সকলে পূরি দিগ্‌দশ ,
 দেখিব সে দিন বঙ্গের তমস
 হইবে বিলীন ; সুখ-তামরস
 ফুটিবে সে দিন এ বঙ্গ-সবে ;
 সেই দিন, বিধি, আমরা তোমারে
 ‘আমাদের বিধি’ কব বারে বারে ;

সেই দিন সবে মানসে জানিব'
'বিধি দয়ামব', অবশ্য মানিব
'বিবাতাব দয়া বাঙ্গালী'পবে' ।

প্রতিধ্বনি ।

১

কে লো অগ্নি বিজনবাসিনি ?
যে কথাটি কহি আমি, সে কথাটি কেন তুমি,
জড়িত ভাষেতে কুণ্ড, জড়িতভাষিনি,
কে লো অগ্নি বিজনবাসিনি ?

২

বিশেষ বিনতি কবি, সমীৰণ-সহচরি,
কহ তুমি, শূন্যময়ি, কহ লো আমায়,
তৃপ্ত কর কুতূহল, ত্যজি জন-কোলাহল,
বিবলে বিহব তুমি, কিসেব আশায় ?
যেখানে কেহই নাই, সেখানে তোমায় পাই,
বিশাল থিলান-গৃহে, ভূধর-গুহায়
সদাই তোমাব, ধনি, ধ্বনি শোনা যায় !

৩

সরল বাঁশবী করে, সরল সবল স্বরে,
সবল কৃষক ঘুবা সরল অন্তরে

ঐ যে বিটপি-মূলে, কি গায়িছে মন খুলে,
 তুমি সে মধুব ধ্বনি ধ্বনিছ সাদরে ।
 বিহগী বিহগ সনে, কুজিছে আনন্দ মনে,
 গায়িছে প্রেমের গান গাছেব উপবে,
 ধ্বনিছ সে ধ্বনি, তুমি, হরষ অন্তরে ।

৪

বল, লো পবনপ্রাণা, বল বল স্মৃচনা,
 যদিও বদন তব দেখিনি নবনে,
 কিঙ্ক যে নিয়ত শুনি যে কথাটি কও তুমি,
 পবেব কথায় কল্প তোমাব বদনে ।
 পবেব প্রত্যাশী হয়ে, পব-কথা ক'ষে ক'য়ে,
 কেন লো, অলক্ষ্যে ভ্রম ? ভেবে দেখ মনে,
 কোথায় গৌবব পব-প্রত্যাশি-জীবনে ?

৫

পরের উপবে ভব, করে লো সামান্য নব,
 অমব-কামিনী তুমি, তুমিও তেমন ?
 না না, তা কি কভু হয় ? তোমাব রসনা কয়
 যে ভাবে পরের কথা, নিঃস্বার্থ বচন ।
 অহৃদয় নীচমনা এ জগতে যত জনা,
 বিজ্ঞপকারিণী তোমা কহে অমুক্ষণ,
 আমি তা নারিব মুখে আনিতে কখন ।

৬

পবেব হুখেতে ছুখী, পবেব স্বেখেতে স্বেখী
 তুমি লো অমর-বালা, এ বিজন স্থলে ।
 কাঁদি যদি, কাঁদ তুমি, হাসি যদি, হাস তুমি,
 গাই যদি, গাও তুমি কত কুতূহলে ।
 নাহিকো তোমাব কাষা, নাহিকো তোমাব ছায়া,
 কেবল বচন স্বেধা বদন-কমলে,
 বচন কপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে ।

৭

আকাশ-বাণীব মত, শূন্য হ'তে কত মত
 ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা কও, গভীর-নাদিনী ।
 বড় আশা মনে মনে, কহ কহ, স্ববদনে,
 কে তুমি আকাশে ফিব, আকাশ-নন্দিনী ?
 কত বাব কত লোকে পড়ি নানা দুখ শোকে,
 বিজনে আসিয়া কাঁদি ভাসায় মেদিনী,
 আশ্বাস তাহাবে তুমি, আশ্বাস-বাদিনী ।

৮

জানিহু তোমাষ আমি, 'প্রতিধ্বনি' নামে তুমি,
 একাকিনী, কিন্তু হয়ে কথক-সঙ্গিনী,
 মনোমত যেই স্থান, কব তথা অবস্থান
 অলঙ্কে, অথচ হয়ে পবন-বাহিনী ।
 ভাল, আজি ভাল হ'ল, ঘন ঘন বল বল,

যেই কথা বলি আমি, হুথের কাহিনী ,
মোর সনে সেই কথা কহ, সুনাদিনি ।

৯

কি কথা কহিব আব, কিবা আছে কহিবাব ?
আনন্দেব কথা মোর কিছুই তো নাই ।
কাঁদিবার কথা আছে, তাহাই তোমাব কাছে
অশ্রুপাত সহকাবে আজি ক'য়ে যাই ।
এমনি দারুণ কথা, কহিতে দারুণ ব্যথা
হৃদয়েব অন্তস্তলে যদিও লো পাই ,
তবুও তোমাব কাছে আজি ক'য়ে যাই ।

১০

মহাপাপী সাবুদ্দিন বাহুগ্রাসে যেই দিন
ভাবতেব সুখ-শশী, অন্মায় সমবে,
গবাসিল চির তরে , ভাবত সে দিন ধ'বে
স্বর্গচ্যুত হবে মগ্ন নবক ভিতবে !
যদিও তাহাব পব, ক্ষণে ঝকি আশাম্বব
একটি নক্ষত্র ছিল দূব দূবাস্তবে ,
পলাশীতে তাও মগ্ন চিবকাল তরে ।

১১

প্রতিধ্বনি অমনি তখনি,
আমার হৃদয় ব্যথা মিলিত হুথের কথা
(নর-জীবনের, হায়, বিষাদের খনি ।)
কহিলেক জড়িতভাবিণী ,—

১২

‘মহাপাপী সারদিন বাতগ্রাসে যেই দিন
ভাবতের স্মৃতি শশী, অত্যাশ সমাবে,
গলাসিঁচ চিব তবে, ভাবত সে দিন ঐবে
স্বর্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নবক ভিতবে ।
নদিও তাহাব পব, ক্ষণে বাকি আশাস্বব
একটি নক্ষত্র ছিল দূব দূবাস্তবে,
পলাশীতে তাও মগ্ন চিবকাল তবে ।’

নিয়তি ।

হায বে ।
নিয়তির বা কার্য্য অবিচল,
আজ, নয় কাল ফলিবই ফল ।
কে তবে নিবাবে ? কাহাব শক্তি
দিবাইতে পাবে নিয়তির গতি ?
এত বে নিয়তি । শক্তি তোমাব,
তুমি বিশ্ব মাঝে শক্তি মুদাধাব ।
ঐ যে প্রচণ্ড দীপ্ত দিবাকর,
—অগ্নিময়ী মুক্তি, তেজ ভবকব ।—
বালকপে তবে ক্ষণ কব গ্রাস,
ক্ষণ পুন ছাড়ি প্রবাস নিখাস,

নির্ঝাত জগতে সিংহনাদ ছাড়ি
 সাগবে আছাড় পাদপ উপাড়ি ;
 নিম্নেষ অনা'সে কত কি বিনাশ,
 অট্ট অট্ট হাসি—বিভ্রম বিনাস ।—
 বাজাষে বগল দাও রসাতলে
 স্ববগ মেদিনী, কবাল কবলে
 ধ'বে ধ'বে গিল বিশ্ব কোটি কোটি,
 কত বিশ্ব ভাঙ্গ উলটি পাশটি ।
 ঘো লো বসনা, কবাল বদনা,
 অশনি গঠিত অটুট বদনা,
 ঘোব উন্মাদিনি, গম্ভীরনাদিনি,
 ভবঙ্করী কপা সর্ক উৎসাদিনি,
 কধিব পান্নিনি, সমব বজ্রিনি,
 সর্কসংহাবিনি, চিব উলঙ্গিনি,
 বণ-বঙ্গ ভূমে প্রবিশ যখন,
 ঘটাও তখন কি যে কুঘটন,—
 এক এক বাব বিকট হাসিয়া,
 ধমকে ঠমকে দমকে নাচিয়া
 অযুত অযুত বিনাশ মানবে ;
 পিষি রক্তধাবা, গর্জ্জ ভীম রবে ।
 কি যে বিভীষণ সে দৃশ্য তখন,
 অনন্তও নারে করিতে বর্ণন ।

কত পদাতিক, কত সেনাপতি,
 কত হাতী ঘোড়া, কত নরপতি
 ত্রিবিপিতে তব কধিব পিপাসা,
 অস্ত্রে অস্ত্রে ছাড়ে জীবনের আশা
 অধি বে নিয়তি। বল বল বল,
 জীবনেব ব্রত এই কি বেবল?
 না না না, তা নয়, ব্রত উদ্বাপন
 কব শেষে নাশি অসংখ্য জীবন।
 প্রবেশ কবিয়া শান্তিগম্য স্থানে,
 বিকট বদনে, আবক্ত নয়ানে
 'মহামাবী' কপে বলি 'মাব মার'
 কোটি কোটি জীবে কব বে সংহাব।
 *দযাবে ঠেলিয়া বাম পদাঘাতে,
 নিষ্ঠুরতা সহ খড়্গ লবে হাতে
 ছিন্ন ভিন্ন কব জনপদ গ্রাম,
 নষ্ট কব কত মূবতি স্মৃঠাম।
 হহুঙ্কাবে তব উঠে হাহাকাব,
 তবঙ্গিত হয় শাস্ত পাবাবাব,
 'পালা বে—পালা রে' শব্দ চারিধাবে,
 'গেল বে সকলি, গেল ছারখারে।'
 কত পিতা মাতা স্নেহেব আধার
 প্রাণাহতি দেয় কবলে তোমার।

বালক বালিকা—কে কবে গণন—
 তোমাব কবলে অরণে জীবন।
 নবীন প্রণয় অঙ্কুব ভাস্কিয়া
 কত দম্পতীবে ফেল বে গিলিয়া।
 হৃদয়-কবাট তোমার দাপটে
 কতক্ষণ থাকে?—ফটাকট ফাটে।
 নিশিত দশনে পেষিত হইয়া,
 অস্থি রাশি রাশি যায় গুঁড়াইয়া।
 শনিব দৃষ্টিতে যেইমাত্র চাও,
 দেহ হ'তে কত মন্তক উড়াও।
 লোকে লোকাবণ্য বিশাল নগর
 তব দৃষ্টিপাতে হয় জর জর,—
 জনপ্রাণীশূন্য মরুভূমি প্রায়
 তব নেত্রানলে দগ্ধ হয়ে যায়।
 অধি বে নিদয়ে। ত্রুত উদ্দ্যাপন
 এতই কি তোর হয় সমাপন?
 কখনই নয়—কখনই নয়,—
 অকুল সাগবে ঝটিকা সময়
 উগ্রচণ্ডা বেশে অট্ট অট্ট হেসে,
 উন্নতায় মত্ত এলাষিত কেশে,
 অসংখ্য তরলী ঘূষায় ঘূষায়ে,
 পাকসাটে, দাও সলিলে ডুবায়ে,

শত শত প্রাণী জলে ডুবে মবে।
 সহায় বিহীন, কেবা ধোঁজ কবে?
 অগ্নি রে নিদ্রয়ে! ত্রুত উদ্দাপন
 এতেই কি তোব হয় সমাপন?
 কখনই নয়—কখনই নয়,—
 ও তোর পাষণ কঠিন হৃদয়
 জিহ্বাংসা আচাবে দ্রবে কি কখন?
 বস্ত্রে অসি-ধাব হষ কি নবম?
 অগ্নি বে পিশাচি।—বাক্সি।—ডাকিনি।—
 পাপবৃত্তিময়ি।—ক্রূবা।—মায়াবিনি।
 পাপফল প্রদ ত্রুত উদ্দাপন—
 ক'রে পুণ্যফল লভিতে মনন?
 কোন্ শাস্ত্রে লেখে?—কোন্ বিজ্ঞ বলে
 পাপময় কাজে পুণ্যফল ফলে?
 কোন্ পুরোহিত এ প্রবৃত্তি তোরে
 দিয়েছে, নির্দয়ে, বল্ সত্য ক'বে?
 আশ্চর্যিক মস্ত্রে—আশ্চর্যিক ত্রুতে,
 রে নিয়তি। ত্রুতী হইলি কি মতে?
 তোব ধর্ম দেখে জ্ঞা মনে হয়,
 তোর কর্ম দেখে ক্রোধে হৃদি দয়।
 রে সর্বনাশিনি! ধর্মভয় ছেড়ে,
 অধর্মের পথে ধাও তেড়ে তেড়ে।—

সর্বনাশ-মাস্ত্র ব্রত উদযাপন
 কবিতে কে তোবে কবিল সৃজন ?
 এত ক'রে তোব পুরে না বাসনা ?
 এত ক'বে তোব বসে না বসনা ?
 দেখ্ বে পিশাচি । কি জঘন্তা কাজ
 ক'বেছিস্, পবি পিশাচের সাজ ।
 দেখ্ নিশাচরি । দেখ্ রে নয়নে,
 যদি দৃষ্টি থাকে--থাকিবে না কেনে ?
 অন্ধ যদি তুই, হ'তিস্, পামবি ।
 শাস্তি বিরাজিত দিবস শরৎবী ।
 দেখ্ নিশাচরি । দেখ্ একবার
 শোচনীয় দৃশ্য সমুখে আমাব,—
 'সোণার ভারত' ভাষে পরিণত ।
 সৌভাগ্য-তপন চির অন্তগত ।
 করুণা, মমতা, ধর্মভয় ভুলি
 সমুদাতা দিতে ভারতেরে বলি ।'
 রনগী হইয়া রমণীব প্রীতি
 এত অত্যাচার ? বিক্ বে নিয়তি !
 সরোবর-জলে দিবাকর-করে
 বিকচ নলিনী আসব-অধবে,
 সমীরণ ভরে হাসিয়া হাসিয়া,
 হেলিয়া হুলিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া,

আপন মনেতে আপনা আপনি
 স্মৃতি হ'তেছিল, তুই বে অমনি
 প্রকাশিয়া বল, ছিঁড়ি নে কমলে
 ফেলিলি আছাড়ি দৃঢ় শিলাতলে !
 শুধায়ে গিষেছে, মলিন হয়েছে,
 আসব স্মৃতি স্মৃতি গিষেছে ।
 কি বিচারে তুই ছিঁড়িলি কমল,
 বল রে নিয়তি, বল মোবে বল ?
 নিয়তি রে, ওবে স্বার্থপরায়ণা,
 বল বল, তোব একি বিবেচনা,—
 কামিনীকুলের কলঙ্কারিণি,
 বল একবার, বল মায়াবিনি,
 'বমণী-হৃদয় দয়ামায়াময়'
 সকলেই কর, ও তোর হৃদয়
 কেন হেন নয় ? কেন লৌহ সম
 নিয়তি-হৃদয় এত নিরমম ?
 দেববালা হয়ে রাক্ষসীর মত
 সর্বনাশ-ত্রিতে হইলি নিরত ?
 কেন তোরে বিধি অমরতা দিল ?
 নখরের মত কেন না সৃজিল ?
 তোম গ্রাসে হয় সকলি বিনাশ ;
 কিন্তু, নিশাচরি, তোরে করে গ্রাস—

কেউ কি এমন কোনখানে নাই ?
 ভোব মৃত্যু বিধি কেন লিখে নাই ?
 তো হ'তে ভারত নবকে ডুবেছে,
 সুখ-কপূরের স্মরণি উবেছে,
 পর-অধীনতা দুর্গন্ধ বিষম
 ভারত-ভূমিরে করে আগাতন,
 অনার্য্য-পবশে আৰ্য্য-নিকেতন
 তোবি তবে হ'ল নবকে পতন !

গীতচতুষ্কয় ।*

১ম গীত ।

মেঘনাদের উক্তি ।

খাখাজ—চৌতাল ।

কনক ভূপ ভূষিত সুন্দর
 লকাপুর সুর-মনোহর ;
 হায় রে, তারে হীনবল নব
 সঙ্কল্প করিছে বানর সঙ্গে !

* গত দ্বিতীয় সাপ্তাহিক 'কলেজ রিবিউ' উপলক্ষে
 'ট্যাং লিউ বিজাং' অর্থাৎ সঙ্গীত প্রতিভা প্রদর্শনায় গীত
 দুইটি ছিল ।

এখনি বাইবে সমবে পশিব,
অচিরে বানব নব নাশিব ;
কেশবী হয়ে কি শৃগালে ডবিব ?
কৰ্কর বল নাহি কি অঙ্গে ?

রক্ষকুল ক্ষব রমণীর তবে,
ছি ছি, তবে আমি এখনো কি ক'রে
ভ্রমি উপবনে বামা-কর ধ'রে,
মজিয়ে মাতিয়ে প্রণয়-বন্ধে ?

এক নারী হ'তে শত শত নারী
পতি-মৃত-শোকে ফেলে আঁখি-বাবি ,
হাব । আমি তার কিছু না বিচারি,
রমণীরি সনে পূজি অনঙ্গে !

এখনি ত্যজিয়ে রমণী সঙ্গ,
এখনি ভুলিয়ে অণয় রঙ্গ,
এখনি চাকিয়ে কবচে অঙ্গ,
পশিব সমরে চড়ি তুরঙ্গে ?

ত্রিভুবন কাঁপে হুঙ্কারে বাব,
মানব কি ছার নিকটে তার ;
নিমেবে কাটিছে শির সন্ন্যাস
ভাসাব কলসি-নীল-তরঙ্গ ।

২য় গীত ।

কন্দর্পেব প্রতি ভগবতী ।

সুরঠ-খাযাজ—একতাল ।

কেন বতিপতি, এত ভীতমতি, ছাড় আগুগতি
কুসুম-বাণ ।

কব মোবে প্রীত, কর সুর-হিত, ভাঙ্গি ফুল-শবে
শিবের ধ্যান ।

*

যোগেশেব যোগ ভাঙ্গি একবাব,
ভস্মীভূত বটে হয়েছিলে, মার !
এবে আমি আছি, সে ভবে তোমার
ব্যাকুল করিতে হবে না প্রাণ ।

যেই পঞ্চবাণে ভুবন কাঁপাও,
সেই পঞ্চবাণ চাপেতে চাপাও,
পঞ্চদশ আঁখি পঞ্চমুখ হরে
জাগাও, অভয় করি রে দান ;—

আদেশে আমার স্বতুরাজ হাসে ;
মলয় সমীর বহে চারি পাশে ,
কোকিল কোকিল কুহ কুহ ভাবে ;
এই বেলা দাও ধূকে টান ।

৩য় গীত ।

সবমাব ক্রোড়ে সীতা মুচ্ছিতা ।

(কবি-উক্তি) ,

ছুরঠ—আড়া-ঠেকা ।

বন্ধপূব-পন্ধ-সবে মলিনী হেম-নলিনী ।

রাহগ্রস্ত শশী সীতা সবমা-কোল-শায়িনী !

হাবাইয়ে পতিধন,
আজি সতী অচেতন,
মুদিয়ে যুগল আঁখি,
নীবব বীণা-নাদিনী ।

শুধাবে গিয়েছে কার,
চিকু ব লুটিছে পায়,
নিখাসি মুহূল বয়,
হায় বে কপাল ।—

মুদিত নয়ন দিয়ে
অশ্রু যায় প্রবাহিয়ে ;
ধুক ধুক করে হিয়ে ;
মুচ্ছিতা বাম-মোহিনী ।

৯র্থ গীত ।

লক্ষণ কর্তৃক মেঘনাদ বধ ।

(কবি-উক্তি)

পরজ—কাঁপড়াল ।

সুরপতি ইন্দ্র ভীত যাব বলে ।

হকাবে যার ধরা খবহরি টলে ।

যাহাব নিশিত শর

ছিন্ন কবে চবাচর,

আজি সেই বীরবব

মরে বে অকালে ।

প্রাণাধিকা প্রিয়তমা,

বামাকূলে নিরুপমা,

প্রমীলা বিধবা হ'ল

কুভাগ্য ফলে ;—

হায়, একি কুবটনা,

বিধির কি বিড়ম্বনা ;

রক্ষোবধু অনাধিনী

ভাসে অক্ষি-জলে ।

যত দিন আয়ু বার,

কে তারে করে সংহার ?

কিন্তু ভূগাধাতে মরে

সমর হলো ;—

প্রমাণ তাব, দেখ রে,
বালক লক্ষণ-করে
“লঙ্কার পঙ্কজ-ববি
গেণা অস্তাচলে ।”

খুলনা ।*

স্থান—অবণ্য ।

সময়—বসন্ত প্রভাত ।

১

(উর্ধ্বে দৃষ্টি কবিতা) —

পোড়া বিধি বে ।

পাষণ সমান করে, কেন মোবে নারী ক’রে

স্বজিলি জগতীতলে, কি বাসনা করিয়ে ?

গড়িবারে পাব ব’লে, তারি পবিচয় মিশে

অভাগিনী খুলনাবে কাঁদাবারে স্বজিয়ে ?

হায় বে, নিদয় বিধি, এই মনে ছিল যদি,

কেন তবে সেই কালে—স্বজনের সময়ে

আঁকিয়ে লেখনী ডোর, লিখনি কপালে মোব

‘অকাল-মরণ’ হায়, নিরদয় হৃদয়ে ?

তা হ’লে বতের ছুখ কবে যে’ত ফুরাবে !

আছে তোর ভাল শেখা অকাল-মরণ লেখা,

* ইনি ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী ও শ্রীমন্ত সওদাগরের মাতা ।
কবিকল্প চণ্ডী প্রভৃতি ।

নবজাত কত শিশু ভূমিষ্ঠের সময়ে,
 গর্ভ ছাড়ি মাটি ছুঁয়ে, ক্ষণে-বিশ্ব পানে চেয়ে
 দেহ রাখি চলি যায়, জননীবে কাঁদায়ে !
 যথা প্রতিপদ-শব্দ অতি ক্ষীণতর হাসি
 ক্ষণেক হাসিয়ে, হাস, পুন যায় মিশায়ে,
 বিশাল ধরণীতল অন্ধকাবে ডুবায়ে ।

২

পোড়া বিধি রে ।

কেন তবে শিশুকালে, চরণ চাপায় গলে
 বিনাশ করনি মোরে ? বুচে বে'ত যাতনা ।
 নারী জনমের জ্বালা করিত না কালাপালা,
 প্রতিক্রমে হা হতাশ করিতেও হ'ত না ।
 পোড়া বক্ষ প্রতি পলে ভাসিত না অক্ষি-জলে,
 ভাবা'ত কি মোরে আর কলহীনা বাসনা ?
 বিজনে বসায় মোরে, বৃথাই ব্যাকুল স্বরে
 কাঁদিত কি বিনাইয়ে রসহীনা রসনা ?
 বুচে বে'ত সতীনের দুর্কচন-বেদনা ।
 সপত্নী-গঞ্জনা হ'তে, কিবা আছে এ জগতে
 মোর কালকূটময়, ওরে বিধি, বল না ?
 কালভুজঙ্গীর মত দংশিবারে অবিরত
 অভাগীরে, তব করে স্টম্ব হ'ল লহনা ?
 তাই বলি, শিশুকালে চরণ চাপায় গলে

কেন মোরে বধ নাই ? ঘুচে যে'ত যন্ত্রণা ।

সতীনের আলা হ'তে প্রাণ পে'ত খুলনা ।

৩

পোড়া বিধি বে ।

ক্ষুধিতা বাঘিনী যথা, বিষ মাখা যার কথা,

অনায়াসে তুমি তথা অরপিলে আমারে ।

গাঁ গাঁ ক'রে কথা কর, শুনে বড় ভয় হয়,

সরলা হবিণী আমি বাঘিনীর ছায়াবে ।

উঠিতে বসিতে মোবে, কতই পীড়ন করে,

নিজে দোষ করি, মোবে বিনা দোষে গ্রহাবে ।

কে আছ ? কহিব কাবে ? প্রাণনাথ দেশান্তরে,

অভাগীব হুখ-কথা কে কহিবে তাঁহারে ?

পতি বই 'নিজ' বলি কে ভাবিবে আমাবে ?

ওরে নিরদয় বিধি, হৃদয়েশ যে অবধি

প্রবাসে গেছেন চলি ; সে অবধি কাহাবে

আমারে সদয় হ'তে দেখি নাই নয়নেতে,

তুমিও বিষম শত্রু মহীতল মাঝারে

তাই বলি অবিবত, শত্রু হয়ে, শত্রু মত

দেখারে ব্যভার বধ এ হুখিনী বালাবে ;

সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর ছায়াবে ।

৪

পোড়া বিধি রে ।

তোরি কুবিচারে, হার, এবে আমি অলহায,

একা কাঁদি ঘোর বনে কান্দালীর মতন !
 এমনি বিচার তোর, ধনপতি পতি মোর,
 আমি কিন্তু ভিখারিণী, সার মাত্র রোদন ।
 মুহূর্ত্তেকে পতি যাব দান করে ধনভাব,
 আজি বে বমণী তাঁর নাহি পায় অশন ,
 বে নির্দয়, দেখ্ চেয়ে, কত দিন নাহি থেবে,
 শরীব অবশ, হায়, নাহি চলে চরণ ।
 বাঁচি বে এখনি, যদি দেখা দেয় মরণ ।
 বেদে নাকি আছে লেখা,—‘ বিধাতাই অম্লদাতা,
 বিধাতাবি অম্লজলে বাঁচে এই ভুবন ?’
 এ যদি রে সত্য হয়, তবে সে ত বেদ নয়,
 অবিলম্বে ছিঁড়ে তারে জলে কর ক্ষেপণ ।
 হিন্দু বাট, কিন্তু তবু, সে বেদ না মানি বভু,
 কসাই বিধির শুণ সে বেদেব জীবন ।
 এখনি অনল-মুখে কব তাবে অর্পণ ।

৫

পোড়া বিধি রে !

তুই বড় পক্ষপাতী, কারে তুষ দিবা রাতি,
 চিরকাল কারে কব হুখার্ববে মগন ;
 কারে দাও সিংহাসন, কার ভাগ্যে নির্বাসন,
 কেহ শোয় স্বর্ণ খাটে, ভূমে কারো শয়ন !
 কীর ছানা কারো পাতে, কেহ মরে শুক জ্বাতে,

কেহ কারো কাঁধে চড়ে, কেহ করে বহন ।
 কেহ কথা কয় স্নেহে, কেহ রে বিষম মুখে
 দিবানিশি অশ্রুজলে ভূমে করে লুণ্ঠন ।
 তুমিই বেদেব বিধি হুখ-শোক-ভঞ্জন ?
 তুমিই বে দব বিধি সৰ্ব্ববাদী মতে যদি,
 আমাবে নির্দয় কেন ? আছে কিছু কাবণ ?
 কি কাবণ ?—কিছু নাই, সেই হেতু ভাবি তাই,
 হায, পোড়া বিধি, তোর এ বিচাৰ কেমন ?
 অবলা সবলা আমি, না জানি ব্যতীত স্বামী,
 পতিব চরণযুগ সদা কবি চিন্তন ।
 এই কি আমার দোষ—কপালের লিখন ?

৬

এ যদি বে দোষ হ'ব, নারী-ধৰ্ম্ম কারে কয় ?
 পুণ্য-কৰ্ম্ম কারে বলে, বল দেখি আমারে ?
 নূতন বিবাহ হ'ল, দিনেক না স্নেহে গেল ;
 প্রবাসী হলেন পতি, আমি ভাসি পাথারে ।
 সতিনী বিষম অরি, তার অত্যাচারে মরি ;
 এই কি আমার দোষ বিধি তব বিচারে ?
 বিধাতা, ক'র না রোষ, এ যদি আমার দোষ ;
 কে, বল, কহিবে তবে দোষশূন্ত তোমাবে ?
 দোষের আকর তুমি এ বিশ্বের স্বাক্ষরে ।
 তুই রে পরম দোষী তুই ত আঁকড়ে পশি

কপালে লিখিলি ছুখ, কি জানি—কি বিচারে ।

তাই বলি, মোর মতে, সুবিশাল ত্রিঙ্গগতে

কে বল কহিবে তবে দোষ শূন্য তোমারে ?

যদি বঁচিষে বব যাবে পাব তারে কব,—

‘পরম নির্দয় বিধি তাঁহাবই সংসাবে ।

যে যা বলে এ কথা—বলুক সে আমারে ।

৭

(অধোমুখে সাশ্রনরনে)—

হায় লো লহনা সত্য, তুই লো বিষের লতা,

বিষের অন্তর তোর, বিষময় হৃদয় ,

নাহি মোব অপরাধ তবু লো সাধিস্ বাদ,

অভাগীবে ছুখিনীবে কেন হ’লি নিদয় ?

সোদরা ভগিনী মত ভাবি তোরে অবিবত,

অভেদাঙ্গ বলি তোরে সদা ভাবি মানসে ,

কিন্তু হায়, তা বিকল ভালবেসে অশ্রুজল

গড়াইছে এবে, আহা, অভাগীর উরসে !

হীরক-মণ্ডিত কোষে অভাগীর ভাগ্য-দোষে

রয়েছে শানিত অসি, কাটিবারে আমারে ;

আগে জানিতাম যদি থাকিতাম নিরবধি

অনুভা কুমারী হয়ে জনকেব আগারে ।

তা হ’লে এ দুখভার, তা হ’লে এ অশ্রুধার,

তা হ’লে এ হা হতাশ কিছুই না থাকিত

সত্য সহ ঘব কবা—স্বকরে সাপিনী ধরা—
আজন্ম জীৱন্তে মরা—কিছুই না ঘটত ।

৮

কোটি কোটি জন্মান্তরে যে বমণী পাপ করে,
মুখবা প্রথরা সত্য ভাগ্যে তাব ঘটে লো ,
সতিনী যাহাব সাধী, গল্পনা-জলন্ত বাতি
দন্ধে তারে দিবাবাতি , দুখ-শেল ফোটে লো ।
সতিনী যাহার আছে, কভু কি তাহাব কাছে—
এ বিশাল ধবা-ধাম আবামেব হয় লো ?
দিবসেতে অন্ধকার ; অন্ধকাস্ত্রে যমাগাব ,
সুখেব জিনিষ মাত্র চিরছদ্ময় লো !
যে বমণী পুণ্যবতী, বিধি ধারে নৈহী অতি,
সতিনী বিহীনা সত্য এ জগতে সেই লো ;
ভূমে তাব স্বৰ্গবাস নিৰ্দ্ধিবাদে বারমাস ;
জীৱন্তে নরকবাস ভাগ্যে তার নেই লো ।
এ হেন রমণী যদি কপালে মিলার বিধি,
প্রতিপাত ক'রে তারে ঘোড়করে কব লো ;
কি হেন পুণ্যের ফলে জনমিল ধবাতলে,
সে পুণ্য অরজি আমি, তার সম হব লো ।
যে মস্ত্রে সে সত্যহীনা সেই মস্ত্র লব লো ।

৯

(অঞ্চল হইতে পত্র খুলিয়া) —

জীৱিকায় বিব বই, তথা লাভ হয় কই ?

তুই লো লহনা তার নিদর্শন দেখালি !
 এত লেখা পড়া লিখে, শেষে জাল-চিঠি লিখে,
 অকূল-সাগর-জলে ছুধিনীরে ভাসালি ।
 এখনো আমার কাছে তোর সেই পত্র আছে,
 লীলাবতী সনে, হায়, এ ঘটনা ঘটালি,
 স্বামীব স্বাক্ষর মত লেখনীতে নিবগত
 কবিয়ে তাঁহার নাম, অভাগীবে মজালি ।
 এই পত্র অনুসাবে অজাকুল চরাবাবে,
 নিরাহাবে ভ্রমি আমি স্নানিবিড কাননে,
 এই পত্র অনুসাবে, সদা ভাসি অশ্রুধাবে,
 নিবাহারে যবি, দেহ ঢাকি ছিন্ন বসনে ।
 সহসা স্ববগ হ'তে নরক-বিষেব শ্রোতে
 একেবারে প'ড়েছি লো, এ পত্রের কারণে ।
 তোর এই পত্রে দিক্, তোকে দিক্ ততোধিক্,
 দিক্ তোব লেখনীরে, দিক্ তোব জীবনে ।

১০

বুঝি লো দাক্ষণ বিধি তোরে ক'রে প্রতিনিধি,
 আমার অদৃষ্ট-ফল এই পত্রে লেখালে ?
 দক্ষিণাবে অভাগীবে, জেঁবে দিয়ে লেখনীরে,
 পুন্মনার বনবাস বিধি তোরে শেখালে ?
 বহিঃ বিশেষ আমি জানি যে আমার স্বামী
 এই বিষয় পত্রে করে নাই স্বাক্ষর :

কিস্ত হায, ভাগ্য দোষে, লহনা লো, তোব বোষে,
 অনিচ্ছায় স্বীকাবিহু স্বামীবি এ অক্ষব ।
 কিছু দোষ নাহি মম তবে পতি নিবমম
 কেন লো হইবে মোবে ? স্বামীগত খুলনা ,
 তাবে পতি কি কাবণে এ দাকুণ কুলিখনে
 বনবাসে পাঠা'বেন, ভুগিবাবে যন্ত্রণা ?
 এ সকল তোবি ছল, জ্ঞীশিক্ষাব বিষফল
 ফলিল মানসে তোব , লাভে হ'তে ছুখিনী
 বনবাস-জুখে প'ড়ে হতাশ আগুনে পোড়ে ,
 খুলনাব সৰ্কনাশ—লহনাই সুখিনী ।

১১

(বৃক্ষশাখায় কোকিলেব গুতি)—
 বে কোকিল, কেন আব কুছ ববে বাবস্বার
 বিবহিণী খুলনাব দহিতছ অন্তব ?
 কে তোবে পাঠা'ল হেথা, খেতে অভাগীব মাথা,
 কে শিখা'ল এ কুবব কবিবাবে জর্জব ?
 একে আমি কান্ধালিনী, বহুদিন বিবহিণী,
 সতা তাহে ভুজঙ্গিনী বর্ষে সদা গরল ,
 তুইও পুন অহর্নিশু কুছ-বিষ উগাবিস,
 ঘবে বনে সমভাব—কুভাগ্যেব কুফল ।
 বিষম বসন্তোদয, নিবখি পবাণ দয ;
 বিষময মলযজ সমীষণ ব হিছে ,

এ সময়ে ওরে পিক্, (ধিক্ তোরে শত ধিক্)
 তোবও গবলেব ধ্বনি হুদি মন দহিছে।
 কালাকাল নাহি জ্ঞান, সদাই জালাও প্রাণ,
 বিহঙ্গকুলের কালি তুই, ওরে কোকিল।
 বাহিরে ভিতবে তোব চিরকালি কালি ঘোব,
 কালের সমান ক'বে কে বে তোবে গাঠিল ?

১২

যদিও বাঘস বাল, তবুও তো হ'তে ভাল,
 চিবকাল বব তাব একভাব থাকে বে,
 তোব মত স্বার্থপব নহে বে বাঘসবব,
 অবি মিত্র কিছু নয়, ভাল বলি তাকে বে।
 তুই বড় নিদাকণ, বিবহাঙ্গি শতগুণ
 জালায়ে কবিস্ খুন বিবহিণী নাবীবে,
 তোব মত ওঁচা পাখী কলঙ্কিত কবে শাখী,
 সবলি দেখিতে পাবি, এ তো নাহি পাবি বে।
 কালাকাল নাহি জ্ঞান, পরেব জালাও প্রাণ,
 কিস্ত নিজ প্রাণ তুষ কোকিলাব সনে বে,
 বিয়ন বসন্তকালে বিবহ কাহাবে বলে,
 সে ভাবেব একটুও নাহি তোব মনে বে।
 কোকিলাবে লয়ে স্নেহে আছ শাখে মুখে মুখে,
 সে স্নেহে সাধিব বাদ, কণকাল বহ বে,

মাথাব চিকুৰ ছিঁড়ে, দৃঢ়তৰ ফাঁস গ'ড়ে,
ধৰিব প্ৰিয়াবে তোৰ—ঘটা'ব বিবহ বে ।

১৩

এ বসন্তে দূবে স্বামী, যে বিবহে জ্বলি আমি,
বিবহ বে কি যাতন, এখনি বৃষ্টিবি বে,
এ সুখ স্বপন হ'বে, কুতবব নাহি ববে,
অগ্ৰজাল মুহূৰ্ত্ত হতাশে ডুববি বে ।
বান্ধা আঁবি হ'বে বান্ধা, স্বব হ'বে ভান্ধা ভান্ধা,
হৃৎ কাল দেহ তোৰ আৰো কাল হ'বে রে,
বসন্ত হইবে বিশ, পাকা ফল হ'বে বিষ,
মলষেব সশীৰণ দেহে নাহি সবে বে ।
তোৰ কুহ কুহ ধ্বনি, বজ্জ সম যাব গনি
এবে আমি, সেই ধ্বনি আৰ নাহি ববে রে,
তা হ'লে কতকথানি (মনে হেন অনুমানি)
বিবহ-যাতনা মোৰ হৃদয় না সবে বে ।

আমাবে যেমন তুই, আমিও তেমন হই,
কালেব মতন কাজ, এই দ্যাখ, কবি বে,
কাঁদু তুই হা হতাশে, স্তম্ভ চিকুৰ ফাঁসে
কোকিলাবে আমি তোৰ, এই দ্যাখ, ধবি বে ।

১৪

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—

ওরে পিক, এতক্ষণে বুঝেছি বুঝেছি মনে,
দাকণ সতিনী মোৰ নিশাচৰী লহনা

বনেও আশাতে মোবে, বুঝি পিকরূপ ধ'রে,
 কুবব কুহব ববে দেষ মোবে গঞ্জনা ?
 ভাগ্য-দোষে ভাগ্যে নাই এমন কিঞ্চিৎ ঠাই,
 যেখানে ছুদও গিয়ে হ্রাস কবি যন্ত্রণা,
 সত্যশব্দ আগে পাছে অভাগীব কাছে আছে,
 এতে কি পবাণ বাচে ? বিবাতাব বঞ্চনা ।
 কি ব্রত কবিলে পবে মুখবা সতিনী ম'ব,
 পবাণ দিযেও যদি পূবে এই কামনা,
 তাও কবিবাবে পাবি, কিন্তু সহিবাবে নাবি
 যন্ত্রণাব অবতাব সতিনীব তাডনা ।
 কি ব্রত কবিলে পবে এ বঙ্গব স্ববে স্ববে
 সতিনী বিহীনা হয় বাঙ্গালীব ললনা ?
 তাও পাবি কবিবাবে, তা হইলে জন্মান্তবে
 কুমুদী সত্যব মুখ দেখিবে না খুলনা ।

কোন প্রিয়তম বন্ধুব প্রতি ।

১

তমোময় খনিতলে তমোনাশী মনি জলে
 যেমতি, হে প্রিয়তম ।

অমুখ-আঁধারময় জদয়ে আমাব
 তুমি মনি সেইরূপ, তোমাবে পাউয়া

ঘুটিবাছে হৃদিগত ঘোব অন্ধকাব,
 দুখেব জগতে সুখ যায় প্রবাহিয়া ।

২

‘প্রিযতম’ এই ক’টি স্মঅক্ষব পবিপাটী
 বসনা যখন মম কবি উচ্চাবণ,
 সম্বোধে তোমাবে, ভাই, কি যে এক সুখ পাই,
 হৃদয়ে সে ভাব নাই কবিত্তে বর্ণন ।
 কাছে থাক যতক্ষণ, সুখে কর নিমগন,
 না থাক যখন কাছে, তখনো কেমন
 সুখ অনুভব করি, হৃদয়-ফলকে হেবি
 তব রসায়ন-চিত্র* মানস-মোহন ।

৩

নিশিত কণ্টকময় শাখে বথা ফুটে বয়
 সূচাকু গোলাপ ফুল—সৌবভ-আধাব ;
 তেমতি দয়ালু বিবি তোমা হেন বন্ধু-নিধি
 সৃজিলেন দুখময় সংসার মাঝাব ।
 ওহে শৈশবেব সখা, সবল সখিত্ব মাথা
 সবল হৃদয় তব, তোমাব মতন
 প্রকৃত বান্ধববব হাজারে খুঁজিলে পব
 মিলে কি, না মিলে, তুমি মহার্ঘ বতন ।

সময়ে অনেক সখা এ জগতে দেয় সেখা,
 অসময় হ'লে, হায়, হয় অদর্শন ,
 যত দিন মধু থাকে, অলি আসে বাঁকে বাঁকে,
 নির্মধু হইলে ফুল, আসে কি কখন ?
 তুমি হৃদয়ের সখা, নও হে তেমন ।

৪

সুখেব সময়ে সুখী, দুখেব সময়ে দুখী
 বিপদে আশ্বাসভাষী তুমি, প্রিয়তম ।
 মুখসে বদন ঢাকা, জিহ্বায় অমৃত নাখা,
 পেটে বিষ বন্ধু সম নহ নিরমম ।
 এক বৃক্ষে যথা ছুটি কুসুম থাকয়ে ছুটি,
 এ সংসাবে সেইরূপ আমরা হজন ।
 বিধির করুণা-বলে যদি ধরণীতলে
 র'ব দৌহে—আশা করি—রহিব এমন ।
 পাব হয়ে ভব-নদী, পরলোক পাই যদি,
 সেখানেও হজনের হইবে মিলন ;
 তুমি যথা আমি তথা, আমি যথা তুমি তথা,
 " কায়া ছায়া, ছায়া কায়া ছাড়া কি কখন ?

সম্পূর্ণ ।

